বিনিময় ১০ টাকা

অধিকার

মার্চ, ২০১৫

এই সংখ্যার বিষয়

- মুক্ত(চিন্তার মৃত্যু নেই
- দিল্লীর গণধর্ষণের উপর তথ্যচিত্র
- নারী দিবস
- ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক ?
- ধর্ম সংকট
- ন্যায্য বিচারের জন্য এক বিধবা মায়ের লড়াই
- বিমা আইন (সংশোধনী) বিল- ২০১৫
- সন্দীপ দাশগুপ্তর প্রতিহিংসামূলক বদলি
- সেলাম সুজেৎ

তদন্ত রিপোর্ট

- কাকদ্বীপের নিগৃহীত শি(ক
- রাণাঘাটে নারকীয় ধর্ষণ ও দুস্কৃতি হামলা
- হিন্দমোটর কারখানায় আলো-জল বন্ধ
- আলু চাষীদের আত্মহত্যা
- পুরভোটে শাসক দলের সন্ত্রাস
- নকশালবাড়িতে এস এস বি-র গুলিতে গ্রামবাসীর মৃত্যু
- ভগবানপুরে নির্যাতিতা ময়না বিবি
- পুস্তক সমালোচনা
- সংগঠন সংবাদ
- অধিকারের সংবাদ
- ২টি অগণতান্ত্রিক আইন

সম্পাদনা পত্রিকা উপসমিতি ।
গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতির প(সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত (৯৪৩২২৭৬৪১৫) কর্তৃক ১৮, মদন বড়াল লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত ও মা তারা প্রিন্টার্স, শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত ।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdr.org.in
Phone : (033) 2237 6459

মুক্ত(চিন্তার মৃত্যু নেই

নীলাঞ্জন দত্ত

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে ঘাতকের গুলিতে নিহত হন ৮২ বছরের গোবিন্দ পানসরে। তাঁর স্ত্রী উমা গু(তর আহত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় রিক্সা থেকে টেনে নামিয়ে কুপিয়ে মারা হয় ৪২ বছর বয়স্ক অভিজিৎ রায়কে। কোপানো হয় তাঁর স্ত্রী বন্যাকেও, যদিও শেষপর্যন্ত তিনি বেঁচে যান।

পানসরে ছিলেন শ্রমিক নেতা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। অভিজিৎ ছিলেন জৈব প্রযুক্তি(বিদ(কাজের সূত্রে আমেরিকায় প্রবাসী হয়ে সে দেশেরই নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দুটি মৃত্যুর কি কোথাও মিল রয়েছে?

হ্যাঁ, দুজনকেই খুন করেছে অসহিষু(মৌলবাদীর দল, এদেশে যারা হিন্দুত্বের বড়াই করে, আর ওদেশে ইসলামের। কারণ, দুজনেই ছিলেন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বি(াসী, যুক্তি(বাদী, সত্যানুসন্ধানী।

গোবিন্দ পানসরের হাতে গড়া 'শ্রমিক প্রতিষ্ঠান' এমন সব সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নিয়েছিল, যা ধর্মীয় গোঁড়ামী আর অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থ, এই দুয়ের মূলেই আঘাত হেনেছিল। তিনি ছিলেন 'কমরেড আন্নাভাউ সাধে সাহিত্য সম্মেলন' -এর অন্যতম সংগঠক, যা একই লে(্যে কাজ করত। ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে মারাঠা রাজা শিবাজীকে ''নিজেদের লোক'' বলে চালাতে চায়, তা মোটেই সত্যি নয়। কোলহাপুরে অন্যায়ভাবে রাস্তায় রাস্তায় টোল ট্যাক্স চাপানোর বি(দ্ধেও তিনি সফল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি(র দাবিতেও ছিলেন সরব।

অভিজিতের কাজের ধরন ছিল আলাদা। তিনি ইন্টারনেটে 'মুক্ত(মনা' নামে এক ব্লগ সাইট তৈরি করেছিলেন। এই ব্লগ সাইট হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মৌলবাদ বিরোধী, যুক্তি(বাদী মানুষদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাঁর মুক্ত(চিন্তার প্রকাশ তাঁর লেখা ও সম্পাদনা করা বইগুলির মধ্যেও স্পষ্ট 'বি(াস ও বিজ্ঞান', 'অবি(াসের দর্শন', 'স্বতন্ত্র ভাবনা মুক্ত(চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি(' 'সমকামিতা বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' ইত্যাদি।

দুটি মৃত্যুর মধ্যে আরও মিল আছে। দুজনকেই মৌলবাদী ও কায়েমী স্বার্থের দালালরা খুনের হুমকি দিয়েছে বহুবার। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের নিরাপত্তার

কোনও ব্যবস্থাই করেনি, হয়তো ইচ্ছা করেই। আর এই হত্যাকান্ডের অপরাধীদের ধরবার দিকেও তাদের মন নেই মোটেই। এর কারণ, দুজনেই ছিলেন যুক্তি(নিষ্ঠ প্রতিবাদী এবং এমন চিন্তাভাবনার প্রতিনিধি, যা শাসকদের একেবারেই পছন্দ নয়। তাঁরা দুনিয়া থেকে সরে গেলে শাসকদেরই লাভ। পানসরে আর অভিজিতের ওপর আত্র(মণ তাই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

এর আগে, ২০১৩ -র আগষ্ট মাসে মহারাষ্ট্রের পুণেতে একইভাবে গুলি করে মারা হয় নরেন্দ্র দাভোলকরকে। তিনি ছিলেন 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'র সংগঠক, যার সদস্য ছিলেন পানসরেও। সমিতির নামেই পরিষ্কার, তা কী ধরনের কাজ করত। তারও আগে ঐ রাজ্যেরই তালেগাঁওতে ২০১০ -এর জানুয়ারীতে খুন হন তথ্যের অধিকার আন্দোলনের কর্মী সতীশ শেট্টি। সেখানে তিনি আই আর বি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপার্স নামে একটি কোম্পানির বেআইনি জমি দখলের বি(দ্ধে প্রচার করছিলেন।

বাংলাদেশেও অভিজিতের আগে একইভাবে খুন হন শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী রাজীব হায়দার শোভন ও সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ। 'মুক্ত(মনা'র কথায় ''তিনি শুধু একজন ব্লগারই ছিলেন না, পেশাগত জীবনে ছিলেন স্থপতি। তার অপরিসীম মেধার স্বা(র হয়ে থাকবে 'মুক্তি(যুদ্ধের স্মৃতিসৌধের নকশা' যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছে। রাজীবকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) পল্লবী থানার পলাশনগরের বাড়ির অদূরে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।'' অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকেও কুপিয়ে মারা হয়েছিল, আশ্চর্যজনকভাবে, অভিজিতের মতোই 'অমর একুশে বইমেলা' থেকে ফেরার সময়, ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী। অভিজিতের ব্লগ সাইটে লেখা আছে, তিনি ছিলেন ''মুক্ত(মনার সম্মানিত সদস্য, বাংলাদেশের প্রথিতযশা প্রথাবিরোধী, বহুমাত্রিক লেখক এবং জাতির নির্ভিক কণ্ঠস্বর''।

একটা কথাই শুধু খুনিরা ভুলে যায়। মুক্ত(চিন্তার একজন পথিককে খুন করলেই মুক্ত(চিন্তা শেষ হয় না। তার পথ ধরে আরেকজন আসে। আরও অনেকে আসে। অভিজিৎ চলে যাওয়ার পর এখন 'মুক্ত(মনা' খুললেই দেখতে পাবেন জ্বলজ্বল করছে একটি ছোট্ট বাক্য ''আমরা শোকাহত কিন্তু অপরাজিত''।

আসুন, এই প্রত্যয়ে আমরা অবিচল থাকি।

১) অভিজিতের হত্যার পর এক মাস যেতে না যেতেই ঘাতকদের চপারগুলো আবার নেমে এল এবার বলি হলেন আর এক সাহসী ব্লগার, ওয়াশিকুর রহমান মিশু। যিনি সম্প্রতি নিজের 'প্রোফাইল' পাল্টে লিখেছিলেন আই অ্যাম অভিজিৎ।

২) If I have written that Humayun Azad was hacked to death in 2004, it is incorrect. It must be altered to say that দুষ্কৃতীরা তাঁকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান।

দিল্লীর গণধর্ষণের উপর তথ্যচিত্র ও একটি বিতর্ক

মৌতুলী নাগ (সরকার)

১৬ই ডিসেম্বর, ২০১২, দিল্লীর চলন্ত বাসে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণ ও ধর্ষণের পরে খুনের প্রচেষ্টা যে বীভৎসতার নির্দশন হিসেবে আমাদের মনে দাগ কেটেছিল তা আজও ঘৃণা ও ে াভের অমলিন (ত হয়ে রয়েছে। সেদিনের নির্ভয়া যে এই ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন তার জন্য সারা দেশ উত্তাল হয়েছিল। অপরাধীদের শাস্তির দাবি ও নির্ভয়াকে বাঁচিয়ে তোলার দাবিতে কোনো দলীয় পতাকা ছাড়াই নাগরিক সমাজের ে াভ ও প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। এমনকি বি(্বের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয়, মানবতাপ্রিয় মানুষও এই প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ার সাথী হয়েছিলেন। সম্প্রতি এই ঘটনার ও বিবিসি চ্যানেলের সৌজন্যে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেন লেসলি উডউইন, India's daughter যা নতুন করে কিছু বিতর্ক ও সমালোচনার বাতাবরণ তৈরি করল।

তথ্যচিত্রটি একটি ঘটনার ওপর ভিতপ্রস্তর হলেও বর্তমান সময়ে এর সুবিস্তৃত প্রাসঙ্গিকতায় এটি সকল গণতন্ত্রপ্রিয়, সমাজসচেতন মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। শুধু এই ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে উঠে এসেছে বর্তমান সমাজব্যবস্থার কিছু নগ্ন বাস্তবতা। নির্ভয়ার ধর্ষণকান্ডে মুল অভিযুক্ত(মুকেশ সিং-এর চোখ দিয়ে যেন একটা সমাজ প্রতিফলিত হয়। যেখানে তার জবানবন্দীতে সে বলে যে তাদের ফাঁসির সাজা দেশ থেকে ধর্ষণের ঘটনা মুছে দিতে পারবে না বরং এতে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা আরও বাড়বে। মুকেশের এই উক্তি(র সাথে সঙ্গতি রেখে তার আইনজীবীরাও বলেন যে ''ভারতীয় সংস্কৃতি এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি যেখানে মেয়েদের কোনো স্থান নেই। মেয়েরা হলেন ফুলের মতো, যা মন্দিরে রাখলে পুজোর কাজে লাগে, আর রাস্তায় থাকলে দলিয়ে যেতে হয়।'' অপর আইনজীবী বলেন যে তার নিজের বোনের প্রাকবিবাহ সম্পর্ক থাকলে তিনি পরিবারের সকলের সামনে তাকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারতেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার তাদের এই হাড় হিম করা শাসানি ও হিংসাশ্রয়ী মন্তব্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে রাখলেও রাষ্ট্র চুপ থাকে তার পরিচিত ঢঙে। সেই আইনজীবীদের শাস্তি হয় না। লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল হয় না।

ভারতীয় আইনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপূরক হলেও যৌন হিংসা ও তদ্‌জনিত অপরাধকে স্বীকৃতি দেওয়ার মনোবৃত্তি বর্তমান সমাজের উন্নয়নশীলতার ঝাঁ চকচকে ফ্লোরের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা পু(যতান্ত্রিকতাকে জনসম(নিয়ে এসেছে। যে পু(যতন্ত্র মেয়েদের স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ না ভেবে নিছক একটি কোমল, নমনীয় লিঙ্গ হিসেবে দেখে এসেছে । মেয়েদের সুর(া ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বদলে তাদের ওপর আরোপিত হয়েছে সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়ি। যা ভারতীয়

সমাজ পু(ষতান্ত্রিক শোষণের বীজকে পুষ্ট করেছে। আর এই ভাবেই সেই আদিকাল থেকে আজ অবধি 'ধর্ষণ' ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এসেছে। নির্ভয়া এই সংস্কৃতির শিকার। তার ধর্ষক ও তাদের আইনজীবীরা এই সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। যারা মনে করে নারী শরীরের ওপর তাদের অধিকার আজন্মলালিত। সামন্ততান্ত্রিক কাল থেকে বি(োয়িত দুনিয়া নারী শরীরকে পণ্য হিসেবে দেখে এসেছে ও ব্যবহার করে এসেছে। এই ভয়াবহ ধর্ষণ কান্ডের পরেও ধর্ষণের পরিসংখ্যান (প্রতি ২০ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে) সেই পণ্যায়নকেই সঙ্গত করে। মেয়েদের আত্মমর্যাদা ও মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত হয় এই বীরপুঙ্গবদের (!) কাছে। আর তাই শ্রেণীগত ব্যবধান যাই হোক না কেন এদের বাহুতে মজ্জাতে পেশিশক্তি(ও দুচোখে আনত শাসানির মধ্যে কোনো ফারাক বস্তুত উপলব্ধ হয় না।

তথ্যচিত্রটি প্রচার হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই ভারত সরকার এটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। এই নিষিদ্ধকরণের মধ্যে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার দুর্বলতাই প্রকট হয়। প্রকট হয় এই প্রগতিশীল (!) সমাজে মেয়েদের অবনমিত অবস্থানের বাস্তবতা। যে সমাজ মেয়েদের ভার্জিনিটির ধারণাকে এখনও বহন করে চলে। বহন করে চলে তার শরীরের ওপর এককপু(ষের দখলদারিত্বের সংস্কার ও সংস্কৃতি। যে কোনো সমাজেই কোনো সংস্কার দীর্ঘদিন চর্চার ফলে তা সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হয়। সেইভাবে আমাদের দেশে কুমারী পূজা, ইতু পূজা বা স্বামী-পুত্রের মঙ্গলার্থে ব্রত উদ্‌যাপন বর্ণাঢ্য সমারোহে পালিত হয়। রাষ্ট্র এই জাতীয় সংস্কারকে নিষিদ্ধ করেনা, বরং বহুদিন যাবৎ লালিত সংস্কারকে সংস্কৃতির মোড়কে স্বীকৃতি দেয়। প্রশ্রয় দেয় মেয়েদের আত্মমর্যাদাহীনতা ও পু(ষের ওপর নির্ভরশীলতা। কিন্তু নির্ভয়া ছিলেন এমনই এক স্ফুলিঙ্গ যিনি ছোটবেলা থেকেই উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন এই সংস্কৃতির প্রচলিত ধারাকে। যেহেতু তথ্যচিত্রটিতে নির্ভয়ার এই স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওঠাই চিত্রিত হয়েছে তাই তা একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বি(দ্ধে। বি(োদরবারে ভারতীয় সমাজের কৃষ(গহ্বরগুলি চিহ্নি(ত হয়েছে নির্ভয়ার হাত ধরেই। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন আইনিভাবে শাস্তি দিয়েও ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এবং সমাজকর্মী থেকে শু(করে মনোবিদরাও মনে করছেন যে ধর্ষণ পু(ষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় অব(য়িত মূল্যবোধের পরিণতি, তখন 'India's daughter' ই হতে পারত উদ্‌ঘাটিত সত্যের আলোয় মানুষের চেতনার জড়ত্বকে নাড়া দেওয়ার এক অনন্য হাতিয়ার। কিন্তু এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। তাই তা আর হয়ে ওঠেনা । এইখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে, ধর্ষক কোনো ব্যক্তি(অপরাধী নয়, সে হল এমন এক সমাজ ব্যবস্থার ফসল যা তাকে মদত দেয় ধর্ষণে। একই সাথে মদত দেয় ধর্ষিতাকে মুখে কাপড় ঢেকে চলতে, সমাজ, পরিবার, আপনজনের কাছে তাকে 'নষ্ট' হিসেবে বিশেষিত হতে। আর তাই-ই এদেশে নিষিদ্ধপল্লীগুলি নিষিদ্ধ হয় না, বরং স্যাঁতস্যাঁতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কৃমিকীটের মতো বেঁচে থাকা যৌনকর্মীদের জন্য সরকারি অনুদান ঘোষিত হয় (সম্প্রতি তাদের জন্য রাজ্য সরকার ২ টাকা কেজি চাল দেওয়ার কথা ঘোষণা করে)। এই নিষিদ্ধকরণের মধ্যে প্রকট হয় জনগণের বি(দ্ধে রাষ্ট্রের এক অঘোষিত যুদ্ধ- যা সেদিনের ছোড়া জল কামান ও কাঁদানে গ্যাসের চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর !

পরিশেষে নির্ভয়ার বাবার কিছু টুকরো কথা তুলে ধরি যা তথ্যচিত্রটিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে... ''আমার মেয়ের নাম জ্যোতি সিং। এই নামকরণের জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। জ্যোতি তো একটা প্রতীক হয়েই গেছে, মৃত্যু মাঝেও যেতে যেতে সে এমন এক মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে যার আলো একটা জায়গায় নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি চাই দুনিয়ার সব অন্ধকার সেই আলোয় দূর হয়ে যাক...''

● ধর্ষণকান্ডে অভিযুক্ত(দের আইনজীবী যা বলেছেন তা হল—

ML Sharma's Statements :

1. A female is just like a flower. It gives good looking.... very softness performance, pleasant. But on the other hand, a man is like a thorn. Strong, tough enough. The flower always need protection. If you put that flower in a gutter, it is spoilt. If you put that flower in a temple. it will be worshipped.
2. In our society we never allow our girls to come out from the house after 6:30 or 7:30 or 8:30 in the evening with any unknown person.
3. They left our Indian culture. They were under the imagination of the film culture, in which they can do anything.
4. She should not be put on the streets just like food. The 'lady', on the other hand, you can say the 'girl' or 'woman', are more precious than a gem, than a diamond. It is up to you how you want to keep that diamond in your hand. If you put your diamond on the street, certainly the dog will take it out. You can't stop it.
5. You are talking about man and woman as friends. Sorry, that does not have any place in our society. A woman means, I immediately put the sex in his eyes.
6. We have the best culture. In our culture, there is no place for a woman.

A P Singh's Statements :

1. That girl was with some unknown boy who took her on a date.
2. If very important... very necessary... She should go outside. But she should go with their family members like uncle, father, mother, grandfather, grandmother, etc. etc. She should not go in night hours with her boyfriend.
3. Singh is shown saying : If my daughter or sister engaged in pre-marital activities and disgraced herself and allowed herself to lose face and character by doing such things, I would most certainly take this sort of sister or daughter to my farmhouse, and in front of my entire family, I would put petrol on her and set her alight. When asked at a later point in the film if he stands by those comments, he replies that he does.

৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস
এ.পি.ডি.আর আয়োজিত কনভেনশনের প্রস্তাবনা
১১ই মার্চ, মহাবোধী সোসাইটি হল

নারী দিবস পালনের আগে তার ইতিহাসটা একটু ছোট্ট করে ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার।

৮ই মার্চ ১৯০৮ নিউইয়র্কের বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ১৬ ঘন্টা থেকে কমিয়ে আনা। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নতি ও সবার জন্য ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময় ওখানে মেয়েদের এবং কালো মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। প্রায় নিরক্ষর শ্রমিক নারীর ভোটাধিকার দাবি রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই এসেছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ক্লারা জেটকিন - এর এটি দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি শ্রমিক নারীর রাজনৈতিক সচেতনতাকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট নারীদের সম্মেলনে ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ১৯১১ সালে। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ ৮ই মার্চকে নারীদিবস ঘোষণা করে সব সদস্য রাষ্ট্রকে দিনটি পালন করতে বলে।

আজ 'দিনটি' আর শ্রমিক নারীরা পালন করে না। তাঁদের কাছে এই দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যও তুলে ধরা হয় না। আজ এই 'দিবসটি' ও 'পণ্য' হয়ে গেছে। পন্ডস-ফেমিনা সংস্থা পালন করছে দিনটি। 'পণ্য' হয়ে গেছে বলে কি আমরা 'দিবস' টি পালন করব না? অবশ্যই করব। এই দিনটি আমাদের কাছে পূর্বজাদের লড়াইকে সম্মান জানানোর দিন। নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন।

নারী দিবসের প্রথম ঘোষণা এবং পালন দেখতে দেখতে ১০৫ এবং ১০৪ বছর হয়ে গেল কিন্তু মেয়েদের সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি কি এসেছে ? নারী - পুরুষ কি সম-মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে?

ব্যক্তিগত কারণে, দলীয় রাজনীতির কারণে ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে, দেশে দেশে যুদ্ধের কারণে প্রতিবাদের কারণে আজও নারীরা কি যৌন হিংসার বলি হয় না?

বাস্তব চিত্র এটাই দেখায়, হয় খুব বেশিভাবেই হয়। পড়াশুনা, চাকরি - বাকরি এবং সামাজিক - রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য মেয়েরা আজ অনেক বেশি বাইরে বের হচ্ছে আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে যৌন লাঞ্ছনা, যৌন হিংসা কাজের জায়গা থেকে শুরু করে রাস্তা - ঘাটে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসন নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে আক্রমণকারীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ভার্মা কমিশনের সুপারিশও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। তবে এটাও বলা দরকার ভর্মা কমিশন ' আফস্পা' (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) সম্পর্কে নীরব থেকেছে।'আফস্পা' না তোলা হলে উত্তর - পূর্ব ভারত ও কাশ্মীরে মানুষের ওপর সন্ত্রাস এবং নারীদের ওপর যৌন সন্ত্রাস বছরের পর যেমন চলেছে তা চলতেই থাকবে।

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সভায় মানবাধিকার সংক্রান্ত যে দলিলটি গ্রহণ করা হয় তা হল পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার আছে বেঁচে থাকার , স্বাধীনতার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার , সমান কাজে সমান মজুরির, জীবন ধারণের সেই রকম মানে যাতে স্বাস্থ্য এবং ভালো ভাবে থাকা সম্ভব হয়, শিক্ষার দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং আইনে সমানাধিকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় নারীর সামাজিক অবস্থান ঘোষণা থেকে তাদের জীবনের - বাস্তবতা শতেক যোজন দূরে। পণ, কন্যা ভ্রূণ তাদের বেঁচে থাকার অধিকার লঙঘন করেছে। জীবনে বড় কোনও সিদ্ধান্ত (বিয়ে, গর্ভধারণ) পরিবার নিতে না দেওয়ায় তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্য , দক্ষতা অর্জনের সুযোগের অভাব তাকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও জীবনধারণের উপযুক্ত মান থেকে বঞ্চিত করেছে! সমাজের বিভিন্ন কু- প্রথা (সতী, ডাইনি) একদিকে তার - নিরাপত্তাহীনতা এনেছে অন্যদিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়নি। সব শেষে আইনি সমানাধিকার ও সুরক্ষা তার জীবনে মরীচিকা । অথচ রাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক রচিত সমানাধিকারের দলিল সি ই ডি এ ডব্লিউ(কমিশন ফর দা এলিমিনেশন অব অল কাইন্ডস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উওমেন) -র ভারত অন্যতম স্বাক্ষরকারী। সি ই ডি এ ডব্লিউ নারীর মানবাধিকারের সপক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের সংবিধানও নারীকে সমানাধিকার দিয়েছে। সিই ডি এ ডব্লিউ' বা 'সংবিধান' ভারতের নারীর অধিকার হীনতা রোধ করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিটি শাসকদল যারা নারীর অধিকার লঙঘন করেছে।

নারীর অধিকার রক্ষা এবং তার ওপর ব্যক্তি, দলীয় - এবং রাষ্ট্রীয়- সন্ত্রাসের মুকাবিলার জন্য দরকার গণ আন্দোলন এবং গণ - প্রচার ও আইনি লড়াই । মানবাধিকার সংগঠনগুলিকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। নারী অধিকার লঙঘনের অর্থই হল মানবাধিকার লঙঘন।

স্মরণ

বারাসাত শাখার সদস্য স্বরূপ চক্রবর্তী (চাঁদু) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। সমিতির এই তরুণ কর্মীর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি
(এ পি ডি আর)
আয়োজিত

কপিল ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা - ২০১৫

বিষয় ঃ গণমাধ্যম পোষিত সাম্প্রদায়িক ও করপোরেট আগ্রাসন ঃ অধিকার আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা

বক্তা ঃ পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা

স্থান ঃ মহবোধি সোসাইটি হল তারিখ ঃ ২০শে এপ্রিল, ২০১৫ (সোমবার) সময় ঃ বিকেল ৪টা

ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে? অঙ্কুরেই কলরব জ(রি

রঞ্জিৎ শূর

কর্পোরেশন, পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করে সম্প্রতি আইন পাশ হয়েছে গুজরাটে । দেশের মধ্যে গুজরাট প্রথম রাজ্য যেখানে কোনো নির্বাচনে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হল। বলা হয়েছে, বাইরে থাকা বা গু(তর অসুস্থতার মতো যথোপযুক্ত(কারণ ছাড়া কেউ যদি ভোটদানে অনুপস্থিত থাকেন তাঁকে 'ডিফল্টার' হিসাবে চিহ্নি(ত করা হবে এবং উপযুক্ত(শাস্তি দেওয়া হবে। কী শাস্তি ? সেটা রাজ্য সরকার '(ল' তৈরি করে ঘোষণা করবে।

গুজরাট সরকারের এই আইন দেশ জুড়ে ঝড় তুলেছে। আশঙ্কার কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। এই আইন নিয়ে গুজরাটেও দীর্ঘ দিন ধরে টানাপোড়েন কম হয়নি। ২০০৯ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকার প্রথম আইনটি বিধান সভায় পাশ করায়। কিন্তু তৎকালীন রাজ্যপাল কমলা বেনিওয়াল আইনটিতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন এবং সরকারের কাছে ফেরত পাঠান। গুজরাট সরকার ফের আইনটি বিধানসভায় পাশ করায় এবং রাজ্যপালের কাছে পাঠায় অনুমোদনের জন্য । রাজ্যপাল কিন্তু এবারও সম্মতি না দিয়ে ফেলে রাখেন। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সম্প্রতি কমলা বেনিওয়ালকে গুজরাটের রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দেন। নূতন রাজ্যপাল ও পি কোহলি আইনটিতে সম্মতি দিয়ে দেন। ঘটনা পরম্পরায় বোঝাই যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার কতটা গু(ত্ব দিচ্ছে আইনটাকে। নরেন্দ্র মোদির প্রাক্ত(ন রাজনৈতিক গু(লালকৃষ(আদবানিও বারবার ভোট দেওয়ার বাধ্যতামূলক করার প(প্রকাশ্যে সওয়াল করেছেন। অবশ্যই সারা দেশে- সব নির্বাচনেই ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যে দ্রুততায় নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের আইন পাশ করতে তৎপর হয়েছেন, তাতে আশংকা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সারাদেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন করার দিকে এগোতে পারে। অন্তত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তো বটেই।

এখন প্র(ে হল, বাধ্যতামূলক ভোটদানকে অধিকার আন্দোলন কি ভাবে দেখবে? আমরা কি এর প(থাকব? নাকি বিপ(? রাজ্যপাল স্বা(র করতে চাননি কোন যুক্তি(তে ? ভারতীয় সংবিধান বা নির্বাচনী আইনেই বা কী বিধান আছে? নরেন্দ্র মোদি বা বিজেপির যুক্তি(টাই বা কি ?

গুজরাটের রাজ্যপাল বিলটিকে আইনে পরিণত করার (ে ত্রে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, বিলটি ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (এ) এবং ২১নং ধারা লঙ্ঘন করছে। ঐ দুটি ধারায় মত প্রকাশের অধিকার ও ব্যক্তি(স্বাধীনতার কথা বলা আছে। তাঁর মতে, এর মধ্যে ভোট না দেওয়ার স্বাধীনতা ও অধিকার আছে।

অর্থাৎ নাগরিকের ইচ্ছার বি(দ্ধে তাঁকে জোর করে ভোট দেওয়ানো হলে তা সংবিধানের ১৯ (১) (এ) এবং ২১ ধারা লঙ্ঘন করবে। দেশের বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞই তাঁর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন। গুজরাটে বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলও এই যুক্তি(তে বিলটির বিরোধিতা করেছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা আইনটিকে অগণতান্ত্রিক, নিষ্ঠুর, অনুদার এবং গরীব বিরোধী বলে চিহ্নি(ত করেছেন। মজার কথা হল, ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার পরিচালিত হয় যে আইন দ্বারা সেই রিপ্রেজেনটেটিভ অব পিপলস্ অ্যাক্ট-এর ৭৯ (ডি) ধারায় কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে, ভোটাধিকার মানে "to vote or refrain from voting at Election" অর্থাৎ আপনি ভোট দিতেও পারেন আবার ইচ্ছা না হলে ভোট নাও দিতে পারেন। বিরত থাকতে পারেন। তাহলে গুজরাট সরকার কীভাবে এই আইন তৈরি করল? স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থায় অর্থাৎ কর্পোরেশন, পুরসভা বা পঞ্চায়েতে রাজ্যভিত্তিক আইন তৈরির করার অধিকার রাজ্য বিধানসভায় আছে। কিন্তু বিধানসভা ও লোকসভার ভোট পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় আইন রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপলস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী। রাজ্যস্তরে বা কেন্দ্রীয় স্তরে ভোটদান বাধ্যতামূলক করতে হলে এই আইনও পরিবর্তন করতে হবে। আগামী দিনে বিজেপি সরকার সেদিকে যেতেই পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনো আইনই সংবিধানের মূল ধারণার বিরোধী হতে পারে না।

এখন প্র(ে হল, নরেন্দ্রবাবুরা কি যুক্তি(দিচ্ছেন আইন করার জন্য। প্রথম ও প্রধান যুক্তি(হ'ল দেশে ত্র(মশই ভোটদানের পরিমাণ যে হারে কমছে তাতে সরকারগুলির শাসন করার নৈতিক অধিকার নিয়েই প্র(ে উঠে যাচ্ছে। যেমন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশ শাসন করছে এবং মোদিবাবুকে নিত্যই সে খোঁচা হজম করতে হচ্ছে। ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হলে আর এই সমস্যা থাকবে না। এই যুক্তি(র প্রবক্ত(রা কিন্তু খতিয়ে দেখতেই চাইছেন না, কেন মানুষ ভোট দিতে আসছে না। মানুষের (ো ভ, বি(ো ভ বা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণ না খুঁজে, সেগুলির সমাধান করার চেষ্টা না করে, জোর করে, ভোট দিতে বাধ্য করে সরকারগুলিকে শাসন করার নৈতিক বৈধতা জোগাতে চাইছেন এঁরা। বস্তুত এর মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাটকেই অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক করে তুলছেন। বন্দুকের ডগায় ভোট কখনই গণতন্ত্র নয়। বেছে নেওয়ার অধিকারই গণতন্ত্রের মূল কথা। নরেন্দ্রবাবুদের আরেকটি যুক্তি(হ'ল প্রত্যেক নাগরিকের ভোট দেওয়াটা কর্তব্য (Duty)। এরা অধিকার এবং কর্তব্য এই দুটো ধারণাকেই গুলিয়ে দিচ্ছেন। আসলে ভোট দেওয়াটা হ'ল অধিকার (Right)। এই অধিকার একজন ব্যক্তি(প্রয়োগ করতে পারেন, নাও পারেন। তাঁর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অধিকারই গণতান্ত্রিক অধিকার। জবরদস্তি করলে সেটা আর গণতন্ত্র থাকে না- সেটা হয় স্বৈরতন্ত্র। নরেন্দ্রবাবুদের তূণে আরো একটি যুক্তি(সম্প্রতি যোগ হয়েছে। তাঁরা বলছেন, নোটা অর্থাৎ None of the above কাউকেই পছন্দ নয়— ই ভি এম-এ এই বোতাম আসার পরে আর ভোট না দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কাজেই ভোট দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করাই যেতে পরে। এরা সচেতনভাবেই পার্থক্যটা গুলিয়ে দিচ্ছেন, যারা এই ভোট প্রত্রি(য়ায় অংশ নিতেই চান না—নোটা তাঁদের কাছে কোনো অপশান বা সুযোগ নয়। নোটা তাঁদের কাছেই একটা অপশান যারা ভোট প্রত্রি(য়ায় অংশ নিতে চান কিন্তু পছন্দমত প্রার্থী না থাকার কথা জানাতে চান। কজেই যারা, যে কোনো কারণেই হোক ভোট প্রত্রি(য়ায় অংশ নিতেই চান না তাদের বাধ্য করাটা কখনই গণতান্ত্রিক প্রত্রি(য়াকে শক্তি(শালী করতে পারে

ন। বরঞ্চ সর্বজনীন ভোটাধিকারের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু আছে তাকেই নষ্ট করে দেবে এই জবরদস্তি। নরেন্দ্র মোদি তার সা(ৎকারে বাধ্যতামূলক ভোটদানের প(ে আরো দুটো কারণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ভোটদান বাধ্যতামূলক হলে ভোটের খরচ কমবে এবং ভোটে কালো টাকার প্রভাব কমবে। হতে পারে। মোদি বাবুরা ওসব ভালো জানবেন। কিন্তু ভোট না দিলে কি শাস্তি হবে? ৮০ থেকে একশো কোটি ভোটার এদেশে। যতই বাধ্যতামূলক করা হোক না কেন ১০ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ ভোট দিতে আসবেই না। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে শাস্তি বিধানের মতো পরিকাঠামো আছে তো? কত আর জেলখানা বানাবেন মোদিবাবুরা। ফাইন নেবেন? আদায় হবে কী ভাবে ? নরেন্দ্র মোদি তাঁর সা(ৎকারে শাস্তির অন্য একটা ধারণাও দিয়েছেন— যা আঁতকে ওঠার মতো। সেটা হ'ল এঁদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। ভোটদানের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। পুরসভা স্তরে বলা হয়েছে, কেউ বাড়ি বানাতে চাইলে দেখাতে হবে যে পুরসভার নির্বাচনে তিনি ভোট দিয়েছেন। না হলে ঐ পুর এলাকায় তিনি বাড়ি বানাতে পারবেন না। এভাবেই ঘাড়ে ধরে ভোট দিতে বাধ্য করা হবে। গুজরাটে তৈরি হওয়া আইনের '(ল' তৈরি হলেই বিজেপির ভাবনাটা আরো পরিষ্কার করে সামনে আসবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের শাসকদের একটা গু(ত্বপূর্ণ অংশ কেন বাধ্যতামূলক ভোটাধিকার প্রয়োগের আইন প্রণয়ন করতে চাইছেন? সমাজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই আরো গভীরে গিয়ে তার বি(েষণ করবেন। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলা যায়, এই অপচেষ্টাকে অঙ্কুরেই সোচ্চারে বিরোধিতা করা দরকার। কারণ এই উদ্যোগ গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বিরোধী—স্বৈরতান্ত্রিক। অধিকার আন্দোলন অবশ্যই গণতন্ত্রের প(ে -- স্বৈরতন্ত্রের বিপ(ে কলরবে সামিল হবে।

ধর্ম সংকট

সুরঞ্জন প্রামাণিক

যে বিষয়ে কথা বলতে চাইছি -- 'ধর্ম , হিন্দু, মুসলমান, দাঙ্গা ইত্যাদি বিষয়ে কম আলোচনা হয়নি - এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ - বিবেকানন্দ আমাদের যথেষ্ট আলোকিত করেছেন। প্রায় ১০০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'হিন্দু মুসলমানের মিলন যুগপরির্বতনের আপে(ায় আছে'। হিন্দু মুসলমানের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল যে যুগ তার অবসান আজও হয়নি। ভারতবর্ষের মুসলমান অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দু, অধিকাংশ খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত আদিবাসী। সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টানকে হিন্দু-ধর্মে দী(ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিল তিনিই আবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছেন , আবার যে আদিবাসীর ধর্ম ছিল প্রকৃতি পূজা, তা ত্যাগ করে তিনি যিশু- উপাসক হয়েছিলেন ধর্ম বিষয়ে, এখন আবার তিনি হিন্দুর পূজা আচার ইত্যাদি গ্রহণ করলেন। অথচ বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃ(তায় হিন্দুদের যে মত ব্যাখ্যা করেছিলেন সেখানে 'ধর্ম মানুষের ভিতর হইতে উৎপন্ন উহা বাহিরের কিছু হইতে হয় নাই'।[২] অর্থাৎ বাইরে থেকে কারও ভিতরে ধর্ম'কে প্রবিষ্ট করানো যায় না। প্রসঙ্গত বিবেকানন্দর বি(াস ছিল ধর্মচিন্তা মানবের প্রকৃতিগত(উহা মানুষের স্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, যতদিন না সে নিজ দেহমনকে অস্বীকার করিতে পারে , যতদিন না সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ করিতে পারে ততদিন তাহার প(ে ধর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব।[৩]

তবু আর একটু সুযোগ - সুবিধা পাওয়ার আশায় কিংবা ধর্ম পরিচয়ের সংকট হেতু ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটছে । ধর্ম পরিচয়ের সংকট সামাজিক পরিসরে সাম্প্রদায়িক সমস্যা রূপে প্রকাশ পায় যা মূলত ধর্মনিরপে(ভাবে বেঁচে থাকার রসদ যোগানের সমস্যা। হয়তো এ কারণে আর এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ১৯৮৬ সালে তাঁর এক অভিভাষণে বলেছিলেন, 'ভারতীয় পটভূমিকায় সাম্প্রদায়িকতা হল রাজনীতির কাছে ধর্মের অধীনতা এবং এই প্রক্রি(য়ায় ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কেই সঙ্কীর্ণ , অনুদার ও বিভেদপ্রবণ করে তোলা'।[৪]

যে প্রে(াপটে জাতীয় সংহতি - সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি - স্বাধীনতা এই সব বিষয় অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মনীষীগণ তাঁদের চিন্তা-ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই প্রে(াপটে , বলাই বাহুল্য আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। ফলত, তার প্রাসঙ্গিকতাও বর্তমান।

তা যদি হয়, তা হলে এ বিষয়ে আমরা নতুন কী আর বলতে পারি! -- এই সংশয়ে ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আঘাতে স্মৃতি মেলে ধরছে দাঙ্গার যে ইতিহাস বর্তমান বুঝি সেই ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে এই - আশঙ্কায় আমরা কথা বলতে চাই। কথা বলতে হবে এ কারণে যে, প্রে(াপটের যে বিস্তৃতি ও গভীরতার কথা আমরা উপলব্ধি করছি তার অন্তর্বস্তুতে কেবল সাম্প্রদায়িকতা নয়, রয়েছে 'মৌলবাদ' যা থেকে শুধু যে ইতিহাস 'পুনরাবৃত্ত' হবে তা নয় আরও আতঙ্কের বিষয় হল কোথায় সে ' বিস্ফোরণ ' ঘটবে!

এই আতঙ্ককে কেউ 'ফিয়ার সাইকোসিস' বলে ব্যঙ্গ করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে - এটা অমূলক নয়। যে কোনও স্থানে এটা ঘটতে পারে। যেখানেই ঘটুক, আমার-আপনার আত্মীয়- পরিজন সেখানে আছে । কে বলতে পারে, 'নিরীহ' হতাহতের মধ্যে তাদের কেউ থাকবে না !

এই আতঙ্কের উৎস যে কেবল মৌলবাদ তা-কিন্তু নয়। ভাষা পরিচয়ে (অসম-মনিপুরে) নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে (নর্থ-ইস্টের মানুষ; দিল্লি বেঙ্গালু(...) ধর্ম পরিচয়ে, রাজনীতির পরিচয়েও মানুষ আত্র(ান্ত হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে প্রতিআত্র(মণের প্রে(াপট। সামগ্রিকভাবে তা অস্তিত্বের সংকট। আমরা জানি ব্যক্তি(- অস্তিত্ব নানান সত্তায় ব্যক্ত(হয়, পরিচিতি পায়— কোন্ পরিচয় কখন যে ব্যক্তি(র সংকট হয়ে আসবে এটা আমরা ঠিকভাবে জানতে পারছি না। তবে আজ পর্যন্ত মানুষের ধর্ম পরিচয়ই তার বড় সংকটের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আর ঠিক তার পরেই 'মিশন গণতন্ত্র'-এর এই যুগে ব্যক্তি(র রাজনৈতিক পরিচয়ই তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

আর একারণেই অসদর্থক বা নেগেটিভ ঘটনার বি(েষণ করছি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষের ধর্ম পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচয়

মনে রেখে। এসব মনে রেখেই আমরা কেউ ঘটনার নিন্দা করছি, কেউ সাবাশি জানাচ্ছি(কেউ ধিক্কার জানাচ্ছি, কেউ বা জানাচ্ছে স্বাগত। এমন কি স্বধর্মের মানুষের সঙ্গেই কোথাও কোথাও বিরোধে জড়িয়ে পড়ছি। একই দলের মধ্যে গোষ্ঠি-রাজনীতির শিকার হয়ে হয় হত্যা করছি না— হয় হত হচ্ছি! শুধু এ-ই নয়, যাঁরা মানবাধিকার সংগঠন করেন তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষের প্রধান পরিচয় সে মানুষ, একজন ' জঘন্য অপরাধীও তাঁদের দৃষ্টিতে মানবপ্রজাতির সদস্য -- তার সামাজিক পরিচয় ছিল, কোনও এক পরিচয় সংকট তাকে অপরাধী করে তুলেছে - এমন মনোভঙ্গির প(তাঁরা এই যুক্তি(দেখান যে, অপরাধীর যে অধিকার রাষ্ট্র তাকে দিয়েছে তা ব্যক্তি(র হয়ে ওঠার কার্য- কারণ সম্বন্ধ অনুসরণ করে, সে কারণে জেলখানার আধুনিক নাম সংশোধনাগার এবং এই তথ্য ও যুক্তি(র নিরিখে , অপরাধীর সংবিধানসম্মত অধিকারের প(মানবাধিকার কর্মীকে কথা বলতে হয় । তাঁদের এই 'বলা'টাই কারও কারও দৃষ্টিতে অপরাধীর প(নেওয়া বলে প্রতিভাত হতে পারে । আর সে (ে ত্রে, অপরাধীর ধর্ম পরিচয় যদি বড় হয়ে প্রচার পায়, তা হলে তো কথাই নেই । যেমন, আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে 'খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড '- সেখানে অভিযুক্ত(দুই মহিলার ধর্ম পরিচয় (মুসলমান) বড় হয়ে উঠেছিল কিন্তু শিশু সন্তান সাপে(তাঁদের যে অন্য পরিচয় ছিল— মা, অভিযুক্ত(দের মা পরিচয়ের জন্য তাঁদের যে কিছু আইনি অধিকার আছে ও শিশু দুটির জন্যও ঘোষিত অধিকার আছে -- সে সব থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য প্রয়াস চালিয়েছিল এ পি ডি আর — আর এ কারণে অনেক কর্মীকেই 'মানবতা বিরোধী' বদনাম শুনতে হয়েছে । যেহেতু খাগড়াগড় কাণ্ড মৌলবাদী কার্যকলাপের পরিণাম হিসাবে প্রচার পাচ্ছিল আর কে না জানে মৌলবাদী মানবতার শত্রু— সেই শত্রুকেই আইনি সহায়তা দেওয়া! ফলত, সংবিধানসম্মত 'মানবাধিকার' - এর কথা কেউ আর মনে রাখেননি। যাঁরা মানবাধিকারের কথা বলেন তাঁরা হয়ে গেলেন মানবতা বিরোধী আসলে আমরা সকলেই ধর্ম সংকটে ভুগছি।

দুই

একটা প্র(ের সম্মুখীন হতে হয় মাঝে মধ্যে— প্র(টা এই যে, সেই উপনিষদের যুগ থেকে কি বাইবেলের যুগ থেকে বা কোরানের যুগ থেকেই হোক—আজ পর্যন্ত ঐ সব গ্রন্থে যে মানবিক নির্দেশ ছিল, যেমন ধরা যাক 'নরহত্যা কোরো না', বাইবেলের দশনির্দেশের একটি — এই নির্দেশ অমান্য করেই তো নরহত্যা আজ পেশা হয়েছে, কিংবা 'বঞ্চনা কোরো না, বঞ্চনা হত্যার অধিক' কোরানের গৃহীত এই প্রবাদ কথার বিপরীত চর্চাই তো ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে(এর পাশাপাশি উপনিষদের সেই তত্ত্বটিও আমরা উল্লেখ করতে পারি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারও ধনে— তা নিজেরই হোক কি অন্যের হোক — লোভ করবে না। মৌলিক এই তত্ত্বগুলি কেন মানব জীবনে আবাদ করা গেল না?

যাঁদের উদ্দেশে আমাদের এই আলোচনা , তাঁদের সামনে প্র(টা রাখা হল । এবং আলোচনার উদ্দেশ্য হবে ঐ প্র(ের উত্তর অনুসন্ধান করা।

এই অনুষঙ্গে কেউ বলতে পারেন সমাজ তথা রাষ্ট্রই তো ধর্ম সৃষ্টি করেছে আর কে না জানে রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র , শোষণের উপায় হিসাবেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি , ধর্ম রাজনীতিরই অংশ। আর রাজনীতি যেহেতু কল্যাণের প্রতিশ্রুতি যা দেওয়ার বিষয় হিসাবে ভাঁড়ারে কখনই টান পড়ে না কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের বা র(ার (ে ত্রে অধিকাংশ রাজনীতিকরা প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন না। অতএব এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, ধর্মের নির্দেশ - উপদেশ কল্যাণের অনুগামী বলে তা রাজনীতিগতভাবে চর্চার বিষয় হতে পারে না— যা হয়, শেষ পর্যন্ত তা 'জনগণের আফিম' হয়ে ওঠে।

এই মতে ধর্ম একটি নেগেটিভ বিষয়। কেউ কেউ এই দৃষ্টিভঙ্গির সপ(কাল মার্কসকে বি(প্তভাবে কোট করেন ('ধর্ম জনসাধারণের আফিম'। এবং সে(ত্রে ধর্মের নিরাকরণের প্র(ওঠে। কিন্তু ধর্মের নিরাকরণ কি সম্ভব ?

এই প্র(ের উত্তর আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করতে পারে কিন্তু আমরা আরও একটি প্র(ের সম্মুখীন হব নিরাকরণের উদ্দেশ্য কী ?

এ পর্যন্ত আলোচনায় উদ্ভূত নানা বিষয় থেকে (সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি ইত্যাদি) 'ধর্ম' শব্দটি যেন বা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এমন মনে হবে। কিন্তু আমরা মনে রাখব উক্ত(বিষয়গুলির সঙ্গে ধর্ম জিন-এর মতো 'লেপ্টে' আছে। বা এমনও বলা যায় সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতির উপস্থিতি ছাড়া ধর্ম অস্তিত্বহীন।

বাংলা ভাষায় ধর্ম শব্দটির অর্থ-- ১. নিয়ম বন্ধন (উপদেশমূলক অর্থাৎ আচরণীয়)(২. গুণ। প্রথমটি ইংরেজি প্রতিশব্দ 'religion' , রিলিজিয়ন হল ' The belief in and worship of a super human controlling power, especially a person god or gods. দ্বিতীয়টি 'property' —বিষয়টি একান্তই ব্যক্তি(গত বা বস্তুগত, ব্যক্তি(বা বস্তুর বা বিষয়ের অন্তঃসারে নিহিত (যেমন মানুষের (ে ত্রে 'বি(াস'- একটি ধর্মগত গুণ, বস্তুর (ে ত্রে- যেমন আগুন, আগুনের অন্তর্গত গুণ 'দহন')। হিন্দু ধর্মদর্শনে ধর্মের সংজ্ঞা এই প্রপার্টিকেই মান্যতা দিয়েছে- ধর্ম হল বি(েনিখিলের চিরন্তন বিধি যা সমস্ত বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এসব আমরা সকলেই কমবেশি জানি, তবে ধর্মীয় পরিচয়ের (ে ত্রে হয় এসব আমরা বিস্মৃত হই, না হয় তখনই কারও কারও মনে হয় এসব তাঁরা জানেন না, তাঁদেরই একাংশ না-জেনেই, অস্তিত্বের স্বার্থে কোনও একটি ধর্মপরিচয় মেনে নিতে বাধ্য হন।

অর্থাৎ ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাৎপর্য এই যে, যে সকলকে ধারণ বা পোষণ করে তাকে অস্তিত্ববান করে রাখে, বিপরীতে যার অভাবে তার অস্তিত্ব আর থাকে না।

এই 'সকল' শব্দটির সঙ্গে যদি মানব শব্দটি যোগ করা হয় তাহলে ধর্ম শব্দটির তাৎপর্য দাঁড়ায় যা সকল মানব বা মানবসকলকে ধারণ ও পোষণ করে তার অস্তিত্বকে র(া করে।

সংগতভাবেই এখানে একটি প্র(উঠবে কে ধারণ করে? মাটি(পোষণ করে কে? জল- হাওয়া - রোদ । তা হলে ধর্ম হল মাটি-জল-হাওয়া-রোদ এদের সম্মিলিত গুণান্বয়।

কিন্তু এই সংজ্ঞা রিলিজিয়নের সঙ্গে মেলে না এমনকি ব্যক্তি(সাপে(প্রপার্টির সঙ্গেও মেলে না - ধর্মের সজ্ঞা হিসাবে একে কি আমরা বাতিল করব?

বাতিল করার আগে , আমরা বিশদে না গিয়েও উল্লেখ রাখব ঔপনিষদিক হিন্দু ধর্ম তার দর্শন তত্ত্বে ' ি(তি - অপ - তেজ - ম(' কে কেন্দ্রেই রেখেছে । পাশাপাশি আমরা ভুলছি না- ' আকাশ'কে যে আকাশে পার্থিব সর্ব শক্তি(র উৎস সূর্য বিরাজ করছে। ঋক্- উপনিষদে সূর্যস্তুতি - উপাসনা থাকলেও তা ধর্ম দর্শনের কেন্দ্র বা 'রহস্যময়' শক্তি(হয়ে ওঠেনি।

এর তাৎপর্য এই যে, আমরা যদি সূর্যকে কেন্দ্রে রাখি, তা হলে মাটি - জল- হাওয়া - রোদের যে গুণান্বয় , আমরা অনুমান করেছি ধর্ম হিসাবে তার কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। তা যদি হয়, মানব অস্তিত্বকে ধারণ ও পোষণ করছে সূর্য -- এ সত্য আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই । তা হলে আমাদের প্রস্তাবিত ধর্মের সংজ্ঞাকে ' গুণ' অর্থে গ্রহণ করতে আর আপত্তি থাকছে না!

যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে আমরা মানব প্রজাতির জৈববিবর্তনের ইতিহাস ফিরে দেখব! .... দেখতে পাব ঘটনা হল কার্য কারণের পরিণাম - এই সত্য আবিস্কারই মানুষকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। এবং সে যেমন আগুনকে অনির্বাণ রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল, তেমনই রেখেছে সদা জাগ্রত জিজ্ঞাসাকে। মনে রাখতে হবে এই জিজ্ঞাসার অন্তঃসারে রয়েছে মৃত্যুর বি(দ্ধে এক প্রস্তাবনা— কোন সে রহস্যময় শক্তি(যা আমাকে , আমার সন্তান - পরিজনকে বাঁচিয়ে রাখে অথবা মৃত্যুর কারণ হয় যে- যে ভাবে রহস্যময় শক্তি(র আবিষ্কার হয়েছে সেই - সেই ভাবে ধর্ম বি(্বাসের কেন্দ্র সরে সরে গেছে— ঐ ফিরে দেখায় এটাও আমরা দেখতে পাব এখনকার ভাষায় কার্য কারণ সূত্রে এক রহস্যময় চিৎশক্তি(কে আদিম গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ আবিষ্কার করেছিল, নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে মানা, বলা হয়েছে কার্য-কারণের ত্র(ম এই মানুষকে টোটেম - এ সংহত করেছিল(দেখব টোটেম দেবতা- ঈ(্বর- রাষ্ট্র (সংবিধান)-এই ত্র(মে 'সূর্য'কে মনে রাখা হয়নি যদিও সূর্য পূজার চল আছে। সূর্যকে কেন্দ্রে রাখলে হিন্দু দর্শনে ধর্মের যে সংজ্ঞা তা যথার্থ হতে পারে।

আধুনিক সময়ে কোনও রাষ্ট্রের ' সংবিধান' ই আমাদের বেঁচে থাকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে । পাশাপাশি ধর্মের নির্দেশ - উপদেশ গুলিও রয়েছে , রয়েছে ধর্মীয় আচার - আচরণ । তবু বেঁচে থাকা মৃত্যু সংকুল এই নেটজ্ঞান - যুগে তথা জিন- প্রযুক্তি(র যুগে । এর অর্থ সেই রহস্যময় শক্তি(কে আজও যথার্থভাবে আবিস্কার করা যায়নি। অর্থাৎ রাষ্ট্র সত্য কিন্তু শেষ রহস্যময় শক্তি(নয়। তা হলে কে সে ? এই জিজ্ঞাসা যেন এক নীহারিকার মতো যা কালত্র(মে এক 'ধর্ম - ন(ত্রে'র জন্ম দেবে।

আপাতত সূর্য - নিরপে(-এ এক মহা জিজ্ঞাসা । ফলত ধর্মের নিরাকরণ কার্যত অসম্ভব তা ছাড়া, রাষ্ট্র শক্তি(র সীমাবদ্ধতা যাঁরা উপলব্ধ করবেন কিন্তু জিজ্ঞাসু নন, তাঁদের ঈ(্বরে প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক।

কিন্তু যাঁরা নিরাকরণের কথা বলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য কী? পুরানো প্র(্নটা আবারও ফিরে এল— নিরাকরণের উদ্দেশ্য কী?

' নিরাকরণ' বিষয়টি মার্কসীয় চিন্তন প্রত্রি(য়ার একটি জাগরণ— ধর্মের নিরাকরণ বিষয়ে তাঁর ভাবনা প্রকাশ প্রসঙ্গে মার্কসের এই কথাটি প্রনিধানযোগ্য 'যত দিন প্রকৃতি মানুষের বুদ্ধিগম্য না হয় এবং মানব সমাজ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা না হয় ততদিন ধর্ম জগতের সাধারণ তত্ত্বরূপে থেকে যাবে।'[৫] এখানে নিরাকরণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, রহস্যময় শক্তি(র সম্বন্ধে যে অনুভব মানুষের , তা উপলব্ধির জন্য মানুষকে প্রকৃতিমুখী করা, তা হলে ঘটনার কেন্দ্রে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করবে ।

কিন্তু যথার্থভাবে প্রকৃতিকে কি বুদ্ধিগম্য করা সম্ভব? না। কারণ প্রকৃতির অংশ মানুষ । মানুষ প্রকৃতির নিয়ম যেমন আবিষ্কার করে তার (ে ত্রে প্রাকৃতিক অনিবার্যতাকে (খে দিতে পারছে, ঠিক একই সময়ে সে তার অন্তপ্রকৃতি ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতেও বদল ঘটাচ্ছে একই সঙ্গে । এই বদল সচেতন নয়, ফলত প্রকৃতির অব্যক্ত(চরিত্র একই রকম থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যের অবস্থা - অবস্থান অনুসারে রহস্যময় শক্তি(র উপস্থিতি তা অনুভবে থেকেই যাবে।

কিন্তু সম্ভবত আর কোনো আগামী ধর্মের মধ্য থেকে 'নরহত্যা কোরো না' - এই নির্দেশ বা উপদেশ আসবে না, বঞ্চনা না করার নির্দেশ না আসাই স্বাভাবিক। এবং অব্যক্ত(থেকে যা ব্যক্ত(হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে বা ব্রহ্ম থেকে যা আসছে তা সকলে মিলে ভোগ করার যে প্রস্তাবনা উপনিষদের ভাবুক আমাদের দিয়েছিলেন , তা-ও কার্যকর করার কোনও ধর্মীয় উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পরিসরে আছে বলে মনে হয় না।

অতএব , এ কথা বলা অসংগত হবে না যে , যে সব ধর্ম থেকে ঐ উপদেশ - নির্দেশ মানব সমাজ পেয়েছিল , তাদের আধুনিক রূপ তার আচরণ থেকে ঐ নির্দেশ - উপদেশ কার্যত বাতিল করেছে। এর অর্থ ধর্ম নিজেই তার মানবিক গুণকে নেগেট বা নিরাকরণ করেছে।

মানবিক গুণের নিরাকরণ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, নিরাকৃত মানুষের অনেক বেশি প্রকৃতির নিয়মানুগ হয়ে পড়া । যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম অনৈতিক (ভালো - মন্দ বোধবিহীন) সেহেতু বেঁচে থাকার স্বার্থে নিরাকৃত মানুষের আচরণ অনেক বেশি হিংসাশ্রয়ী আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

এমনকি ধর্ম গ্রন্থ থেকে উদাহরণ তুলে ধরে হিংসাশ্রয়ী কর্মকে যুক্তি(সম্মত করা এক আত্যন্তিক নেট ওয়ার্ক— পৃথিবীতে যত আত্মঘাতী হামলা ও তার প্রতিত্রি(য়া ঘটছে সবই ঐ নেটওয়ার্কের পরিনাম— সব (ে ত্রেই ধর্মভিত্তিক জাতি পরিচয় রয়েছে । রয়েছে জাতি পরিচয়ের সংকট — এই মনোভাব।

আর কোনও তথ্য ও যুক্তি(র সমাবেশ না ঘটিয়ে এটা বলা যায় যে, আসলে এ সবই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে 'বি(্বায়িত' পৃথিবী যাকে ' মৌলবাদ' বলে চিহ্নি(ত করেছে , তার রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ— এসব বি(ে-ষণ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। আমরা বরং এ বিষয়ে একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি 'মৌলবাদ বিংশ শতাব্দীর এক ব্যাধি । প্রায় সব কয়টি প্রধান ধর্ম— হিন্দু, ইহুদি, খ্রিষ্টান বা ইসলাম , তা সেগুলি যতই প্রাচীন হোক না কেন, এই মৌলবাদ দ্বারা আত্র(ান্ত হয়েছে।'[৬]

ল(ণীয় বিষয় হল ধর্ম 'মৌলবাদ দ্বারা আত্র(ান্ত'। কিন্তু এর আগে আমরা এরকম এক সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, ধর্ম নিজেই তার

মানবিক গুণকে নেগেট বা নিরাকরণ করেছে - এই সিদ্ধান্তকে কি আমরা বাতিল করব? না । বরং আমাদের সিদ্ধান্তের প(ঐ মন্তব্যটি একটি যুক্তি(বাক্য তৈরী করতে পারে মৌলবাদ দ্বারা আত্র(ান্ত হয়েই ধর্ম তার নিজের অস্তিত্ব রাজনীতির পরিসরে বজায় রাখতে মানবিক গুণ বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রসঙ্গত আর - একটি পর্যবে(ণ আমরা উল্লেখ করব 'বিংশ শতাব্দীর শেষের দিককার জীবন - যাত্রার বিচিত্র টানা পোড়েনের প্রতিত্রি(য়া হিসাবেই মৌলবাদের আগমন'।[৭] সম্ভবত এই বয়ান - অনুসরণে এ- জি নুরানি তাঁর ' ইসলাম মৌলবাদ'- রচনায় এরকম একটি কথা লেখেন যে, আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ- এর মোকাবিলার জন্যই মৌলবাদের আবির্ভাব।

উল্লিখিত ' জীবন - যাত্রার বিচিত্র টানা পোড়েনের প্রতিত্রি(য়া ' ও ' আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ' -- এই বিষয় দুটি আমাদের একটু বুঝতে হবে। বুঝতে হবে এ কারণে যে, বিশ শতকের শেষ দিক থেকে আধুনিকতার যে পর্ব শু(হয়েছিল আমরা আজও তার মধ্যেই রয়েছি, কেবল মধ্যে রয়েছি নয় - বিশ শতকের চারের দশকে বি(্বযুদ্ধের যে প্রে(াপটে 'সভ্যতার সংকট' উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ সংকট মুক্তি(র আশা ব্যক্ত(করেছিলেন তাঁর আশা যে কেবল পূর্ণ হয়নি তা নয়, সেই আশাটিও আর নেই - ' মানুষের প্রতি বি(্বাস হারানো'র পাপটি তাই আমাদের করতে হচ্ছে! আজ অঘোষিত তৃতীয় বি(্বযুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়ায় মানবাধিকার তথা মানবিকতা র(া করা মুসকিল।

তিন

'জীবন-যাত্রার বিচিত্র টানা পোড়েন' -- এর তাৎপর্য এই যে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আধুনিক ব্যক্তি(সম্পর্কের মধ্যকার ' চুক্তি('তে কোথাও ' দুর্নীতি' ঢুকে পড়েছে। অন্য ভাষ্যে যে নৈতিকতার ভিত্তিতে চুক্তি(সম্পাদিত হয়েছিল তা থেকে চুক্তি(সম্পাদনকারী কোনও এক প(বিচ্যুত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে ব্যক্তি(নৈতিকতার বিচ্যুতি তা সে যে পরিসরেই হোক না কেন তার ফল শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের মৌল পরিসর বা যৌন নৈতিকতার (ত্রে পরিবারে এসে পড়ে (পরিবার থেকে সমাজ , সমাজ থেকে রাষ্ট্র তা ছড়িয়ে পড়বে - এটাই স্বাভাবিক। এর থেকে নতুন নৈতিকতার তৈরী হতেও পারে। তার ফলে সমাজ - ধর্মের সংস্কার ঘটে, ইতিহাস থেকে যে কোনও ' সংস্কার' আন্দোলনকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই আলোচনায় আমরা আধুনিক যুগের আন্দোলনগুলিকে বিশেষভাবে মনে রাখব।

আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক যুগ , নিজেই একটি মতবাদ হয়ে উঠেছিল, আজও তা আছে - মর্ডানিজম বা আধুনিকতাবাদ । এর বৈশিষ্ট্য এই যে, হয় সে প্রচলিত ' বি(্বাস' কে পরিত্যাগ করেছে, না হয় তাকে প্র্যোতুর করে তুলেছে , এবং তা করতে গিয়ে 'ঈ(্বরের মৃত্যু' পর্যন্ত ঘটিয়েছে । আরও একটি অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করব আধুনিকতাবাদ বিজ্ঞান - অনুসারী হওয়ায় সে নৈতিকতা বর্জনকে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকায় যে'প্রগতি' দেখা গিয়েছিল তার 'মন্দগতি' কে (খতে পারেনি-অর্থনীতির আধুনিক পরিভাষায় যাকে ' ডিপ্রেশন' বলা হয়,তা আবহাওয়া - বিজ্ঞানের পরিভাষা হয়ে আ(রিক অর্থে বেঁচে থাকাকে তছনছ করে দিয়েছে, দিচ্ছে আর মানুষ ' ঈ(্বর'কে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রয়াস চালাচ্ছে।

এই হল আধুনিকতার বি(দ্ধে, আধুনিক না - হয়ে ওঠা মানুষের 'মোকাবিলা'র তাৎপর্য । মনে রাখতে হবে 'আধুনিকতার চ্যালেঞ্জটা ছিল মূলত 'ঈ(্বরে'র বি(দ্ধে, এর গভীর তাৎপর্য - এই যে, তা ছিল মানব চেতনায় উদ্ভূত সমস্ত কল্যাণ বোধের বি(দ্ধে - ঈ(্বর মঙ্গলময় - এই ভাবনার বিপরীতে আধুনিকবাদীরা কোনও বিকল্প তৈরী করতে পারেননি। এমনকি যে রাষ্ট্র ধারণা ঈ(্বরের বিকল্প হয়ে উঠতে পারত তারও বাস্তব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ীণ হওয়ায় আবারও ধর্মীয় সংবিধানের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ধর্মীয় পরিচয়ে আত্র(ান্ত মানুষেরা, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম তার সংবিধানকে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের (ত্রে প্রয়োগ করতে চাইল। ল(্য এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা 'যেখানে ব্যভিচার , মদ্যপান, জুয়া খেলা, অ(ীল সাহিত্য, কু(চিকর চলচ্চিত্র, আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন, নর-নারীর নিষিদ্ধ মিলন, ছাত্র - ছাত্রীদের সহ - শি(া ইত্যাদি'[৮] থাকবে না।

বাংলাদেশে এরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার জন্যই তো 'খাগড়াগড় কান্ড' ঘটেছে! এই অনুষঙ্গে আমাদের এও বলতে হবে যে, এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিপরীতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি এসেছে অথবা এসেছে কিনা - রীতিমত তা গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু ইসলাম-অনুসারী উক্ত(রাষ্ট্র ভাবনা যে ধনতান্ত্রিক বি(ে ভাবনার বি(দ্ধে - এটা বিচার - বি(ে-ষণ না করেই বলা যায়। এবং ধনতন্ত্রের বি(দ্ধে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে হলে সশস্ত্র সংঘর্ষ যে অনিবার্য - কমিউনিস্ট বিপ্-বীদের মতো ইসলামিক জেহাদিরাও তা মনে করেন।

অতএব ধনতন্ত্রের শত্র(- কমিউনিষ্ট ও ইসলাম। কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য - একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করা যেখানে ঈ(্বরের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, ইসলামপন্থীদের উদ্দেশ্য এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরী করা যেখানে উল্লিখিত ' ধনতান্ত্রিক অসুখ' গুলি থাকবে না। অনুমান করা যায় ধনতান্ত্রিক বিপরীতে উভয়েরই ল(্য সুখী - ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠন । এবং ল(্যে পৌঁছানোর জন্য হত্যা করা বা হত হওয়া এক মহান কর্তব্য হিসাবে প্রশংসিত। তা হলেও এই 'ধর্ম' যুদ্ধগুলি শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার মধ্যকার দ্বন্দ্বের উপজাত পরিনাম বলে ধরতে হবে কিন্তু তা এখনও পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কথা মনে রেখেও বলা যায় , ঐ অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে কোনও অর্থব্যবস্থার সংহত ধারণা দিতে পারেনি । কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থার একটা রূপ অবশ্য আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি। এমনকি 'ইসলামিক অর্থনীতি'র রূপ সম্পর্কে এটা অস্পষ্ট ধারণা, ঐ অর্থনীতির ভাবুকদের রচনা থেকে আন্দাজ করা যাবে - সেখানে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মতোই স্বীকার করা হয়েছে সম্পদের তুলনায় মানুষের অভাব- চাহিদা বেশি । কিন্তু তা পূরণের জন্য পদ্ধতি প্রকরণ একেবারেই অন্য রকম সেখানে অভাব বা চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন 'Certain cost in terms of sacrifices' । ইতিপূর্বে উপনিষদের যে তত্ত্ব আমরা উল্লেখ করেছি , তার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

চার

আমরা বোধ হয় মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছি অথবা ধনতন্ত্রের বি(দ্ধাচরণ করছি - এরকম কারও মনে হতে পারে। এবং এটা

স্বাভাবিক। মানবাধিকার কর্মীদের যে কারণে ' মাওবাদী' আখ্যা পেতে হয়, যে অর্থ- সামাজিক পটভূমিতে তাঁকে ' মানবতা বিরোধী' বদনাম কুড়ুতে হয়, সেই সব প্রে(াপটেই তো আমরা 'ধর্ম সংকট' আলোচনা করছি, মানুষের অপচয় (খতে চাইছি - আমরা মানবিক গুণের উৎকর্ষ চাই, এবং যেহেতু মানবিক গুণগুলির জন্মই হয়েছিল ধর্মীয় পরিসরে, ধর্মের সেই আদি পরিসরে আমাদের বিচরণ করতেই হবে, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের আমরা অনুরোধ করব, অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের আয়োজন করবেন না- নরহত্যা করবেন না। বাজার অর্থনৈতিকদের বলব, যার যা পাওনা, ন্যায্য পাওনাটাই দিন- - কাউকে বঞ্চনা করবেন না। মনে রাখবেন 'বঞ্চনা হত্যার অধিক'। আমরা বিজ্ঞানীকে বলব, প্রকৃতির নিয়মে নৈতিকতা নেই— ঠিকই, কিন্তু সেই বিধি প্রয়োগে নৈতিকতার ব্যবহার অপরিহার্য ক(ন।

রাজনীতিককে বলব রাজনীতি হল শাসনের আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স, পোষণেরও শিল্পদর্শনকে সম্মান ক(ন। আপনি তো স্বয়ং ধর্ম ! আপনি নিশ্চই জানেন, তবু মনে করিয়ে দিই 'রাজার দোষেই প্রজারা বিপদগ্রস্ত হয়, রাজা অধর্মচারী হলে প্রজা মরে! এ কথা তো সেই রামায়ণের যুগে বলা হয়েছিল! এসব বলার কারণে আমরা 'মৌলবাদি' হতেই পারি। সে(েত্রে আমরা কমিউনিস্ট বিরোধী বা 'কাফের' আখ্যায় ভূষিত হব!

প্রসঙ্গত, আরও একবার উল্লেখ করা যাক খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে বেঁচে থাকা, শিকার - শিকারি সম্পর্কে বেঁচে থাকা, যুদ্ধের মধ্যে বেঁচে থাকা, হত্যা - প্রতিহত্যায় বেঁচে থাকা - এসবের মধ্য থেকেই মানবিক গুণগুলির উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু মানবিকগুণগুলি 'রণ-রক্ত(-সফলতা'র সংস্কৃতিকে আজও পর্যন্ত নিরাকরণ করতে পারে নি। অনিবার্য যে প্র(াটি এখানে উঠবে তা হল, কেন পারেনি? নানা দিক থেকে উত্তর খোঁজা যেতে পারে আমরা কেবল একটি দিকে নজর দিয়ে বলব দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের পর, যুদ্ধের বি(দ্ধে প্রস্তাবনা হিসাবে যে 'মানবাধিকার' এর ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে 'মর্যাদা' না দেওয়ায় রণ- রক্ত(-সফলতাই একমাত্র সত্য হয়ে আছে। ডারউইন কথিত 'জীবন সংগ্রাম'- এর সঙ্গে ঐ সংস্কৃতি বেশ খাপ খেয়ে যায় বলে মনুষ্যত্ব অর্জনের সংগ্রাম সম্বন্ধে কোনও ধারণা তৈরী হয় না, শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের তথাকথিত অগ্রগতি যত ঘটেছে ততই নৈতিক জগতে নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আশার কথা কোথাও কোথাও নৈতিক অধঃপতন (খতে নৈতিক সেনাদল গঠনের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে আলাদাভাবে নৈতিক জগৎ বলে কিছু নেই আসল কথা হল মানুষ হয়ে ওঠা, বা মানবিক হয়ে ওঠা। প্রকৃত প্রস্তাবে এ এক ধরনের লড়াই মানবাধিকার আন্দোলন ঐ লড়াইয়ের একটি (েত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি রাষ্ট্রকেও এই আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান উদ্বৃত করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব I call on states to honour their obligation to protect human rights every day of the year. I call on people to hold their Govts to account.

তথ্য সূত্র

১) কালান্তর, হিন্দুমুসলমান পুনর্মুদ্রণ ১৪১৬পৃ ৩১৪ (বি(্বভারতী)।

২) ধর্ম বিজ্ঞান, সূচনা পৃঃ ১ (উদ্বোধন কার্যালয়)।

৩) ঐ পৃঃ ২।

৪) দাঙ্গার ইতিহাস, পুরাতনী কথা, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ২১ (মিত্র ও ঘোষ)।

৫) ধর্ম ও সমাজবিপ-ব এবং মার্কসীয় দর্শন- এই শিরোনামে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (৩.৩.১৯৯০) বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের চিঠি থেকে। ৬,৭,৮। ইসলামি মৌলবাদ, এ.জি. নুরানি পৃ যথাত্র(মে ৯০,৯১, ১০১ (দিবারাত্রির কাব্য মৌলবাদ ও সম্প্রীতি সংখ্যা ২০০২)

ন্যায্য বিচারের জন্য এক বিধবা মায়ের লড়াইয়ের কাহিনী

(গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি মানুষের অধিকার র(ার লড়াইয়ে এক অতন্দ্র প্রহরী। নীচের চিঠিটিতে সেটা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক বিধবা মায়ের বিচার পাওয়ার জন্য দীর্ঘ দু দশকের আইনী লড়াইয়ের স্বার্থে বিলম্বিত মামলাটি ত্বরান্বিত করার জন্য সংগঠনের সম্পাদক ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিকে লিখিত আবেদন করেন যেটি সম্প্রতি মহামান্য বিচারপতি গ্রহণ করেছেন। আমরা চিঠিটির বাংলা তর্জমা ছেপে দিলাম— পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী)

মহামান্য প্রধান বিচারপতি,
কোলকাতা হাইকোর্ট তাং- ২৭/১০/১৪

বিষয় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন

মহাশয়,

ক্যানসার রোগে আত্র(ান্ত ৮০ বছরের একজন গরীব বিধবা মা জাবেদা খাতুন (ঠিকানা- জে এস রামনগর লেন, কলিকাতা- ২৪) যিনি মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর দিন গুনছেন, ২০ বছর ধরে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, যে ন্যায়বিচার আজও তিনি পাননি, আমি তার হয়ে আপনার কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি।

জাবেদা খাতুনের লড়াই তার সন্তান মহম্মদ আলমের পুলিশী হেপাজতে মৃত্যুর মামলায় ন্যায় বিচার পাওয়ার লড়াই। তারজন্য তিনি কুড়ি বছর ধরে অপে(া করে আছেন। ন্যায় বিচার পাওয়ার (েত্রে এটা কি দীর্ঘ সময় নয়? শেষ নিঃ(্বাস ত্যাগ করার আগে ন্যায় বিচার প্রত্যাশাটা কি অন্যায়? বিলম্বিত বিচার মানেই বিচার পাওয়ার অধিকারের অস্বীকৃতি। তাই নয় কী ?

পুলিশী হেপাজতে মহম্মদ আলম (বয়স ২৪) যখন মারা যায় তখন তার শরীরে ২৮টি আঘাতের চিহ্(পাওয়া গিয়েছিল। গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ ১৯৯৫ সালের ২৯ মার্চ রাত্রে আলমকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং তার ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তার মা যখন থানার ওসিকে তার নির্দোষ ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান তখন তার কাছ থেকে টাকার দাবি করা হয়। পুলিশের পোশাক পরিহিত ব্যক্তি(দের দাবিমত টাকার ব্যবস্থা গরীব মা করে উঠতে পারেননি। তখন মায়ের সামনেই আলমকে প্রচন্ড প্রহার করা হয় এবং থানার ভেতরে মাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হয়।

ঘটনা থেকে জানা যায়, আলমকে ৬ এপ্রিল, ১৯৯৫ কোর্টে হাজির করার আগে প্রায় ১০ দিন পুলিশী হেপাজতে বেআইনীভাবে আটক রাখা হয়েছিল। আদালত আলমকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশী হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার পরেরদিনই তাকে তড়িঘড়ি কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। আলিপুরের তৎকালীন সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখে জামিন মঞ্জুর করেন। বাড়ির লোকের অজ্ঞাতে তাকে কোর্টে হাজির করানোর ফলে তাদের অনুপস্থিতির কারণে আলমকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ এপ্রিল, ১৯৯৫ এস.ডি.জে.এম কে জানান হয়, আলম ৯ এপ্রিল জেল হাসপাতালে মারা গেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধানে আলমের মৃতদেহে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ পাওয়া যায়। ১১ এপ্রিল মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। শবব্যবচ্ছেদ পরী(ক (autopsy surgeon) তার শরীরে ২৮টি আঘাতের চিহ্ দেখতে পান যেগুলি তার জীবিত অবস্থায় হত্যার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

আলমের বিধবা মা প্রশাসনের থেকে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় অপে(া করতে থাকেন। তৎকালীন উচ্চ পুলিশ আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যারা তার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারা তাঁকে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন, কিন্তু কোনো বিচারই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তখন তিনি আলিপুরের এসডিজেএম-এর কাছে ১০ জুলাই, ১৯৯৬ এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ নথিভুক্ত হয় (কেস নং- সি-১২৭০, ১৯৯৬)। সা(ী ও তথ্যপ্রমাণাদি পরী(া ও বিবেচনার পর মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট গার্ডেনরিচ থানার অভিযুক্ত পুলিশদের বি(দ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন। ধারাগুলি হল ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৪১/ ৩৪৩/ ৩৪৭/ ৩৪৮/৩০২/ ২০১/ ১২০বি, ২৫ জুলাই ১৯৯৬।

প্রধান অভিযুক্ত এই নির্দেশের বি(দ্ধে কোলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানায় (সিআর আর নং ২৪৯৪, ১৯৯৬)। মামলার যাবতীয় রেকর্ড অভিযুক্ত(র আবেদন মতো নিম্ন আদালত থেকে চেয়ে পাঠানো হয় এবং ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৬ সেগুলি হাইকোর্টে পৌঁছে যায়। কিন্তু শুনানির সময় দেখা যায় কমপে-ন কেসের রেকর্ডগুলি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং রিভিশনাল দরখাস্তের সাথে যুক্ত(সার্টিফায়েড কপিগুলিতেও কারও হাত পড়েছিল বলে বোঝা যায়।

তৎকালীন মহামান্য বিচারক অমিত তালুকদার ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ তারিখে দেয় নির্দেশে রিভিশনাল দরখাস্ত বাতিল করেন এবং তথ্যগুলি পুনর্গঠনের ও সা(্যগুলি নতুন করে নথিভুক্ত(করার নির্দেশ দেন। তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের ভিজিল্যান্স রেজিস্টারকেও নিম্ন আদালতের তথ্যপ্রমাণাদি যথাযথ জায়গায় না থাকার ব্যাপারে এবং রিভিশনাল দরখাস্তের পাতাগুলি নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন।

আজ পর্যন্ত কেউ জানে না উক্ত(তদন্তের কী হল এবং উক্ত(অপরাধের জন্য কে দায়ী। প্রকৃতপ(, উদ্দেশ্যমূলকভাবে একজন বিধবা মায়ের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। সা(্যপ্রমাণাদি নতুন করে পুনর্গঠনের পর আলিপুরের ষষ্ঠ আদালতের মহামান্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৭ মার্চ, ২০০০ তারিখে অভিযুক্ত(দের বি(দ্ধে আবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন। অভিযুক্ত(চারজন পুলিশ— হরপ্রসাদ ঘোষ (গার্ডেনরিচ থানার তৎকালীন ওসি), হারাধন ঘোষ, সুশীল সাহা ও কাশীনাথ যাদব আলিপুরের সেশন কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানায়। আবেদন প্রত্যাখাত হয়। তখন তারা কলকাতা হাইকোর্টে গেলে ডিভিশন বেঞ্চ (বিচারক এন এ চৌধুরি এবং বিচারক গিরিশ চন্দ্র গুপ্তকে নিয়ে গঠিত) পুলিসের (?) কেস ডায়রি পরী(া করে আগাম জামিন মঞ্জুর করেন (সি আর এম ১৭৩৯/ ২০০১, ১৭৪৫/০১)। অসহায় মা উক্ত(আদেশের বি(দ্ধে অ্যাপেক্স কোর্টে যাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

ঘটনাবলী থেকে এটা জানা যায় যে অভিযুক্ত(পুলিশেরা নানাভাবে বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এমনকি যেসব পুলিশ রিভিশনাল বা জামিনের দরখাস্ত করেনি তাদের বি(দ্ধেও প্রশাসন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কার্যকরী করেনি। মাসের পর মাস আদালত শূন্য থেকেছে। দুর্ভাগ্যত্র(মে প্রিসাইডিং অফিসারও কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন। আজ পর্যন্ত আলিপুরের ষষ্ঠ আদালতের মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অমীমাংসিত হয়ে পড়ে রয়েছে মামলাটি (সি-১২৭৮/১৯৯৬)।

মূল মামলাটি কমপ(এক যুগের ওপর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ঝুলছে। ইতিমধ্যে জাবেদাকে স্থানীয় গুন্ডারা এবং পুলিশ ত্র(মাগত হুমকি দিয়ে গেছে এবং কোর্টের বাইরে বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছে। বিধবা মা তাদের হুমকি অগ্রাহ্য করে অন্যায় আপোষের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন। জাবেদার এই মহাকাব্যিক লড়াই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছে। হতভাগ্য মা আজ গু(তর অসুস্থ, যে কোনো মুহূর্তে তিনি মারা যেতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় কিছু করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আপনার সদয় হস্ত(প ভীষণভাবে প্রার্থনীয়।

১) অনতিবিলম্বে মামলাটি সেশন আদালতে শু(করার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অসুস্থ মা অন্তত তার লড়াইয়ের শেষ ফলটুকু দেখে যেতে পারেন।

২) মামলার নিষ্পত্তির আগেই যদি জাবেদা মারা যান, সে(ত্রে তার অপর পুত্র মহম্মদ জাহাঙ্গীর যাতে তার পরিবর্তে অভিযোগকারী হিসেবে মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে—

ধীরাজ সেনগুপ্ত

সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি

অধিকারের পাঠকদের কাছে অনুরোধ আপনারা 'অধিকার' সম্পর্কে আপনাদের মতামত চিঠি পাঠিয়ে এপিডিআর-এর অফিসে পাঠান।

অধিকার সংত্র(ান্ত সংবাদ এবং তদন্ত প্রতিবেদন এপিডিআর অফিসে পাঠান।

বিমা আইন (সংশোধনী) বিল- ২০১৫ -কার স্বার্থে ?

সঞ্জীব আচার্য

গত ১২ই মার্চ রাজ্যসভায় 'বিমা আইন (সংশোধনী) বিল ২০১৫' পাশ হয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেলো। এই বিল লোকসভায় গত ৪ঠা মার্চ পাশ হয়েছে। বি.জে.পি. সরকার ২০১৪ -র ডিসেম্বর মাসে এই সংক্র(ান্ত একটি অর্ডিনান্স জারি করেছিল। এখন তা পুরোপুরি বিলে পরিণত। এই বিল নিয়ে বহু বিতর্ক এবং হৈ চৈ হচ্ছে। ২০০৮ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকার এই বিল প্রণয়ন করে। তখন বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিনহার নেতৃত্বাধীন অর্থসংক্র(ান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সর্বসম্মতভাবে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা খন্ডন করে বিলটির বিরোধিতা করে। কমিটির রিপোর্টে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর বিরোধিতা করা হয় এবং বিমা ে ত্রে মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা হয়। অথচ (মতায় এসে সেই বিজেপি সরকারই বিলটি পাশ করানোর জন্য সর্বসম্মত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিলটিতে বিমা আইন (১৯৩৮), সাধারণ বিমা ব্যবসা (জাতীয়করণ) ১৯৭২, আইআরডিএ আইন (১৯৯৯), বিমা আইন (২০০৮) এর উপর কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়। এই নতুন বিলটি বিজেপি সরকার ২০১৪ সালের জুলাই মাসে আনার পর সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। এই সিলেক্ট কমিটির নেতা ছিলেন বিজেপির চন্দন মিত্র। সিলেক্ট কমিটি বিলটিকে সমর্থন করে। বিজেপি সরকার তড়িঘড়ি ২০১৪ র ডিসেম্বর মাসে অর্ডিনান্স জারি করে। তারপর এই বিল। ইউপিএ সরকারের আনা পুরানো বিলটি কিন্তু এখনও আটকে রয়েছে। অথচ একই বিষয়ে একটি পৃথক বিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করানো হল। এই বিলটিতে অনেক গুলি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম দুটি। এক, বিমা ে ত্রে বিদেশী প্রত্য(বিনিয়োগের মাত্রা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে এবং দুই, সাধারণ বিমা কোম্পানী (রাষ্ট্রীয়) গুলিকে বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা কোম্পানীগুলিতে বিলগ্নীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গ এক - বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর ে ত্রে সরকারী প ে র যুক্তি(হল (১) ভারতবর্ষে বিমা ভেদন (Penetration) খুব কম মাত্র ৩.১ শতাংশ। অর্থাৎ বিমা বাবদ প্রিমিয়াম থেকে আয় জাতীয় আয়ের মাত্র ৩.১ শতাংশ। (২) বিমার আওতায় মাত্র ৬ শতাংশ ভারতীয়। (৩) বিমার ঘনত্ব খুবই কম - মাছাপিছু মাত্র ৩০৮০ টাকা। (৪) বিমা বাজারে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। সরকারের যুক্তি(বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে এই সমস্যাগুলি দূর হবে। তাই দেশের স্বার্থেই এফডিআই বৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কি সত্যিই তাই? প্রথমত ভারতবর্ষে জীবনবিমা ভেদন ৩.১ শতাংশ মাত্রাটা কিন্তু উন্নত দেশগুলির তুলনায় এমন কিছু খারাপ নয়। এই মাত্রা আমেরিকায় ৩.২ শতাংশ, কানাডায় ২.৯ শতাংশ, জার্মানীতে ৩.১ শতাংশ, স্পেনে ২.৫ শতাংশ, চীনে ১.৬ শতাংশ, অষ্ট্রেলিয়ায় ৩ শতাংশ এবং নিউজিল্যান্ডে ০.৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক গড় ৩.৫ শতাংশ। সুতরাং প্রথম যুক্তি(টি নিছকই অসাড়। বাইরের দেশগুলিতে বিদেশী কোম্পানীগুলি থাকা সত্ত্বেও ভেদন মাত্রা আহামরি কিছু বাড়েনি। ভারতেও বাড়বে না। আসলে জীবনবিমা ভেদন জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, আয়ের সুষম বন্টন, বাজারের মূল্যমান, মানুষের সঞ্চয় (মতা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থালী আর্থিক সঞ্চয় ২০১১ সালের ১০.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩ সালে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ। ফলে জীবনবিমায় সঞ্চয়ও মোট সঞ্চয়ের ১৯.৪ শতাংশ থেকে কমে ১৬.৪ শতাংশ হয়েছে। জীবনবিমার বৃদ্ধির হার সারা পৃথিবী জুড়েই কমেছে। এই বৃদ্ধির হার উত্তর আমেরিকার (-) ২.৯ শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপে (-) ০.৬ শতাংশ সুতরাং এই বৃদ্ধির হার পতন সারা পৃথিবী জুড়েই। এই সংকটের কারণ ভিন্ন। বিদেশী বিনিয়োগের বৃদ্ধি এই সংকট দূর করবে না। বিদেশী বিনিয়োগের ছাড়ের ে ত্রে সরকারের যুক্তি(টি তাই নিছকই অছিলা।

দ্বিতীয়ত মাত্র ৬ শতাংশ ভারতীয় জীবনবিমার আওতায় বলে সরকার যে তথ্য প্রচার করছে তাও মিথ্যা। রাষ্ট্রীয় সংস্থা এল.আই.সি -র অধীনেই মোট ৩০ কোটি জীবনবিমার পলিসি রয়েছে। এর সাথে গ্রুপ ইনসিওরেন্স বাবদ প্রায় ১২ কোটি। বিমার আওতায় আসবার উপযুক্ত(জন সংখ্যা ৬০ কোটি ধরলে প্রায় ৭০ শতাংশই বিমার আওতাভুক্ত(। গত ১৫ বছর ধরে বিমা ব্যবসায় ব্যক্তি(মালিকানা কোম্পানিগুলি (২৬ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ) থাকা সত্ত্বেও বিমা ব্যবসার ৭৫ শতাংশই এলআইসির অধীনে। বিমা ে ত্র উন্মুক্ত(করণের দেড় দশক পরেও ভারতবর্ষে প্রিমিয়াম আয় এবং পলিসি সংখ্যায় L.I.C.-র ভাগ যথাক্র(মে ৭৫.৩৩ শতাংশ এবং ৮৪.৪৪ শতাংশ। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা কোম্পানীগুলির বাজারের দখল ৫৬ শতাংশ। এর প্রধান কারণ এই যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিমাই বিমাকারীদের সঞ্চয়ের সম্পূর্ণ সুর(া দিতে স(ম যা পরিষেবা ে ত্রেও অতুলনীয়। দাবি নিষ্পত্তির ে ত্রেও L.I.C.-র হার ৯৯.৬৮ শতাংশ যা সারা বি ে র রেকর্ড। জীবনবিমার আওতা বাড়ানোর ে ত্রে বিদেশী বিনিয়োগের ভূমিকা এজন্যই। বিমার বাজারে মূলধনের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মেটাতেই নাকি বিদেশী বিনিয়োগের ছাড়পত্র। এটাই সরকারের যুক্তি(। অর্থমন্ত্রী জেটলির ঘোষণা এই ছাড়ের ফলে বিমার বাজারে ১০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ বাড়বে।

প্রথমত বিমার বাজারে মূলধন বাড়ানোর কেন প্রয়োজন সেটা ব্যাখ্যা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত L.I.C.-র হাতে যে পরিমাণ অ্যাসেট ও মূলধন আছে সেটা কম কেন তাও বোঝানো যায় নি। মূলধনের প্রয়োজন— এটা নিছকই অসাড় যুক্তি(।

বিমা ে ত্র উন্মুক্ত(করণের মুহূর্ত থেকেই সরকারের প্রচার ছিল যে বিদেশী বিমা কোম্পানীগুলির বিদেশে অর্জিত প্রিমিয়াম আমাদের দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে এবং এর জন্যই FDI বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই প্রচারও ছিল যে বিদেশি কোম্পানীগুলি আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য বছরে আনুমানিক ৬০,০০০ কোটি টাকা নিয়ে আসবে।

কিন্তু বাস্তবটা কি? বর্তমানে আমাদের দেশে ২৩টি বেসরকারী জীবনবিমা কোম্পানী ব্যবসা করছে যাদের অধিকাংশেরই বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব রয়েছে। বিগত আর্থিক বছর পর্যন্ত বিদেশী বিমা কোম্পানীগুলি জীবনবিমায় ৬০৪৬.৯১ কোটি টাকা এবং সাধারণ বিমায় ১২৯৫.২৮ কোটি টাকা নিয়ে এসেছে যা শুধুমাত্র ব্যবসা চালানোর জন্যই ন্যূনতম প্রয়োজন।

ভারত সরকারের তথ্য অনুসারেই ৩১.০৩.২০১১ -য়

পরিকাঠামো (ত্রে বিমা কোম্পানীগুলির অবদান ৮৯১৮০.৭৫ কোটি টাকা যার মধ্যে L.I.C.-র অবদান ৮০৪৯১.২৬ কোটি টাকা। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় L.I.C.-র অবদান ছিল ৭০৪১৫১ কোটি টাকা এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম দুই বছরেই এলআইসি ৪৫২৪৬০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। বিগত ৩১.৩.২০১৪ -য় সরকারী এবং সামাজিক (ত্রে এলআইসি ১০৬৯৭৯৬ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

উপরের তথ্যগুলি থেকে এটা পরিষ্কার দেশের স্বার্থের জন্য বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে বলে সরকারের যে বক্ত(ব্য তা মোটেই প্রকৃত সত্য নয়। বিদেশী বিমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের টাকা সরকারী ঋণের কাজে কি আদৌ ব্যবহৃত হবে?

কাদের জন্য এই সাদর অভ্যর্থনা ?

সরকার এবং শিল্পজগতের মুখপাত্ররা প্রতিনিয়ত বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে যার অন্যতম হল বিমা নিরাপত্তার জন্যই নাকি বিদেশী বিমা কোম্পানীগুলির বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বাস্তবটা সম্পূর্ণ বিপরীত। বি(ের বৃহত্তম বেসরকারী বিমা কোম্পানী AIG সহ Fortis, ING, AEGON ইত্যাদি কোম্পানীগুলি বাস্তবে দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। বিমাকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ চটজলদি মুনাফার ল(্যে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেই এই কোম্পানীগুলির এই পরিণতি। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে যখন প্রিমিয়ামের বার্ষিক বৃদ্ধির হার যথাত্র(মে (-) ২.৯ শতাংশ এবং (-) ০.৬ শতাংশ, তখন LICI এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমার বিগত বছরে এই হার যথাত্র(মে ১৮ শতাংশ এবং ১২.২৩ শতাংশ। এই কারণেই বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতে আসতে উন্মুখ এবং মোদী সরকার তাদের এই মনোবাসনা পূরণ করতে সদা তৎপর যা ভারতবর্ষে বিমা নিরাপত্তার বদলে জাতীয় স্বার্থই (ুণ্ণ করবে। বিদেশী বিমা কোম্পানীগুলিকে অক্সিজেন যোগাতেই আমাদের বিজেপি সরকারের এত মাথাব্যথা।

রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা কোম্পানীগুলির বিলগ্নীকরণের অপচেষ্টা

রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমায় সরকারী বিনিয়োগ বিলগ্নীকরণ করার ল(্যে সরকার সাধারণ বিমা ব্যবসা জাতীয়করণ আইন, ১৯৭২ সংশোধন করতে আগ্রহী। পুঁজির অভাবের যুক্তি(দেখানো হলেও বাস্তব এটাই যে এই কোম্পানীগুলির যৌথ মূলধন ৬০০ কোটি টাকা, সঞ্চিত উদ্বৃত্ত ২০,৫২৪ কোটি টাকা, যৌথ লগ্নি ১,০১,৭০৭ কোটি টাকা এবং বিগত বছরে সরকারকে প্রদত্ত ডিভিডেন্ডের পরিমাণ ৫৯৮.৬৬ কোটি টাকা। এই তথ্য প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা কোম্পানীগুলির আর্থিক পরিস্থিতি যথেষ্ট মজবুত এবং বিলগ্নীকরণ ছাড়াই তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে স(ম। এই মুহূর্তে এই কোম্পানীগুলিকে একত্রীকরণ করে এলআইসির মতো একটি সংস্থায় পরিণত করা উচিত যা সংসদের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংসদীয় কমিটির দীর্ঘ দিন আগেই গৃহীত প্রস্তাব। অথচ সরকারের প্রধান ল(্য রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমার বিলগ্নীকরণ এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ উদ্দেশ্য প্রাইভেট কোম্পানীগুলিকে সুবিধা করে দেওয়া।

৯০ এর দশকে মনমোহনের হাত ধরে উদারীকরণের যাত্রা শু(। বি(োয়নের অর্থনীতির মূল ল(্যই হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেটের অসীম (ুধার সামনে দেশের সমস্ত কিছু মূলধন তুলে দিয়ে দেশের জল, জমি, খনিজ, বনাঞ্চল এবং বাজার উন্মুক্ত(করে দেওয়া। সেই ল(্যেই, দেশের শিল্প আইন, জমি আইন, খনি আইন বদল করা হয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেট যাতে প্রায় বিনামূল্যে এই সম্পদের অধিকার ভোগ করতে পারে। ভারতবর্ষে বিমার বাজারও কর্পোরেটের কাছে সোনার খনি। এই বিপুল জনসংখ্যার সঞ্চয়ের টাকা তুলে নিয়ে অর্থলগ্নীর ব্যবসায় নামবে বিদেশী কোম্পানীগুলি। বিপুল ঝুঁকির বাজারে টাকা খাটিয়ে মুনাফার অতি সুযোগ। তারপর যে কোনও সময় 'সারদা' হয়ে যাবে। দেশের মানুষকে পথে বসিয়ে কোম্পানী লাটে উঠবে। সরকার এখন মুখে নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও তখন আদৌ তাদের ছুঁতেও পারবে না। ভুপালে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পরেও অ্যান্ডারসনকে এদেশে এনে বিচার করা যায় নি। জীবন বিমা আইনে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্র ৪৯ শতাংশ করা প্রসঙ্গে জার্মানি ব্যাঙ্ক সভার সভাপতির উক্তি(থেকেই বোঝা যাবে কারা এই আইনে উপকৃত হবে। 'ইউরোপের জীবনবিমার বাজার বৃদ্ধি করা এখন কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের বাজার যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ৪৯ শতাংশ শু(করার প(বেশ ভালো কিন্তু আমরা আরও বেশী আশা করছি' - অর্থাৎ ভারতবর্ষের আকর্ষণীয় বাজার-এর দিকে তাকিয়ে বিমা কর্পোরেটেরা। তাদের প্রত্যাশা মতো FDI ৪৯ শতাংশ থেকে আরও বাড়ানোর জন্যও সরকার পরবর্তীকালে হয়তো ভাববে। কারণ বর্তমান সরকার তাদের খুশি করার জন্য যে কতটা মরিয়া তা বিজেপি মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের বক্ত(ব্য থেকেই পরিষ্কার। বিরোধীরা এই বিল আটকানোর চেষ্টা করলে শ্রীমতী সীতারমন রেগে গিয়ে বলেন, 'বিরোধীরা এই বিল আটকাতে চাইছে কারণ তারা চায় না যে মার্কিন সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী এই বিল পাশ করার কৃতিত্ব অর্জন ক(ন' - এই বিলে খুশি হবেন মার্কিনী উদ্যোগপতিরা - অর্থলগ্নী ব্যবসায়ীরা - তাই সরকারের এত তাড়া - এতটাই মরিয়াভাব। কিন্তু এই বিল পাশ করার ফলে বিমার বাজারের চরিত্র অনেকটাই বদলে যাবে। বিমায় যে সুর(া রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার থেকে পাওয়া যায় তা অনিশ্চিৎ হবে। বিপদের দিনে সুর(ার পরিবর্তে বিমা(ত্র দ্রুত অর্থ উপার্জনের ঝুঁকিপূর্ণ (ত্রে ত্র(মশ পরিণত হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য যে বিপুল আভ্যন্তরীণ ঋণ সরকার কম সুদে পেত তার পরিমাণ কমবে এবং ব্যক্তি(গত মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। বিমা করানোর (ত্রে বিমাকারীর স(মতা বিচারের যে মাপকাঠি ছিল তাও যথাযথ মানা হবে না এবং ফলে বিমা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিমাণ বাড়বে। যতই আইআরডিএ-র নিয়ন্ত্রণ -এর কথা বলা হোক শেষমেশ পুঁজি এবং বাজার এর হাতে চলে যাবে বিমা(ত্র এবং বিমাকারীদের ভবিষ্যৎ। বি(োয়নের চাহিদা অনুযায়ী বিমা(ত্রও পুঁজির সর্বগ্রাসী (ুধার শিকার হবে। ভারতের রং-বে রং-এর রাজনৈতিক দলগুলি বি(োয়নের অমোঘ নিয়ন্ত্রণের কাছে আগেই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই রাজ্যসভায় (ণিকের নাটকের যবনিকা পতন হয় 'বিলটির অবাধে পাশ হয়ে যাওয়ার' মধ্যে দিয়ে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ-য়ীজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) -এর যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ দাশগুপ্তর প্রতিহিংসামূলক বদলি, পদোন্নতি আটক, বেতন বন্ধ

নভেম্বর, ২০১৩ রাজ্য কর্মচারীদের আর্থিক ও অধিকারগত দাবিতে নবান্নে কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার চালানো ও তাঁদের সংগঠিত করার 'অপরাধে' (১) পত্রপাঠ, বদলি করা হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ-য়ীজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) -এর যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ দাশগুপ্ত (অর্থ দপ্তরের প্রধান সহায়ক) -কে জিটিএ, দার্জিলিঙে (২১/ ১১/ ১৩) । সন্দীপ দাশগুপ্ত সরকারের পদে(প কে চ্যালেঞ্জ জানান। উল্লেখ্য, জিটিএ বা এইচডিএ কোনোটাই সরকারী দপ্তর নয়। সরকারী কর্মচারী, বিশেষত সচিবালয়ভুক্ত(কর্মচারীদের আধাসরকারী ও স্বশাসিত সংস্থায় বদলি করা যায় না।

হাইকোর্ট (প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও সমাপ্তি চ্যাটার্জীর বেঞ্চ) সন্দীপের বদলি আদেশের উপর ৫/১২/১৩ স্থগিতাদেশ জারি করে। রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল এই স্থগিতাদেশটি বহাল রাখে (১২/১২/১৩)। ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ সন্দীপ নবান্নে তাঁর স্বপদে যোগ দিতে চাইলেও কর্তৃপ(তা করতে দেয়নি। এছাড়াও, ২০১৪ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর বেতনও আটকায় প্রশাসন। বেতন আটকানো ও স্বপদে যোগ দিতে না দেওয়া - এ দুটো নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়। ২০১৪ -র মার্চ মাসের গোড়ায় সন্দীপের আটক রাখা দু'মাসের বেতন দিয়ে দেয় সরকার। হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে এবং ১৫ মে, ২০১৪ ডিভিশন বেঞ্চ (বিচারপতিদ্বয় নিশিথা মাত্রে ও তাপস মুখোপাধ্যায়) অন্তর্বর্তী রায় দেয় - সন্দীপ দাশগুপ্তর ছুটি কেটে নেওয়া বেআইনী কারণ তিনি তো স্বপদে যোগ দিতেই চেয়েছেন বারবার এবং এভাবে ছুটি কাটার সংস্থান চাকুরীবিধিতে নেই। বেঞ্চ আরও বলে সন্দীপকে ১৯ মে ২০১৪ নবান্নে অর্থ দপ্তরে স্বপদে অর্থাৎ প্রধান সহায়ক পদে যোগদান করতে দিতে হবে। এই মোতাবেক সন্দীপ ১৯/০৫/১৪ নবান্নে স্বপদে যোগ দেন, হাজিরা খাতায় স্বা(রও করেন। ঐদিনই বিকালে প্রশাসনিক কর্তৃপ(তাঁকে জানায় যে সরকার ঐদিনই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে হাইকোর্টের ১৫/০৫/১৪ -র আদেশের বি(দ্ধে (প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের ৫/১২/১৩ -র আদেশটি চ্যালেঞ্জ করেনি সরকার)।

তাঁকে ২০/৫/১৪ থেকে আর হাজিরা খাতায় সই করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর কোনও আবেদন, চিঠি ইত্যাদি সরাসরি নেওয়া হচ্ছে না। পাঠাতে হচ্ছে স্পিড পোস্টে বা রেজিষ্ট্রি করে। তাঁর জুলাই '১৪ থেকে প্রাপ্য পদোন্নতি আটক রাখা হয়েছে। তাঁর ছুটি শেষ— এই অজুহাতে (যদিও হাইকোর্টের মতে এভাবে ছুটি কাটা বেআইনী) ২০১৫ -র জানুয়ারী মাস থেকে বন্ধ করা হয়েছে তাঁর বেতন। ভাতে মেরে মাথা নত করাবার প্রয়াস। রাজরোষে বন্ধ প্রতিবাদী কর্মচারী নেতৃত্বের বেতন। এই না হলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা!

মতপ্রকাশের 'অপরাধে' প্রাণে মারার হুমকি শি(ক দম্পতিকে

ডায়মন্ড হারবার বাংলাদেশের ছায়া এ বার এ রাজ্যেও।

বাংলাদেশের ব্লগার রাজীব চৌধুরীর খুন-সহ মেটিয়াবু(জের মাদ্রাসার প্রধান শি(ক কাজী মাসুম আখতারের উপর আত্র(মণের প্রতিবাদ করে সোশ্যাল নেটওয়াকিং সাইটে 'আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম' নামের একটি কবিতা লিখেছিলেন স্কুলশি(কা শর্মিলা ঘোষ। আর সেই 'দোষে' এক নয়, একাধিক বার খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শর্মিলাদেবী সহ তাঁর স্বামী রফিউদ্দিন আহমেদ ও তাঁদের ছ'বছরের কন্যাকে। উল্লেখ্য, শর্মিলাদেবী ও তাঁর স্বামী রফিউদ্দিন দু'জনেই বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনের শি(ক।

অভিযোগ আরও, 'গাজি মো তানজিল' নামের অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি খুনের হুমকির সঙ্গে পাঠানো হয়েছে ধারালো অস্ত্রের ছবিও। পাশে লেখা, 'এটা তোমার জন্য আসিতেছে অপে(া করো' এবং 'আমার বি(দ্ধে স্টেটাস দিয়ে লাভ নেই। সাবধান হয়ে যা, ইসলামকে গালগালি বন্ধ কর। আর, ওয়েটিং-এ থাক।' এর পরই আতঙ্কিত পরিবারের তরফে কাকদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এ দিন শর্মিলাদেবী বলেন, 'আমি সমস্ত ধর্মের মৌলবাদের বি(দ্ধে। আমার স্বামী একজন মুসলমান। অন্য ধর্মে বিয়ে করার জন্য অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু হাল ছাড়িনি। আজ যখন মৌলবাদের বি(দ্ধে সোচ্চার হয়ে রাজীব চৌধুরী খুন হন বা শি(ক কাজী মাসুম আখতারকে আত্র(ান্ত হতে হয়, তখন নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ভাবতেই বেশি ভালোবাসি। সেই ভাবনা থেকেই কবিতা লেখা ও পোস্ট করা। আপাতত মৌলবাদীদের হুমকিতে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছি। থানায় অভিযোগও দায়ের করেছি।'

স্বামী রফিউদ্দিন বলেন, 'ধর্ম নিয়ে কেন এই লড়াই বুঝি না। বিজ্ঞান নিয়ে কেন আমরা এগিয়ে চলতে পারি না? আমরা একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা-সম্মান করি বলে ঘর বাঁধতে পেরেছি। আসল কথা ভালোবাসা। অভিযুক্ত(দের দ্রুত গ্রেপ্তার ক(ক পুলিশ।'

একই মত মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের রাজ্য সভাপতি আলতাফ আহমেদের। বললেন, 'দ্রুত অভিযুক্ত(দের চিহ্নি(ত করে গ্রেপ্তার ক(ক পুলিশ। এদের শাস্তির প্রয়োজন। না হলে, এ রাজ্যে এমন ঘটনা আরও বাড়বে।' দ(ণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সেলাম সুজেৎ

''তুমি লড়ছ?'' এক শোকাহত মায়ের এই ছোট্ট কথায় বদলে গিয়েছিল তাঁর জীবন। সেই মায়ের কন্যাকে সদ্য ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে কামদুনিতে। খবর শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি আরেক জন, যার পরিচয় তখন ''পার্কস্ট্রীটের ধর্ষিতা''।

কামদুনির মায়ের কথা তার মনে গেঁথে গেল। আমিও লড়ছি? হ্যাঁ, লড়া-ই তো উচিত। এভাবে লজ্জার অন্ধকারে পড়ে থেকে কী হবে? তিনি অপরিচয়ের আড়াল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন। বি(কে জানালেন, ''আমার নাম সুজেৎ জর্ডান। আমি ধর্ষিতা হয়েছিলাম এবং আমি লড়ছি এবং আমি লড়ব। আমি যদি এই মামলায় হেরেও যাই, আমি আমার সম্মান নিয়েই তা করব।''

তিনি পা বাড়ালেন রাজপথে। মিছিলে মিছিলে তাঁকে দেখা গেল— প-াকার্ড হাতে, স্লোগান দিতে। নিজের কল সেন্টারে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ধর্ষিতা, নিগৃহীতা মেয়েদের জন্য কাজ করা শু(করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর তার মতো বহু মেয়েকে ভরসা দিল।

দুরারোগ্য এনকেফেলাইটিস রোগে আত্র(ান্ত হয়ে ১৩ মার্চ ২০১৫ সুজেৎ চলে গেলেন নারী অধিকার আন্দোলনের বীর যোদ্ধার সম্মান নিয়ে। তাঁর আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন — আরও অনেকের সঙ্গে — তাঁর দুই নাবালিকা কন্যার মধ্যে। নিজেদের লুকিয়ে না রেখে তারা ঘোষণা করেছে, তারাও মায়ের মত সাহসী হতে চায়, সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চায়। ফেসবুক - টুইটারে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের শোকার্ত শপথ। আমরা এই দুঃসাহসের পরম্পরাকে স্বাগত জানাই।

তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

তথ্যানুসন্ধান- ১

কাকদ্বীপের নিগৃহীত শি(ক

আর পাঁচটা বিদ্যালয়ের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের মতোই এ বছরও ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শিব কালীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। দ(ণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ মহকুমার একটা বিদ্যালয়। সকাল সকাল ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ছোট ছোট পতাকা দিয়ে যথাসম্ভব পরিপাটি করে সাজিয়ে তুলল। প্রধান শি(ক দিলীপ কুমার বৈরাগী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন, তারপর শু(হয় বক্তৃ(তা— প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য, সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বক্ত(ব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শি(কসহ কয়েকজন শি(ক-শি(কা, সেই তালিকায় নাম ছিল বিদ্যালয়ের জীববিদ্যার শি(ক গৌতম মণ্ডলের। তিনি বক্তৃ(তার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন শি(াপ্রতিষ্ঠানে ঘটে চলা 'শি(ক নিগ্রহের' বিষয়টা উল্লেখ করেন। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ২৬ জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয়। জিলিপি হাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ির পথে পা বাড়ায়, শি(ক-শি(কারা স্টাফ (মে বসে, চলছে চা চত্র(।

এই সময় স্থানীয় এক তৃণমূলকর্মী গুণধর মাইতি প্রধান শি(ক ও অন্যান্য শি(ক-শি(কাদের সামনে গৌতম মন্ডলকে যথেচ্ছ গালাগাল করে ও মারধোরের হুমকি দিয়ে চলে যায়। কিছু(ণ পরে দলবল এনে গৌতমবাবুকে স্টাফ (ম থেকে জামার কলার ধরে টানতে টানতে মাঠে এনে জড়ো করা স্টোন চিপ্সের উপর ফেলে তাঁকে যথেচ্ছ মারধোর করতে থাকে, পরে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক বাবুসোনা ওরফে শুভ্রাংশু কামারও উপস্থিত হন এবং নিগ্রহকারীদের প্ররোচিত করেন। তাদের বক্ত(ব্য গৌতমবাবু সরকারবিরোধী কথা বলেছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে। কিছু(ণের মধ্যে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু, সেখানেও তাঁকে চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হয় । নির্যাতিত গৌতমবাবুকে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যে ৫টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয়, বলা হয় বাবুসোনা (স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক) এলে তাকে ছাড়া হবে। এমনকি খাবার বা জলও তাঁকে দেওয়া হয় না, লক আপের টয়লেট তাঁকে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর কোনো অভিযোগপত্র থানা নেয়নি, উল্টে অভিযুক্ত(বাবুসোনার নির্দেশমতো মুচলেকা লিখিয়ে 'সোজা বাড়ি' যেতে থানা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় গৌতমবাবুকে। ২৮ জানুয়ারী সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত খবরের ভিত্তিতে ২৯ জানুয়ারি গৌতমবাবুর ভাড়া বাড়িতে এপিডিআর-এর ৫ জনের তথ্যানুসন্ধানীদল উপস্থিত হয়। বাড়ির সামনে বসে গৌতমবাবু উপরোক্ত(ঘটনার বিবরণ দিতে থাকেন। পাশে বসা স্ত্রী শ্রাবন্তী যোগ করেন— গতকাল (২৮ জানুয়ারি) একটা টিভি চ্যানেলে প্যানেল ডিসকাসান থেকে ফেরার পথে ঢলের খালের মোড়ে ৩ জন অপরিচিত যুবক গৌতম বাবুর পিছু নেয়, তারা বলতে থাকে, 'পালাবি কোথায়? কোনদিন দেখবি তোর স্ত্রী ও পুত্র (নার্সারিতে পড়ে) গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।' আতঙ্কিত স্বামী-স্ত্রী অঝোরে কাঁদতে থাকেন।

এপিডিআর গৌতমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দিন কাকদ্বীপ থানায় যায়। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দীর্ঘদিন ছুটিতে থাকায় কোনো পদস্থ আধিকারিকের সাথে কথা বলতে গেলে জানা যায়—কেউ নেই। অবশেষে একজন এ.এস.আই-এর সাথে কথা হয়, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ, জানিয়ে দেন। শুধু জানান গৌতমবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে একটা কেস হয়েছে (Kakdwip PS Case No.- 41 dt. 28/1/15)

এপিডিআর-এর প(থেকে গৌতমবাবুর নির্যাতনকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও তাঁর নিরাপত্তার দাবিতে একটা স্মরাকলিপি দেওয়া হয়, কাকদ্বীপ থানা ও মহকুমা শাসকের কাছে। মহকুমা শাসক তাঁর নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

৩১ জানুয়ারি স্থানীয় কাকদ্বীপ কোর্টে অভিযুক্ত(রা জামিন পেয়ে যায়। ২ ফেব্রুয়ারী দ(ণ ২৪ পরগণার পুলিশ সুপারকে এপিডিআর এর প(থেকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া হয় তাতে গৌতমবাবুর পরিবারের সার্বিক নিরাপত্তা, দোষীদের শাস্তি ও কাকদ্বীপ থানার হেনস্থাকারী পুলিশকর্মীদের বি(দ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

তথ্যানুসন্ধানী দল গোপাল বিশাল, তাপস প্রিয় হালদার, নেপাল হালদার, ব(ণ দলুই, আলতাফ আহমেদ- ***ডায়মন্ড হারবার শাখা***

তথ্যানুসন্ধান- ২

রাণাঘাটে নারকীয় ধর্ষণ ও দুস্কৃতি হামলা

গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি- কৃষ(নগর শাখা

গাংনাপুর থানার অধীনস্থ রানাঘাট শহর সংলগ্ন কনভেন্ট অফ জীসাস অ্যান্ড মেরী হাইস্কুলে গত ১৪ই মার্চ ২০১৫, আনুমানিক রাত্রি ২টো থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে সশস্ত্র দুস্কৃতিদের পরিকল্পিত ডাকাতি এবং বর্বরোচিত যৌন-আত্র(মণের ঘটনায় এপিডিআর -এর একটি তদন্তকারী দল গত ১৫ই মার্চ, ২০১৫ তে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে উক্ত(ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

তথ্যানুসন্ধানী দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন - শ্রী তাপস চত্র(বর্তী মৌতুলী নাগ (সরকার), রীতা দে, শঙ্কর পান্ডে, সঞ্চয় বি(াস, শুভ্রাংশু রায় এবং সাথী ছিলেন স্থানীয় এলাকার (রানাঘাট) মানবাধিকার কর্মী শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী ও ঝর্ণা চ্যাটার্জী।

তদন্তকারী দলের সদস্যরা প্রথমে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য স্কুলে ঢোকার মুখে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে এলাকা সংলগ্ন বি(ভরত অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করেন। তদন্ত দলের একজন সদস্য শেষ পর্যন্ত SDPO -র সাথে কথা বলে স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করে স্কুল কর্তৃপ(র সাথে কথা বলেন এবং অকুস্থল পরিদর্শন করেন। মূল অকুস্থলটি স্কুল সংলগ্ন একটি বিল্ডিং যার নীচে অফিস ঘর, কমন (ম ও দোতলায় অধ্য(, সহ-শি(কা ও সিস্টারদের আবাস স্থল। অকুস্থলটি অত্যন্ত সুর(ত। ঘটনার পরবর্তী কালে ভোর পাঁচটা নাগাদ জনৈক এলাকাবাসী মহিলা জলি বি(াস প্রাতঃ ভ্রমণের সময় নিরাপত্তার(ীর

চিৎকার শুনে গেটের কাছে যান। এরপর কাকলী বি(্বাস নামে আর এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে এলাকাবাসীদের ডেকে আনেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পাঁচিল টপকে স্কুল চত্বরে প্রবেশ করেন এবং দারোয়ানকে ও দ্বিতলে হাত-পা-মুখ বেঁধে রাখা তিন শি(িকাকে মুক্ত(করেন এবং দেখতে পান সত্তরোর্ধ একজন সিস্টার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। এরপর তারা পুলিশে খবর দেন। গাংনাপুর থানার পুলিশ সকাল ৬টা নাগাদ ঘটনাস্থলে আসেন। পুলিশ আহত সিস্টারকে আনুলিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। তদন্তে জানা যায়, দুস্কৃতিরা স্কুলের ল্যান্ড ফোন লাইনটি কেটে দেয় ও স্কুলের আবাসিকদের সমস্ত মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। স্কুল সূত্রে জানা যায় প্রায় ১২ ল(াধিক টাকা লুঠ করা হয়েছে। বিশেষ সূত্র মারফৎ জানা গেছে সপ্তাহ খানেক আগে স্থানীয় একদল দুস্কৃতি অবৈধ ভাবে কর্তৃপ(ের কাছে টাকার দাবি করলে উক্ত(বয়স্কা সিস্টার তাঁদের অন্যায় দাবী ও জুলুমবাজির বি(দ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। স্কুল কর্তৃপ(ের তরফ থেকে থানায় অভিযোগও জানানো হয়। পুলিশী উদাসীনতার কারণে পরবর্তী সময়ে দুস্কৃতিরা ফোনের মাধ্যমে খুনের হুমকিও দিয়েছিল বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তার(ী জয়ন্ত রাজ মন্ডল জানান, রাত আনুমানিক দেড়টা-দুটো নাগাদ সাত-আট জন দুস্কৃতি পিছন দিকের প্রার্থনা ক(ের পাশের প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে পেছন দিক থেকে এসে গলায় হেঁসুয়া ও ছুরি ধরে নীচের তলাতে পিছমোড়া করে হাত-পা ও মুখ বেঁধে রাখে। এরপর গ্রিল ভেঙে অফিস ঘরে ঢুকে টাকা পয়সা লুঠপাট করে এবং দোতলায় উঠে তিনজন শি(িকাকে একটি ঘরে বেঁধে রাখে। অসুস্থতার কারণে একজন শি(িকাকে ছাড় দেয়। এরপর একজন দুস্কৃতি প্রবীণা সিস্টারের ঘরে ঢোকে এবং বর্বরোচিত যৌন নির্যাতন চালায়। এরপর তদন্ত দলটি হাসপাতালে যায় এবং দুজন মহিলা সদস্যা প্রবীণা সিস্টারের অনুমতি সাপে(তাঁর সাথে সা(াৎ করেন। অপর সদস্যরা হসপিটাল সুপার এ.এন.মন্ডল ও স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ অমিত মুখার্জীর সাথে নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেন। ডাক্ত(াররা জানান নির্যাতিতার বর্তমান অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি মানসিক ভাবে প্রচন্ড বিপর্যস্ত। নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট গ্রহণকারী ডাক্ত(ারদের বক্ত(ব্য— রক্ত((রণ হয়েছে এবং (তস্থানে সেলাই করতে হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন - সি.আই.ডি. প্রথমে মোট ৪জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। কিন্তু চারদিন অতিত্র(ান্ত হয়ে যাবার পরও একজন অভিযুক্ত(ও গ্রেপ্তার হয়নি। স্কুল সংলগ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের সাথেই এপিডিআর -এর সদস্যরা কথা বলে জানতে পারেন উক্ত(এলাকায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতেই বসবাস করেন কিন্তু বহিরাগত দুস্কৃতি ও তোলাবাজদের উক্ত(এলাকা অবাধ বিচরণ (ে ত্র।

এপিডিআর এর পর্যবে(ণ ঃ-

১) স্কুল কর্মচারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি(এই ঘটনার সাথে যুক্ত(। কর্তৃপ(ের সাথে অপসারিত র(ীদের সম্পর্ক।

২) তোলাবাজ ও দুস্কৃতিদের স্কুল কর্তৃপ(ের কাছে অর্থের দাবি।

৩) পুলিশ ও দুস্কৃতিদের মধ্যে অশুভ আঁতাত। দুস্কৃতিদের মাথায় রাজনৈতিক ছাতার প্র(সঙ্গত কারণে উঠে আসে।

৪) ১২ ল(টাকা ব্যাংকে না রেখে অফিস ঘরে কেন?

৫) প্রবীণাকে ধর্ষণ না প্রতিহিংসার কারণে ভয়ানক অস্ত্র দিয়ে যৌন নিগ্রহ?

৬) দুস্কৃতিরা অন্য এলাকার।

৭) সিআইডি -এর তদন্ত প্রত্রি(য়া কেন রানাঘাট ও গাংনাপুর থানাকে যৌথভাবে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল না?

৮) বেগো পাড়া তেতুলতলা মাদক দ্রব্যের ঠেক যেখানে বিভিন্ন এলাকায় সমাজ বিরোধীদের প্রতিদিনের যাতায়াত, সে খবর কি তদন্তকারীদের জানা নেই?

দাবি ঃ-

১) রাজনৈতিক চাপান উতোর বন্ধ হোক।

২) স্বচ্ছ তদন্ত প্রত্রি(য়া চাই।

৩) মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর অপরিণামদর্শী কথাবার্তা বন্ধ হোক।

৪) সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ত্র(মবর্ধমান মানবীদের উপর সংগঠিত অপরাধের বি(দ্ধে সমাজকে চাপ ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে নাড়া দেওয়া।

৫) মূল অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে লোক দেখানো গ্রেপ্তার বন্ধ করতে হবে।

মিশনারী বিদ্যালয়ে তান্ডব ও গণধর্ষণের প্রতিবাদে এপিডিআর -এর আহ্বানে ২৮ মার্চ ২০১৫ নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহরে এক গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত হুমকি অগ্রাহ্য করে বহু স্থানীয় মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিতদ্যুতি কুমার। বক্ত(ব্য রাখেন এলাকাবাসী কাকলি বি(্বাস, শি(িকা লীনা ও রোজারিও, মানবাধিকার কর্মী গৌতম চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকর্মী ও রাণাঘাট প্রতিবাদী মঞ্চের অন্যতম সংগঠক নি(পম ভট্টাচার্য প্রমুখ। কনভেনশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিত্র(মে গৃহীত হয় এবং তা মানবাধিকার কমিশন ও প্রশাসনের সং(ি-ষ্ট সমস্ত দপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

'কনভেন্ট অফ জীসাস অ্যান্ড মেরী' - শি(া প্রতিষ্ঠানে দুস্কৃতি হামলা ও নারকীয় ধর্ষণের বি(দ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি (এপিডিআর) আয়োজিত কনভেনশন

এপিডিআর আয়োজিত আজকের এই কনভেনশন রাণাঘাটের ডন বসকো পাড়ার জীসাস অ্যান্ড মেরী কনভেন্টের নারকীয় ঘটনাকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণের ঘটনাগুলিকে বর্তমান পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের ধারাবাহিক ও সামগ্রিক ব্যর্থতা এবং দুর্বৃত্ত ও তোলাবাজদের প্রশ্রয়দানের পরিণতি হিসেবে দেখছে। এই ঘটনার সঙ্গে কোনোপ্রকার সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র জড়িয়ে আছে কিনা তা না জানা গেলেও দেশজুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নানা ধরনের আত্র(মণের বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে এই ঘটনাটিকে দেখছে এই কনভেনশন।

প্রকৃত দোষীরা আজও অধরা। কিন্তু, রাণাঘাটবাসীর (ো ভ-বি(ো ভ ও প্রতিবাদকে দমন করতে কামদুনীর মতো এখানেও সরকার ও পুলিস সমান সত্রি(য় বলে মনে করছে এই কনভেনশন এবং তাদের কাছে প্র(রাখছে ঃ কাদের আপনারা সাহস যোগাতে চাইছেন - তোলাবাজ-দুর্বৃত্ত ও ধর্ষকদের নয় কি?

রাণাঘাটের ঘটনা সরকারের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে নদীয়া জেলার পুলিস কতটা অপদার্থ। এই কনভেনশন তাই মনে করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মানুষের নিরাপত্তা দেবার (মতা জেলার বর্তমান পুলিশ প্রশাসনের নেই। এই প্রশাসনের পরিবর্তন ও সংস্কার জ(রি। তাই, এই ল(্যে আজকের কনভেনশনে উপস্থিত সকলের অনুমোদনের জন্য নীচের প্রস্তাবনা রাখা হচ্ছে ঃ

প্রস্তাবনা

১) ১৪ মার্চ ২০১৫ এর নারকীয় ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনায় জড়িত প্রত্যেক ত্রি(মিনালকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তকারী ও সারাজীবন জেলবন্দী থাকার শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) ১৪ মার্চ ২০১৫ এর ভোর রাতে রাণাঘাটে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর মিশন গেট (দয়াবাড়ী) সংলগ্ন গাঙনাপুর থানা-র অধীন ডন বসকো পাড়ায় কনভেন্ট অফ জীসাস এ্যান্ড মেরী হাইস্কুলে নারকীয় ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনার সপ্তাহখানেক আগে থেকেই ত্র(মাগত হুমকি পাচ্ছিল স্কুল কর্তৃপ(। তারা লিখিতভাবে গাঙনাপুর থানাকে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও থানা কোনো রকম সত্রি(য়তা দেখায়নি, দেখালে অন্তত এরকম দুর্বিসহ অত্যাচারের ঘটনা ঘটত না।

এ জন্য দোষী পুলিসের শাস্তি চাই।

৩) ১৪ মার্চ ২০১৫ এ নারকীয় ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনা ঘটে যাবার পরেও যখন স্থানীয় জনসাধারণ ও স্কুল কর্তৃপ(বারেবারে রাণাঘাট ও গাঙনাপুর থানা দুটির কাছে অভিযোগ জানিয়ে সহায়তা চায় কিন্তু পুলিশী সত্রি(য়তার কোনো পরিচয় পান নি তারা।

এই মজ্জাগত নিষ্ি(য়তার জন্য দায়ী পুলিস আধিকারিকদের চিহ্নি(ত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

৪) জেলা পুলিশ, সি.আই.ডি কেউই এখনো পর্যন্ত একজনও প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু অসমর্থিত মতে প্রায় ৩০ জন সাধারণ মানুষকে থানায় নিতান্তই সন্দেহবশে এবং বেআইনীভাবে আটক রাখা হয়েছে। পুলিশকে মুখর(ার তাগিদে এই অবৈধ আটকের খেলা বন্ধ করতে হবে।

এই ঘটনায় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে প্রতিবাদী নাগরিকদের উপর সাজান মামলাগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

৫) একদিকে আদ্যন্ত পুলিশী নিষ্ি(য়তার দ(ণ রাণাঘাটে ঘটে গেল সারা ভারতের প(লজ্জাজনক খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের মতো ঘটনা, অন্যদিকে দেখা গেল ১৬ মার্চ রাতে পশ্চিমবাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে এই ঘটনায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে তাঁর রোষানলে পড়লেন কচিকাঁচা ছাত্রের দল, তাদের অভিভাবকবৃন্দ ও গ্রামবাসীরা। তিনি তিলেক সময় নষ্ট না করে পুলিশের উদ্দেশ্যে মেসেজ রাখলেন— চত্র(ান্তকারী বিরোধী রাজনীতিকদের ও প্রতিবাদী কিশোর-যুবাদের চিহ্নি(ত করে তাদের বি(দ্ধে আইনী (!!!) ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে।

তারপর থেকে রাণাঘাটে চলছে পুলিশী হুমকি, জুলুম, উইচ-হ্যান্টিং এর নারকীয়তা। অবিলম্বে পুলিশের এই জাতীয় বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

৬) এলাকাবাসী ও রাজ্য সরকারের দাবি ছিল রাণাঘাট কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ঐ দাবি প্রত্যাখান করেছে। এই কনভেনশন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অযৌত্তি(ক ও উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করছে এবং তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

পরিশেষে, এই কনভেনশন রাজ্যের প্রতিটি মানবাধিকার সচেতন নাগরিকের কাছে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ অধিকার আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান রাখছে কারণ সরকারের ল(্য হল নাগরিক তথা নারী সমাজের মর্যাদা ও প্রতিবাদকে ত্র(মাগত উপে(া করে চলা।

তথ্যানুসন্ধান- ৩

তদন্ত রিপোর্ট হিন্দমোটর

১৮ জানুয়ারী ২০১৬ এপিডিআর উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখা ও হুগলী জেলা কমিটি, এ আই সি সি টি ইউ, গণমঞ্চ, নাগরিক সমন্বয় ও আই এফ টি ইউর সঙ্গে যৌথভাবে হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিক-কর্মচারি আবাসনের বাসিন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

বর্তমানে ৫০০টি পরিবার আবাসনে রয়েছেন। কারখানাটি ২৪মে থেকে বন্ধ। ৩ ডিসেম্বর আবাসনের বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের দীর্ঘ আন্দোলনের পর প্রশাসনের প(থেকে তা আবার চালু করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা ঠিকমত পালন করা হচ্ছে না। দিনে মাত্র আড়াই ঘন্টা জল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তা পানের অযোগ্য। বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে মাত্র এক ঘন্টা। এতে বিশেষত শি(ার্থীদের বড়ই (তি হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাও বেহাল হয়ে পড়েছে। বাসিন্দারা নিরাপত্তারও অভাব বোধ করছেন। সমিতি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে বাসিন্দাদের সুস্থ জীবনযাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

মৌলবাদ মাত্রই বিপজ্জনক

ভারতে কোন মৌলবাদ বেশী বিপজ্জনক - হিন্দু না মুসলিম? প্রশ্নটাতো সহজ এবং উত্তরও তো জানা

মালদহ জেলার চাচল-এ একটা ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে বাতিল করে দেওয়া হল, কারণ ঐ ম্যাচে মুসলিম মেয়েদের হাফ্প্যান্ট পরে ফুটবল খেলার কথা ছিল। হাফপ্যান্ট পরে মুসলিম মেয়েদের ফুটবল খেলাটা শরিয়ত বিরোধী। কাজেই মৌলবীরা ফরমান জারি করলেন, এ খেলা চলতে পারে না। মেয়েরা হাজার চোখের সামনে হাফ্প্যান্ট পরে ফুটবল খেলবে? অসম্ভব। সুতরাং স্থানীয় প্রশাসনের মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ। আর একটি ঘটনা মেটিয়াবু(জে। কাগজে খবরের শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে ঘটনাটা বাংলাদেশের। গত ১৬ মার্চ একটি মাদ্রাসায় ঢুকে সেখানকার হেডমাস্টার কাজি মাসুম আখতারকে কয়েকজন ব্যত্তি(প্রচন্ড গালিগালাজ শু(করে। মাসুম সাহেবের অপরাধ, তিনি নিয়মিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইসলাম বিরোধী লেখা লিখে থাকেন। দুস্কৃতিকারীরা মাসুমকে কিল-চড়-ঘুসি মারে, লোহার রড দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের খবর পুলিশের সামনেই তারা এই ঘটনা ঘটায়।

উপরের দুটি ঘটনাতেই পুলিশ-প্রশাসন মুসলিম মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে যা ভবিষ্যতে হিন্দু মৌলবাদীদের আগ্রাসী হতে সাহায্য করবে। আমরা ঘটনা দুটির তীব্র নিন্দা করছি। সংখ্যাগু(র মৌলবাদ বেশী বিপজ্জনক হলেও সংখ্যালঘুর মৌলবাদকেও নিন্দা করতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান- ৪

আলু চাষীদের আত্মহত্যা

সম্প্রতি হুগলী জেলা সহ রাজ্যে বেশ কয়েকজন কৃষক আলুচাষ করে বিক্রি(করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। রাজ্য সরকার ও কৃষিমন্ত্রী এগুলিকে ফলনের দাম না পেয়ে চাষীর আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ। কোথাও পারিবারিক কলহ, কোথাও নেশাকে আত্মহত্যার কারণ হিসাবে দেখতে পায় সরকার এবং শাসকদলের কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষীদের সাম্প্রতিক আত্মহত্যার বিষয়টি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গত ১৮ই মার্চ, ২০১৫,এপিডিআর হুগলী জেলা কমিটির একটি তথ্যানুসন্ধানী দল আরামবাগ মহকুমার খানাকুল অঞ্চলে তথ্যানুসন্ধান করে।।

পটভূমিকা ঃ সমগ্র ভারতবর্ষে আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়, উত্তরপ্রদেশের ঠিক পরেই। উৎপাদিত আলুর ৭৫ শতাংশ ভাগ আসে হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি থেকে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ আলু উৎপাদিত হয় শুধুমাত্র হুগলীতেই। ২০১৪ সালের উৎপাদন মাত্রা ৮৫ ল(টন থেকে ২০১৫ সালে বেড়ে হয়েছে ১২০ ল(টন। গত বছর যেখানে ৪ ল(হেক্টর জমিতে চাষ হত এবছরে ১০ শতাংশ বেড়ে তা হয়েছে ৪.৫ ল(হেক্টর। বিঘা প্রতি বীজের খরচ গত বছরের থেকে প্রায় ১৫০০ টাকা বেড়েছে এবছরে। আলুর অত্যাধিক ফলন এবং একই সাথে অন্যান্য প্রদেশ থেকে আলুর চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আলুর দাম কমেছে। অত্যাধিক ফলন এবং সেইসাথে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওরিশা এবং অসমে শীতকালে আলু বিক্রি(কম হওয়াতে যেখানে সেখানে আলু স্তূপিকৃত হয়ে পড়ে আছে এবং তা আলুর দামকে প্রভাবিত করেছে। আলু ব্যবসায়ীরাও আলুর দাম আরও কমবে বলে অপে(া করে আছে। স্থানীয় বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির প্রতিক্রি(য়ায় দুবছর ধরে মমতা ব্যানার্জীর সরকার অন্যান্য প্রদেশে আলু সরবরাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলস্বরূপ ঐসব প্রদেশ থেকেও তীব্র প্রতিক্রি(য়া দেখা যাচ্ছে। ওরিশায় প্রতিদিন প্রায় ২৫০০-৩০০০ টন আলুর প্রয়োজন যার বেশির ভাগটাই আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের এহেন অঘোষিত লাগামে গত জুলাই, আগষ্ট মাসে বর্ষার মধ্যে ওরিশা সাংঘাতিক আলু সঙ্কটে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য প্রতিবেশী ওরিশা এবং অসম বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করে রাজ্যের আলু চাষে উন্নতির চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গের ৪৩৫টি হিমঘর (যার ধারণ(মতা ৬৩ ল(টন)এর মধ্যে, ৩৮৬টি হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং জলপাইগুড়িতে অবস্থিত। পাঁচটি জেলার সমস্ত হিমঘরগুলির মোট ধারণ(মতা ৫৩ ল(টন। সারা পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত হিমঘরগুলিতে যদি শুধু আলুই রাখা হত তাহলেও মোট উৎপন্ন আলুর ৫০ শতাংশ চাষীদের নিজেদের কাছেই রাখতে হত। চলতি বাজারে একটা ৫০ কেজি আলুর বস্তার দাম ১১০ টাকা দরে ১ বিঘা জমিতে উৎপন্ন আলু (প্রায় ১২০টি বস্তা) থেকে আসবে ১৩২০০ টাকা, যেখানে এই উৎপাদনের খরচ প্রায় ২৩১৩০ টাকা। এছাড়া প্রচুর ভূমিহীন কৃষক আছে যারা বিঘাপ্রতি ৮০০০ টাকা হিসাবে জমিদারদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেয় আলু ও তিল চাষের জন্য। এদের জন্য এই উৎপাদন খরচ দাঁড়াবে ৩১,১৩০ টাকা । জমি মালিকদের এখানে মনে রাখা দরকার ভাগ চাষ অথবা বর্গা এখন নেই বললেই চলে।

আলু উৎপাদনের অর্থনীতি ঃ

প্রতি বিঘায় আলু উৎপাদনের খরচ ঃ

১)	ট্রাক্টর ভাড়া	১৭ টাকা প্রতি মিনিট হিসাবে ১ ঘন্টা ১০২০/-
২)	ডি.এ পি	১৫০০ টাকা প্রতি ১০০ কেজি হিসাবে ২০০ কেজি ৩০০০/-
৩)	পটাশ	১২.৫০ টাকা প্রতি কেজি হিসাবে ৬০ কেজি ৭৫০/-
৪)	ইউরিয়া	৪০০ টাকা প্রতি ১০০ কেজি হিসাবে ২০০ কেজি ৮০০/-
৫)	বীজ	৩০০০ টাকা প্রতি ব্যাগ হিসাবে ৩ ব্যাগ ৯০০০/-
৬)	সেচের জল	১১০০/-
৭)	বীজবপন এবং যত্ন	৬৮০/-
৮)	কীটনাশক	১৫০০/-
৯)	ভিটামিন	১২০/-
১০)	ফসল তোলা	১৫ টাকা প্রতিবস্তা হিসাবে ১২০ বস্তা ১৮০০/-
১১)	পরিবহনের খরচ	৩৩৬০/-
		২৩১৩০ টাকা

আত্মহনন

আলু চাষীদের আত্মহননের ঘটনা

সংখ্যা	তারিখ	নাম	ঠিকানা	জেলা
১	৪.০৩.১৫	রবীন মান্না	মান্নাপাড়া, শ্যামপুর, পুরশুড়া	হুগলী
২	১০.০৩.১৫	স্বপন কুন্ডু	কেতেডালে, খানাকুল-২	হুগলী
৩	১০.০৩.১৫	গুড্ডু মুর্মু	ছাতিমডাঙ্গা,ভাতার	বর্দ্ধমান
৪	১২.০৩.১৫	গণেশ সোরেন	সাঙ্কো, গলসি	বর্দ্ধমান
৫	১৩.০৩.১৫	রিত্ত(া দলুই *	আস্কান্দা, আনন্দপুর	পশ্চিম মেদিনীপুর
৬	১৪.০৩.১৫	কৃষ(া সর্দার	কোদাপাড়া, সিমলান, কালনা-১	বর্দ্ধমান
৭	১৫.০৩.১৫	তপন জানা	মাথাপাড়া, রায়পুর, খানাকুল-১	হুগলী
৮	১৬.০৩.১৫	সঞ্জয় কুকরি	মালপাহাড়পুর, নাইতা-মালপাহাড়পুর	হুগলী
৯	১৭.০৩.১৫	মঙ্গলা রায় *	কোতুলপুর	বাঁকুড়া
১০	২০.০৩.১৫	রতন সর	শশাঙ্গ, খন্ডঘোষ	বর্দ্ধমান
১১	২০.০৩.১৫	অ(ণ ধাড়া	জয়পুর	বাঁকুড়া
১২	২১.০৩.১৫	অতুল প্রসাদ লেট	চকদিঘি, জামালপুর	বর্দ্ধমান
১৩	২১.০৩.১৫	বিজয় হাঁসদা	শিব্রামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা-২	বর্দ্ধমান
১৪	২২.০৩.১৫	অনুপ ঘোষাল	ভবানীপুর পঃ	মেদিনীপুর
১৫	২৫.০৩.১৫	নিত্যগোপাল বর্মন	ফাটাকতাড়ি,	জলপাইগুড়ি
১৬	২৬.০৩.১৫	ভবেশ রায়	হাঁসপুকুর	মালদা
১৭	২৬.০৩.১৫	সনাতন বিশ্বাস	যশোডাঙ্গা	আলিপুরদুয়ার
১৮	২৯.০৩.১৫	ফড়িং ঘোষ	গোলঘর	মালদা

* যথাত্র(মে আলুচাষী জগন্নাথ দলুই এবং মহাদেব রায়ের স্ত্রী।

আত্মহননকারী ঃ-

তপন জানা ঃ- আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ২নং ব্লকে রায়পুরের মাঠপারার তপন জানা ২০১৫ সালে ১৫ই মার্চ রাতে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এপিডিআর তথ্যানুসন্ধানী দলটি তার বাড়ীতে গিয়ে তার স্ত্রী পূর্ণিমা জানা, বাড়ীর অন্যান্য লোক, গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েত সদস্য মান্তু জানার সঙ্গে দেখা করে। বিঘা প্রতি ৮৫০০/- হিসাবে দেড় বিঘা জমি ৭ মাসের জন্য ইজারা নিয়েছিল তপন জানা। নিজের এবং ইজারা নেওয়া জমি মিলিয়ে মোট ৪ বিঘা জমিতে সে আলু চাষ করেছিল। আলু বিক্রী করে সে এই ধার শোধ করতে পারবে না বুঝে নিজের জমিতে আলুর গাদার পাশে কীটনাশক (মেটাসিড) খেয়ে আত্মহত্যা করে। এইসব কথোপকথনের সময় APDR জানতে পারে, ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে MGNREGS প্রকল্পে কাজ করার দ(ন তপন জানা এবং পূর্ণিমা জানার প্রাপ্য ১৮ দিনের মজুরী তারা পায়নি। মান্তু জানা (পঞ্চায়েত সদস্য এবং MGNREGS-এর তত্ত্বাবধায়ক) বিষয়টি স্বীকার করেন এবং জানান যে কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর থেকে এই সমস্যাটি তৈরী হয়েছে। APDR-এর ধারণা একই লোক একসঙ্গে দুটো ভূমিকায় - পঞ্চায়েত সদস্য এবং MGNREGS-এর তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারে না।

আরও জানা গেল মৃত তপন জানা 'ASPEN' নামক একটি পুঁজি সংস্থায় ৭৫০০০ টাকা রেখেছিল। এই সংস্থার প্রতিনিধি শ্রী অমর সামন্তর সঙ্গে এপিডিআর প্রতিনিধিরা কথা বলে এবং মৃত তপন জানা ও তাঁর স্ত্রীকে তাদের প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিতে বলে। গ্রামবাসীরা এপিডিআর প্রতিনিধিদের জানায় এই 'ASPEN' সংস্থাটি গ্রাম থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এপিডিআর -এর আশঙ্কা এরা কেউই তাদের টাকা ফেরৎ পাবে না কারণ সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে।

স্বপন কুন্ডু ঃ- আরামবাগের খানাকুল ২ নং ব্লকের কেতেদলের স্বপন কুন্ডু তাঁর বাড়ীর কাছে একটি গাছে গলায় দড়ি দেন ১০.৩.১৫ তারিখে রাতে। এপিডিআর তাদের বাড়ীতে গিয়ে মৃতের স্ত্রী শ্রীমতী শিখা কুন্ডু এবং তাদের বড় ছেলে সৌমেন কুন্ডু র সাথে কথা বলে। তাদের বক্ত(ব্য অনুযায়ী মৃত স্বপন কুন্ডু রঞ্জিত বাটি কেতেদল কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের কাছ থেকে দুটি যথাত্র(মে ৭৪০০০/- এবং ৩২৫০০/- ঋণ নেয় আলু এবং বোরো চাষের জন্য। নিজের পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন। আলুর দাম পড়ে যাওয়াতে ঋণশোধের কোনো উপায় না দেখে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এপিডিআর দলটি খানাকুল ২নং ব্লকের বি.ডিও -র সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

কয়েকজন আলু ব্যবসায়ী এবং হিমঘর মালিকদের সঙ্গেও দেখা করা যায়নি।

সরকারী প্রচেষ্টা ঃ- সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, হুগলী জেলার ৪১৩টি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সংস্থা ৫.৫০ টাকা দরে ২৫৫৭.৪৪ টন আলু ৪ সপ্তাহের মধ্যে সংগ্রহ করবে।

বাঁকুড়া জেলাশাসক নেবে ১৪০০ টন আলু। এও বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার ২ ল(টন পর্য্যন্ত আলুর আন্তঃপ্রদেশ রপ্তানির (ে ত্রে প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা নেবে। ১০ কোটি টাকার একটি তহবিলও গঠন করা হয়েছে পরিবহনের ভর্তুকি দেবার জন্য।

যদিও কিছু কিছু গ্রামবাসী বলেছিলেন যে তাঁরা শুনেছেন যে সরকার আলু সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা এপর্যন্ত শোনা যায়নি।

এটা জানা গেছে যে কোনো কোনো ব্লকে ২৫০/- টাকার বস্তা অর্থাৎ ৫/- টাকা কেজি দরে আলু সংগৃহীত হয়েছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সরকারী ঘোষণা থাকলে আত্মহননের সম্ভাবনা কিছুটা কমত। ১ বিঘা জমিতে ১২০ বস্তা আলুর ফলন হয়েছে ধরলেও কেজি প্রতি আলুর উৎপাদন মূল্য ৫ টাকার বেশী। ফলে সরকারের দেওয়া দামও খরচের থেকে কম।

এও ল(্য করা গেছে যে সংগৃহীত আলু বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য আশা করি, সরকার কৃষকদেরও ভর্তুকির ব্যবস্থা করবেন তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে। যদিও সরকার যে পরিমাণ আলু ত্র(য় করার কথা ঘোষণা করেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম।

পর্যবে(ণ - প্রায় ৫০ ল(টন আলু কোনোরকম বন্দোবস্ত ছাড়াই কৃষকদের কাছে থেকে গেছে, সরকার যেটুকু আলু সংগ্রহ করেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য—এতে কৃষকদের কোনো সুবিধাই হবে না। সরকারের উচিত পাইকারী বিত্রে(তাদের সাহায্যে কৃষকদের কাছে পড়ে থাকা সব আলু কিনে খুচরো বাজারে নিয়ন্ত্রিত দামে বিত্রি(র ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে পাইকারি ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য করা, যে পর্যন্ত না তারা সমস্ত আলু বিত্রি(করতে পারছে। উৎপাদনের খরচ কমানোর জন্য যে সব উপায় আছে সরকারের উচিত সেগুলি গ্রহণ করা— যেমন, রাজ্যের মধ্যেই উন্নত বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা যাতে কৃষকদের উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে চড়া দামে বীজ সংগ্রহ করতে না হয়, শস্য নষ্ট হওয়া কিম্বা দাম পড়ে যাওয়ার মত ঘটনার জন্য বিমার ব্যবস্থা করা, ভূমিহীন চাষীদের জন্য ঋণদানের সংস্থার ব্যবস্থা করা যাতে তারা সুদখোরদের হাতের শিকার না হয়। যা কিছু অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সবটাই চাষীদের জন্য আর জমির মালিকরা কোনোরকম ঝুঁকি ছাড়াই লাভের মুখ দেখবে। এই কারণেই ভূমিহীন চাষীদের জন্য ঘটনাটা খুবই গু(ত্বপূর্ণ এবং দুর্ঘটনার হারও এ(ে ত্রে বেশী। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল কৃষকের আত্মহত্যা রাজ্য সরকার মানতে চাইছে না। কৃষিমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বাস্তবতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে চান তাহলে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল লেগে যাবে। কৃষিতে কৃষকের ঘাড়ে যে অনিশ্চয়তা ও সংকট তার মোকাবিলা করার জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন। কৃষকের পাশে দাঁড়ানো সরকারের দায়িত্ব। রোগটাকে সারাতে চাইলে আগে রোগটাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

আলুর দামের এই হঠাৎ ওঠা-পড়া, বিশাল সংখ্যক কৃষককে 'জ্যোতি' আলুর বদলে 'আটলান্টা' নামক বিশেষ জাতের আলু চাষের

দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করছে। এই বিশেষ আলু সাধারণত 'আলু ভাজা' তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। একবস্তা 'জ্যোতি' আলুর দাম ১০০ টাকা হলে পেপসিকো কোম্পানী 'আটলান্টা' আলু চাষের চুক্তি(বদ্ধ চাষীদের দিচ্ছে ৩০০ টাকা, পেপসিকো আগে থেকেই আলুর এই দাম নির্ধারণ করছে। পেপসিকোর ফ্রিটো-লে ২ ল(টন আলু নেয় যার ৬০,০০০ টন পশ্চিমবঙ্গ একাই যোগান দেয়। এই ঘটনায় আর একটা বিপদ হ'ল কৃষি ব্যবস্থায় এই ধরনের চুক্তি(র সমর্থকরা স্বাধীন কৃষকদের হতাশাকে হাতিয়ার করে, কৃষি চুক্তি(র ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলে। কৃষি বিপণন আইনের বদল ঘটিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষি বাজারে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এখন ছোট চাষীদের পাশে না দাঁড়িয়ে কি তবে কৃষকদের চুক্তি(চাষের কাছে আত্মসমর্পণের প্রক্রি(য়াকে সহযোগিতা করতে চাইছে ?

তথ্যানুসন্ধানী দল ঝন্টু পাকড়ে, গোরাচাঁদ মণ্ডল, দেবাশীষ ভুঁই , বাপী দাশগুপ্ত, অরিজিৎ গাঙ্গুলী, জয়দেব দাস, সঞ্জীব আচার্য

তথ্যানুসন্ধান- ৫

পুরভোটে শাসক দলের সন্ত্রাস

২৫ এপ্রিল, ২০১৫ আসন্ন পৌর নির্বাচন উপল(ে বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিরোধী প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ২৩ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ দুপুর পর্যন্ত ভয়ঙ্কর হাড় হিম করা তান্ডব চালায়। এই বিষয়টিকে নিয়ে এপিডিআর বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখা তথ্যানুসন্ধান করে।

পর্যবে(ণ ১ বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ২১নং ওয়ার্ডের মহিলা সিপিআই(এম) প্রার্থী শিবানী দাশগুপ্তর পলাশপুরের বাড়ি আক্র(মণ করে ২৩ মার্চ, রাত বারোটা কুড়ি মিনিট নাগাদ। ১০টি মোটর সাইকেলে প্রতিটিতে ৩ জন করে ৩০ জন দুস্কৃতি বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। প্রথমেই অশ্রাব্য গালি-গালাজ শু(করে। তার ইলেকট্রিক মিটারটি ইট দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। বাইরে টালি এবং অ্যাসবেস্টাসের দুটি চালায় অজস্র থান ইট ছুড়ে ভেঙে দেয়। জানালার কাচ, বাথ(মের দরজা, ছাদের ঘরের একপাল্লার শক্ত(দরজা তীব্র আঘাতে ভেঙে দেয়। প্রায় সত্তরটি ফুলের টব ভেঙে দেয়। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করলে স্বামী-পুত্রকে খুন করে ফেলবে এই বক্ত(ব্য অকথ্য গালাগালির সঙ্গে জড়িয়ে হুমকি দিতে থাকে। দশ মিনিটের তান্ডবে প্রার্থীর বাড়ি সমেত গোটা পাড়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। সমস্ত পাড়ার বাড়ির বাইরের লাইট জ্বলে উঠলেও কেউ বেরোতে সাহস করেনি। ১০ মিনিটের তান্ডব করে দুষ্কৃতিরা চলে যায়। তান্ডব চলাকালীন থানায় ফোন করলে ১০ মিনিট এর মধ্যে পুলিশ ভ্যান উপস্থিত হয়। ভোর পর্যন্ত ২ জন পুলিশ পাহারায় থাকে। ২৪ মার্চ রাতেও মোটর সাইকেল বাহিনী টহল দিতে থাকে, সঙ্গে ফোনে হুমকি চলতে থাকে। ২৫ মার্চ শিবানী দাশগুপ্ত সিপিআইএম নেতাদের নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। ২৬ মার্চ পুলিশ বলে অভিযোগপত্রটি এফআইআর হিসেবে গণ্য হয়েছে। এফআইআর কপিতে শুধুমাত্র ফুলের টব ভেঙেছে বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ।

পর্যবে(ণ ২ ১৫ নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী ইন্দ্রনীল বি(াস (রাণা)। ২২ মার্চ রাত ১টায় ত্রিবেণী মনসাতলার বাড়ি আক্র(মণ করে। প্রথমে প্রার্থীর বাড়ি চিনতে না পেরে উল্টোদিকের অন্য একটি বাড়িতে থান ইট ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে দেয়। ইন্দ্রনীলের দরজা জানালা ভেঙে দেয়। গ্রিল ঘেরা বারান্দায় রাখা মোটর সাইকেল থান ইট দিয়ে মেরে মেরে থেতলে দেয়। জানলা দিয়ে থান ইট ছুড়ে মারলে ইন্দ্রনীলের বৃদ্ধা মায়ের গায়ে লাগে। আমরা ২৪ মার্চ দুপুরে প্রার্থীর বাড়ি যাই। বাড়িতে অনেকগুলি তালা লাগানো ছিল। ফোনে যোগাযোগ করলে ইন্দ্রনীল বলে, তাঁরা পুরো পরিবার অন্যত্র আত্মগোপন করে আছেন। আমরা চলে আসার ১ ঘন্টা পর ইন্দ্রনীলের বাড়িতে যায় প্রায় ৩০/৪০ জনের মোটর সাইকেল বাহিনী। এখানেও নাম প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে অকথ্য গালি-গালাজ দেয় সর্ব(ণ।

১৫ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতেই দেয়নি তৃণমূলের দুস্কৃতিরা। কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।

পর্যবে(ণ ৩ ২৪ মার্চ, রাত্রি ১টায় তৃণমূল দুস্কৃতিরা ২২ নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী অজিত মালোর বাড়ি একই কায়দায় ভাঙচুর ও প্রাণনাশের হুমকি সহ প্রচন্ড গালি-গালাজ চলে।

ঐদিন রাত ২টো নাগাদ ১৬নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম ও বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি একই কায়দায় আক্র(মণ করে। কংগ্রেস প্রার্থীর পাঁচিলও ভেঙে দেয়। এখানেও ১০/১২টি মোটর সাইকেল করে আসে দুষ্কৃতিরা।

২৫ মার্চ, রাত ১টা নাগাদ আক্র(ান্ত হন ১৬ নং ওয়ার্ডের পরিচিত কংগ্রেস প্রার্থী শংকর বি(াস। বাড়ির পাঁচিল, দরজা একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়। সঙ্গে চলে অকথ্য গালি-গালাজ জড়িয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের হুমকি।

পরদিন ২৬ মার্চ, রাস্তা অবরোধ হলে পুলিশ বাহিনী আসে। দুস্কৃতিদের পরিচয় দিয়ে স্লোগানও চলে সাধারণ মানুষের। পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে অবরোধ তুলে চলে যায়।

ঐদিন ১৭নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ দাসের বাড়িও ভাঙচুর হয়।

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটে ১২নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম -এর প্রার্থী অধ্যাপক সুশান্ত ভট্টাচার্য্যর নাম প্রত্যাহার নিয়ে। ২৮ মার্চ, অধ্যাপক কর্মস্থল হরিপাল কলেজে গেলে কলেজ থেকে ধাক্কা-ধাক্কি করে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। অধ্যাপক কোনক্র(মে পালিয়ে চলে আসেন। লুকিয়ে তিনি শ্বশুর বাড়ি বর্ধমানে এলে দুস্কৃতিরা তাঁকে বর্ধমানে ধরে ফেলে সেখান থেকে চার চাকার গাড়িতে তুলে সোজা চুঁচুড়া এসডিও অফিস। ক্যামেরা ঘরের বাইরে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দুস্কৃতি বাহিনী। অন্যদিকে ভিতরে স্ব-ইচ্ছায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করতে হয়েছে ত্রিবেণী অঞ্চলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিপিআইএম -এর সুশান্ত ভট্টাচার্য্যকে।

তৃণমূল দুস্কৃতিদের হাড়হিম করা সন্ত্রাসের ফলে সিপিআইএম নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১ ও ২২ নং ওয়ার্ড থেকে।

বিজেপি প্রত্যাহার করেছে ২১, ২২ নং ওয়ার্ডে ১৫, ১৭ তে মনোনয়ন জমা করতেই দেওয়া হয়নি।

কংগ্রেস নাম প্রত্যাহার করেছে ১৫, ১৭, ২২, ১৮ নং ওয়ার্ডে।

নাম প্রত্যাহারের পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তৃণমূল প্রার্থীরা জিতেছে ১৫, ২২, ১৮ নং ওয়ার্ডে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় ঃ গত তৃণমূল পৌর বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের ৭ এবং ১৭নং ওয়ার্ডে লুম্পেনরা গোঁজ নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। দু'জনকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ২১নং ওয়ার্ডেও একই কায়দায় শাসক দলের বি(দ্ধে গোঁজ প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

গত পৌরনির্বাচনে তৃণমূল পৌরবোর্ড গঠন করলেও এলাকার লুম্পেন বাহিনী পৌরসভা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এবারের লুম্পেন বাহিনী তাদের মনোনীত প্রার্থী যে সমস্ত ওয়ার্ডে মনোনয়ন পায়নি সে সমস্ত ওয়ার্ডে গোঁজ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে জোড়া পাতা চিহ্নে। এই তালিকায় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানও বাদ যায়নি। তৃণমূল দল ও পৌর অঞ্চলের সরকারি, বেসরকারি সহ সমস্ত আর্থিক উৎসগুলি লুম্পেন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার দূর অস্ত এলাকার মানুষ ভাবছে প্রাণে বাঁচাটাই অনেক। সোয়াইন ফ্লু -এর মুখ চাপাটি এখন মোটর সাইকেল বাহিনীর মুখে লেগেছে।

বাঁশবেড়িয়া পৌর অঞ্চল মগরা থানার অধীন। আমরা এপিডিআর ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখার সদস্যরা মগরা থানায় গিয়েছিলাম ২রা মার্চ সকাল সাড়ে দশটায়। থানার ওসি সুখময় চক্র(বর্তী'র সঙ্গে আমরা আধ ঘন্টার বেশী সময় কথা বলি। আমরা জানাই, ''২২ মার্চ, রাত থেকে পৌর নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার নিয়ে শাসক দলের দুস্কৃতিরা ভয়াবহ সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে পৌর অঞ্চল জুড়ে। ঐ সন্ত্রাস ও মোটর সাইকেল বাহিনীর দাপটে জন জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং ওসি হিসেবে নিয়ম শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটায় আপনি দায় অস্বীকার করতে পারেন না। সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রি(য়া বিপর্যয়ের মুখোমুখি এবং এই পরিপ্রে(িতে আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?'' এর উত্তরে ওসি সুখময় চক্র(বর্তী জানান, ''আমরা গত ৫/৬ রাত প্রায় জেগে পুলিশি টহলদারি জারি রেখেছি এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি।'' কতজন ও কাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলেননি। আইনশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রি(য়া যে ব্যহত হয়েছে ওসি হিসেবে এ দায় তিনি স্বীকার করেছেন। পুলিশি সর্তকতা সঠিক থাকলে এ ঘটনা কি এড়ানো যেতো? এর উত্তরে তিনি বলেন আমরা এক জায়গায় গেলে দুস্কৃতিরা অন্য জায়গায় আক্র(মণ করেছে। যথেষ্ট সংখ্যক বাহিনী না থাকাটাও একটা সমস্যা একথা বলেছেন। প্রথম দুদিনের পর কি দুস্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল না? উত্তরে ওসি জানান, সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস কেউই অভিযুক্ত(র নাম লিখিতভাবে দেয়নি এটাও একটা সমস্যা। আমরা মানুষের ভীতি আশংকার কথা বললে - উনি পরিকাঠামোজনিত সমস্যার কথা বলে দায় স্বীকার করেছেন।

মোটর সাইকেলে বাহিনীর সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনকে বন্ধ করার জন্য আমরা জোরালো দাবী জানাই। ওসি মোটর সাইকেল বাহিনীর বিষয়টি দেখবেন এবং বন্ধ করতে চেষ্টা করবেন বলেছেন।

মোটর সাইকেল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গাড়িগুলিকে আইনগত ভাবে পর্যবে(ণ করার প্রস্তাব দিই। ওসি এই প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করে পদ(প নেবেন বলেছেন।

এরপর আমরা লিখিত Deputation জমা করে দিই।

তথ্যানুসন্ধানী দল - সত্যনারায়ণ পাল, স্বপন সেনগুপ্ত, অসীম দে, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব দাস।

এপিডিআর ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া শাখা

তথ্যানুসন্ধান-৬

নকশালবাড়িতে এস এস বি-র গুলিতে গ্রামবাসীর মৃত্যুর বিচার চাই

গত ৫ জানুয়ারী ২০১৫, দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি থানার তোতারাম জোতে আধাসামরিক বাহিনী এস এস বি বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা ও চারজনকে আহত করে।

নিহত ব্যক্তি(র নাম সুকোমল রায়। আহতরা হলেন মহ সুলতান, মেহেরজান খাতুন, মহ সাদির আলম ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মহ খালেক। এরা সকলেই দরিদ্র, খেটে-খাওয়া মানুষ।

এপিডিআর শিলিগুড়ি শাখা এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে ঘটনার দিন বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এস এস বি জওয়ানরা একটি মাঠে কিছু গ(চরছে দেখে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই সেগুলি আটক করতে শু(করে। গ(র মালিকরা এসে কেন তারা (জওয়ান) এরকম করছে জানতে চাইলে তারা হঠাৎ প্রথমে শূন্যে গুলি চালায় এবং তারপর তাদের ল(্য করে গুলি চালাতে শু(করে। প্রায় ২৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। আহতদের ফেলে রেখেই জওয়ানরা গ(গুলি নিয়ে চলে যায়। স্থানীয় মানুষ আহতদের নকশালবাড়ি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে সুকোমল মারা যান। একটি গুলি তাঁর পেছন থেকে তলপেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এই জঘন্য ঘটনার পর এস এস বি গ্রামবাসীদের বি(দ্ধেই নকশালবাড়ি থানায় এফ আই আর করে। মেহেরজান খাতুনের ছেলেও এস এস বির বি(দ্ধে একটি এফআইআর করেছেন। থানার আইসি এপিডিআরকে জানান যে ওই এলাকায় রেইড করতে যাচ্ছে বলে এস এস বি আগে থেকে থানায় কিছু জানায়নি। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, এস এস বি -র দাবি তারা কেবল বাতাসেই গুলি ছুঁড়েছিল। নিহত ও আহতদের গায়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা দুস্কৃতিদের গুলি লেগেছিল।

পর্যবে(ণ

১) বিনা প্ররোচনায়, অন্যায়ভাবে গুলি চালানো হয়েছে। পরিস্থিতি একেবারেই শান্তিপূর্ণ ছিল।

২) এস এস বি জওয়ানরা গুলিচালনার আগে বাধ্যতামূলক সতর্কবাণী দেয়নি।

৩) তারা গুলি চালানোর আগে লাঠিচার্জ বা অন্য কিছুই করেনি।

৪) তারা আহতদের হাসপাতালেও নিয়ে যায়নি।

৫) এত বড় একটা রেইড করতে যাওয়ার আগে তারা পুলিশকে কিছুই জানায়নি।

সমিতি দাবি করেছে

১) সরকারকে নিহত ব্যক্তি(র স্ত্রীকে যথোপযুক্ত((তিপূরণ দিতে হবে।

২) নিহত ব্যক্তি(র স্ত্রী যাতে তাঁর সন্তানদের প্রতিপালন করতে পারেন তার জন্য সরকারকে তাঁর স্থায়ী চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) আহত ব্যক্তি(দের উপযুক্ত((তিপূরণ দিতে হবে এবং তাঁদের সম্পূর্ণ চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৪) ঘটনাটির নিরপে(তদন্ত করতে হবে।

৫) দায়ী এস এস বি জওয়ানদের বি(দ্ধে আইনী পদ(প নিতে হবে।

এ বিষয়ে সমিতির শিলিগুড়ি শাখার প(থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একটি অভিযোগ পাঠানো হয়েছে।

APDR শিলিগুড়ি শাখা

তথ্যানুসন্ধান- ৭

স্থান ঃ- ভগবানপুর, থানা - চাপড়া, জেলা - নদীয়া

তারিখ ঃ- ১২.১২.১৪

নির্যাতিতা ঃ- ময়না বিবি

অভিযুক্ত(ঃ- ফা(ক মোল্লা (স্বামী), আসগর মোল্লা (শ্বশুর), ফতেমা বিবি (শ্বাশুড়ি)

প্রায় তিনবছর আগে ভগবানপুরের বাসিন্দা ময়নার সাথে ফা(ক মোল্লার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই পণ ও বিবিধ দাবি-দাওয়া সাপে(ময়নার ওপর চলতে থাকে শ্বশুর বাড়ির অকথ্য অত্যাচার। পণাদি অনাদায়ে তালাক দেওয়ার হুমকিও দিতে থাকে তার স্বামী ফা(ক মোল্লা। নিদা(ণ এই নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ময়না তার দুই বছরের ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে চলে আসেন। কিন্তু এখানেও নিস্তার পায়না। তার স্বামী তার বাবার বাড়ীতে এসেই মারধর শু(করে এবং মাত্রাতিরিক্ত(মারধরের ফলে ময়না অজ্ঞান হয়ে যায়। মাথায় আঘাতের ফলে রক্ত(পাতও হয়। চাপড়া হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসা হয় ও সেখানে তার চিকিৎসা চলে। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে এপিডিআর কৃষ(নগর শাখার প(থেকে দীপেন বি(াস ও মৌতুলি নাগ সরকার হাসপাতালে যান। সেদিন ময়নাকে ডিসচার্জ করিয়ে তার বাবা ও খুড়তুতো দাদার সাথে চাপড়া থানায় একটি অভিযোগ জানাতে যান। থানার কর্তৃপ(প্রথমে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলে শাখা সদস্যদের সাথে বাক্‌বিতন্ডা হয় এবং অবশেষে অভিযোগ নিতে বাধ্য হন। F.I.R. নম্বর : 1047/14, তারিখ 12.12.14, সেকশন : 498A / 388 / 34 IPC. ঐ এলাকায় এপিডিআর পথসভা করে।

—এপিডিআর, কৃষ(নগর শাখা

বইয়ের সমালোচনা

আইনস্টাইন ও মানবাধিকার / অ(ণ পাল

গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি, বালি শাখা, ২০১৫

আকারে ছোট একটা বই। বিষয়ে অনেক বড়ো।

আলবার্ট আইনস্টাইন। আমরা সবাই জানি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। আমাদের সেভাবেই জানিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা কি জানব, কতটা জানব, তা সবটা আমাদের হাতে নেই। আমাদের জানার অধিকার আমাদের নেই। অধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী অ(ণ পালের এই বইটি সেই দিকটি খেয়াল করিয়ে দেয়। আইনস্টাইনকে জানানোর জগতের (মতাসীনরা দেখিয়ে দেয় জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী রূপে এবং জানায় না আইনস্টাইন একজন অধিকার আন্দোলনের কর্মী।

অ(ণ উদাহরণ রেখেছেন আইনস্টাইনের নাৎসিবাদের বিরোধিতা, বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিরোধিতা, নাগরিক অধিকার র(ার আন্দোলনে থাকা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগ -এ অংশগ্রহণ, কৃষ(াঙ্গদের প(আন্দোলনে সক্রি(য় ভূমিকা। অ(ণের এই বইটিতে মানবাধিকার বিষয়ে আইনস্টাইনের একটি বক্তৃ(তা ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ রাখা আছে। সেই বক্তৃ(তায় অধিকার নিয়ে কয়েকটি কথা বলা আছে যা এখনও সত্যি।

এক) তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত অধিকারগুলি আনুষ্ঠানিক ও আইনী কৌশলের বহুল প্রয়োগের দ্বারা ব্যাপকভাবে লঙিঘত।

দুই) কোনো ব্যক্তি(যদি যেসব কাজগুলিকে ভ্রান্ত বা (তিকর বলে মনে করে, সেগুলির সাথে সহযোগিতা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তবে তার সেই কর্তব্য বা অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

তিন) আর কতদিন আমরা (মতার কাঙাল রাজনীতিকদের সহ্য করব যারা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে?

এমন হয় না জানি। তবুও চাইতে পারি যে সব পাঠ্যপুস্তকে আইনস্টাইনকে শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানী বলে জানিয়ে দেওয়া আছে, সেখানে সেখানে আইনস্টাইনের অধিকার বিষয়ে ধারণা আর কাজগুলোও জানিয়ে দেওয়া হোক। কম জানানোটা কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত ভুল জানানোও বটে। এমনি একটা কথা তুলেছেন অধিকার আন্দোলনের কর্মী সুজাত ভদ্র বইটির ভূমিকায়। ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'টাইম' পত্রিকা আইনস্টাইনকে বিংশ শতাব্দীর সেরা ব্যক্তি(ত্ব ঘোষণা করে। পত্রিকার তরফে জানানো হয় আইনস্টাইন বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক চর্চার প্রতিমূর্তি, প্রশ্নাতীতভাবে প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী, জিনিয়াসদের মধ্যে জিনিয়াস। জানানো হয়নি আইনস্টাইন বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী, যুদ্ধ বিরোধী, সমাজতন্ত্র খোঁজা মানুষ, একজন অধিকার আন্দোলনের মানুষ।

— শুভেন্দু দাশগুপ্ত

সংগঠন সংবাদ

বেলিয়াতোড় শাখা - (১) জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ' ১৫ তে বাঁকুড়া জেলার কিছু অঞ্চলে হাতির আত্র(মণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে শাখার প(থেকে তথ্যানুসন্ধান করা হয়।

জানা যায়, প্রায়শই হাতিরা খাবারের খোঁজে ে তে, খামারে, গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালায়। তাতে ফসল, ঘরবাড়ি যেমন নষ্ট হয়, তেমনই মানুষ মারা যায়।

ঘটনায় বি(দ্ধ গ্রামবাসীরা বিট অফিস ঘেরাও করলে D.F.O পুলিশ দিয়ে কিছু লোককে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে।

শাখার প(থেকে হাতির ত্র(মাগত হামলার যথাযোগ্য প্রতিকার চেয়ে ও গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তারের বি(দ্ধে সং(-ষ্ট কর্তৃপ(কে ডেপুটেশন দেয়।

(২) ১২, জানুয়ারী, ২০১৫, বেলিয়াতোড় থানার অন্তর্গত বারবেন্দ্যা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা পুলিশ দিয়ে বিজেপি কর্মীদের একটি মিটিং বানচাল করে দেয়। ঘটনায় বেলিয়াতোড় থানার O.C. নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঐ হামলায় সাহায্য করে।

শাখার প(বিদ্যুৎ মিত্র, মানিক ঘোষ, বঙ্কে(র রায় ও তপন দাস ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে।

হাওড়া ও বালি শাখা - হাওড়ার সালকিয়াতে সরস্বতী পুজোর দিন ইভ-টিজিং এর প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের হাতে স্থানীয় যুবক অরূপ ভান্ডারী খুন হন। হাওড়া ও বালি শাখা যৌথভাবে ঐ ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে।

পরে, ৬/২/১৫ তারিখে খুনের প্রতিবাদে ও খুনীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে হাওড়া কোর্টের কাছে একটি পথসভা হয়। বক্ত(ব্য রাখেন, এপিডিআর এর কার্যকরী সভাপতি অমিতদ্যুতি কুমার সহ পুরবী ঘোষ, আলতাফ আহমেদ, রানা চ্যাটার্জী, রঞ্জিৎ শূর, অ(ণ মুখার্জী প্রমুখ।

সভা চলাকালীন অমিতদ্যুতি কুমারের নেতৃত্বে এপিডিআর -এর এক প্রতিনিধি দল হাওড়া জেলার পুলিশ প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপ(ের সাথে কথা বলে এবং প্রতিবাদ সম্বলিত দাবিপত্র জমা দেয়।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী ঃ রাজ্যে ত্র(মবর্ধমান সোয়াইন ফ্লুতে আত্র(ান্ত ও মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন এপিডিআর -এর প(থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনে ২৬ ফেব্রুয়ারী, দুপুর ৩টে তে স্লোগান সহকারে মিছিল করে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হয়। স্বাস্থ্যভবনের ভিতরে মূল গেটের সামনে কিছু(ণ ে(-াগান দেওয়া হয়।

এরমধ্যেই সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত সহ রাংতা মুন্সী ও বাপি সেনগুপ্ত কে নিয়ে গঠিত, ৩ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের জন স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে কথা বলে এবং স্মারকলিপি জমা দেয়।

বারাসাত শাখা - বারাসাত সহ রাজ্যজুড়ে প্রাচীন শিরীষ গাছ ও অন্যান্য গাছ বাঁচানোর ল(্যে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ দ্রুত কার্যকরী করার দাবিতে শাখার প(গত ৮ মার্চ সকাল ৯টায় কাছারী ময়দান থেকে বর্ণাঢ্য ট্যাবলোসহ প্রায় ৩০টি সাইকেলে শহর পরিত্র(মা করে। বিভিন্ন জায়গায় থেমে ঐ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী - কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জমি অধিগ্রহণ সহ বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী অর্ডিন্যান্সের বি(দ্ধে কলেজ স্কোয়ারে কফি হাউসের সামনে এপিডিআর -এর এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্ত(ব্য রাখেন তাপস চত্র(বর্তী, আলতাফ আহমেদ, অনিমেষ মজুমদার, সুমন গোস্বামী, আশিস রায়, রঞ্জিৎ শূর, ধীরাজ সেনগুপ্ত প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপি সেনগুপ্ত।

প্রায় ৬০ জনের মত এপিডিআর কর্মী/সমর্থক সহ অন্যান্য গণ সংগঠনের কর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাটি বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী - আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপল(্যে এপিডিআর কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটি হলে ১১ মার্চ বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত করে।

অনুষ্ঠানের শু(তে এপিডিআর -এর নিজস্ব প্রকাশনা 'অধিকার ভাবনায় নারী' পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়। কনভেনশনে বক্ত(ব্য রাখেন - মীরাতুন নাহার, শা(তী ঘোষ, বোলান গাঙ্গুলী, শর্মিষ্ঠা, ধীরাজ সেনগুপ্ত সহ অনেকে।

অন্যান্য কিছু সংযোজনী প্রস্তাব সহ এপিডিআর -এর মূল প্রস্তাবটি কনভেনশন ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করে।

মছলন্দপুর-গোবরডাঙ্গা-ঠাকুরনগর শাখা - গত ২১, মার্চ শাখার বার্ষিক সভা (২০১৫) মছলন্দপুরের নতুন পল্লী আম্বেদকর স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৫ জন শাখা সদস্য ও ৪ জন কেন্দ্রীয় পর্যবে(ক - সুদীপ্ত সেন, রাংতা মুন্সী, সুরঞ্জন প্রামাণিক ও বাপি সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি দীপন মিত্র। শাখা সম্পাদক পান্নালাল রায়চৌধুরীর পেশ করা শাখার বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় উপস্থিত প্রায় সকলেই মতামত রাখেন। শাখাকে পূর্বের তুলনায় আরও সত্রি(য় করে তোলার বিষয়কে সর্বাধিক গু(ত্ব দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে সাধ্যমত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলে ঠিক হয়।

সভাপতি কর্তৃক সভার বিষয়বস্তুর সারসংকলনের পর সভা শেষ হয়।

বনগাঁ শাখা - রানাঘাটের গাংনাপুর মিশনারী স্কুলের সন্ন্যাসিনীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ও অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে শাখা কর্মী, সমর্থকরা শহরের বাটামোড় থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত করে।

বেহালা শাখা - সোয়াইন ফ্লু ইস্যু ও রানাঘাটে সন্ন্যাসিনী গণধর্ষণ কান্ডের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এবং দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বেহালা পুরভবনের সামনে শাখার প(থেকে ২২ মার্চ, ২০১৫ তে পোষ্টারিং করা হয়।

মালদা শাখা সম্মেলন

গত ১৫ই মার্চ (২০১৫) মালদার গান্ধী ধর্মশালায় মালদা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।, তিনজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি (স্বপ্না বন্দোপাধ্যায়, সোমনাথ বসু, অনিমেষ মজুমদার) সহ ২৫ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। শাখার সাংগঠনিক কিছু দুর্বলতার কারণেই সম্মেলনের আয়োজন করতে কয়েকমাস বিলম্ব হয় - একথা সভার সূচনাতেই সভাপতি নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দেন। সম্মেলনে

শাখার প্রতিবেদনে শাখার সত্রি(য়তা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, প্রতিবেদনেও তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - পিঙ্কি দাসের মৃত্যুর ঘটনায় পদ(প নেওয়া(বামুনগোলায় রিঙ্কি হেমব্রমের উপর পুলিশি মদতে নির্যাতনের বি(দ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করা(কালিয়াচকে গণধর্ষণের বি(দ্ধে সত্রি(য় প্রতিবাদ গড়ে তোলা(রাজ্যজুড়ে ত্র(মবর্দ্ধমান নারীনির্যাতনের বি(দ্ধে মিছিল, পথসভা ও অন্যান্য প্রচার কর্মসূচী নেওয়া(রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি(র দাবিতে সাধ্যমতো উদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি। সামগ্রিক ভাবে সাংগঠনিক সমস্যা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে এপিডিআর -এর ভূমিকা প্রসঙ্গে নানা প্র(কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে উপস্থিত সদস্যদের দীর্ঘ মত বিনিময় হয়।

সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেগুলি (১) বামুনগোলা প্রস্তুতি কমিটিকে শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ শাখায় পরিণত করতে মালদা শাখা উদ্যোগী হবে। (২) হাবিবপুর ও হরিশচন্দ্রপুরে প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তোলার (ে ত্রে মালদা শাখা পূর্ণ সহযোগিতা করবে। (৩) রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি(র দাবিতে অন্যান্য সংগঠনের সাথে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়টি শাখায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। (৪) ত্র(মবর্দ্ধমান নারীনির্যাতনের কারণ সন্ধানে বৃহৎপরিসরে আলোচনা সভা আয়োজন করার প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে ইত্যাদি। সম্মেলনে আগামী দুবছরের জন্য একটি নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সভাপতি পদে নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি গৌতম চৌধুরী, সম্পাদক জিষু(চৌধুরী, সহ-সম্পাদক আইরণ শবনম, কোষাধ্য(যোগেশ রাই সহ আরো তিনজন সদস্য মনোনীত হন।

পরিশেষে বহুদিন পর শাখা সম্মেলন যে উৎসাহ তৈরি করেছে, সেটা বজায় রেখে আগামীদিনে শাখাকে আরো সত্রি(য় করে তুলতে সকল সদস্যকে বিশেষ করে নতুন কমিটিকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। - এই আহ্বান রেখে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কৃষ(নগর শাখা

গত ১৯.০২.২০১৫ এপিডিআর আর কৃষ(নগর শাখার উদ্যোগে কৃষ(নগর পোষ্ট অফিসের মোড়ে একটি পথসভা আহ্বান করা হয়। পথসভায় আলোচিত বিষয়গুলি হল,

(১) কোরপান শা ও অরূপ ভান্ডারীর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবি জানানো হয় ও রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট গুন্ডাদের ত্র(মবর্ধমান প্রভাবকে ধিক্কার জানানো হয়।

(২) পাড়ুই এর হায়াতুন্নিসা বিবির ওপর দুর্বৃত্তদের বীভৎস অত্যাচারের ধিক্কার জানানো, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। প্রশাসনিক নিষ্(য়তাকে ধিক্কার জানানো হয়।

(৩) SSC এর শি(কপদপ্রার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয় ও তাদের ওপর রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও নিপীড়নের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানানো হয় ও তাদের দাবি দাওয়া গুলির ওপর রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি জানানো হয়। পথসভাটিতে বক্ত(ব্য রাখেন কৃষ(নগর শাখার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সরকার সহ সমর ভট্টাচার্য, গণেশ থান, শঙ্কর পান্ডে, বাবলু বি(্বাস। প্রায় ৭০-৮০ জনের উপস্থিতিতে পথসভাটি সার্থক হয়। ঐ পথসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৭ জন পার্শ্বে শি(ক । তাঁরাও বক্ত(ব্য রাখেন তাদের অবর্ণণীয় অবস্থা সম্পর্কে।

সুজেট এর মৃত্যুর পর দিনই (১৪.০৩.২০১৫) পোষ্টার সহ ফ্লেক্স সহ মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

হুগলী জেলা কমিটির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

৯/১২/১৪ মানবাধিকার দিবস উপল(অবস্থান, উপস্থিতি ৬৮
১৪/১২/১৪ আরামবাগ শাখার পথসভা
২৭/১২/১৪ ডানকুনি শাখার বিশেষ সভা
১৮/০১/১৫ হিন্দমোটর শ্রমিক আবাসনে জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার তথ্যানুসন্ধান
০৮/০২/১৫ বাঁশবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে ডানলপ সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা
০৬/০৩/১৫ দিয়ারার অ্যাসিড আত্র(মণের শিকারের এবং সিঙ্গুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে সা(াৎ
০৪/০৩/১৫ শ্রীরামপুরে অভিজিৎ রায় ও গোবিন্দ পানসারের হত্যার বি(দ্ধে মিছিলে অংশগ্রহণ
০৬/০৩/১৫ চন্দননগরের অভিজিৎ রায় ও গোবিন্দ পানসারের হত্যার বি(দ্ধে শাখার উদ্যোগে মিছিল
০৭/০৩/১৫ চুঁচুড়ায় অভিজিৎ রায় গোবিন্দ পানসারের হত্যার বি(দ্ধে শাখার উদ্যোগে মিছিল
১০/০৩/১৫ ত্রিবেনীতে অভিজিৎ রায় ও গোবিন্দ পানসারের হত্যার বি(দ্ধে শাখার উদ্যোগে মিছিল
১৫/০৩/১৫ বাঁশবেড়িয়ায় অভিজিৎ রায় ও গোবিন্দ পানসারের হত্যার বি(দ্ধে শাখার উদ্যোগে মিছিল
১৮/০৩/১৫ আলুচাষীর আত্মহত্যা ও তৎসংত্র(ান্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান
২২/০৩/১৫ চুঁচুড়া শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা
২৯/০৩/১৫ উত্তরপাড়া/শ্রীরামপুর/ত্রিবেনী-বাঁশবেড়িয়ার বার্ষিক সাধারণ সভা
০৫/০৪/১৫ চন্দননগর শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা
১২/০৪/১৫ আরামবাগ শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা
১৯/০৪/১৫ হুগলী জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা

এপিডিআর দ(ণ ২৪ পরগণা জেলা (প্রস্তুতি কমিটি) গঠিত

দ(ণ ২৪ পরগণা জেলায় এপিডিআর -এর পাঁচটি শাখা আছে। তিনটি পূর্ণ শাখা - বা(ইপুর, ডায়মন্ড হারবার এবং জয়নগর। অন্য দুটি প্রস্তুতি কমিটি মৈপীঠ এবং বাসন্তি।

গত ১ মার্চ (২০১৫) ডায়মন্ড হারবারে শাখাগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হন (যদিও বা(ইপুর শাখার কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না)। শাখার প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আলোচনার শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১) আপাতত চারটি শাখা নিয়ে 'এপিডিআর, দ(ণ ২৪ পরগণা জেলা (প্রস্তুতি কমিটি)' গঠিত হল।

২) তিনজনের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় সানোয়ার লস্কর (ডায়মন্ড হারবার) মিঠুন মন্ডল (জয়নগর শাখা), প্রবীর মিশ্র (মৈপীঠ শাখা)

৩) আগামী রাজ্য সম্মেলনের আগে সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ জেলা কমিটি গঠিত হবে।

৪) পরবর্তী সভা ২৬ এপ্রিল, জয়নগরে অনুষ্ঠিত হবে।

সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন শাখার সভাপতি দেবপ্রসাদ মন্ডল।

উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখা ঃ ২৯ মার্চ ২৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া শি(া সংস্কৃতি পরিষদে শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সম্পাদক সমন্বয় চ্যাটার্জী তাঁর প্রতিবেদন পাঠ করার পর তার ওপর বক্তব্য রাখেন বি(েজিৎ দাস, গু(চরণ সাউ এবং রাংতা মুন্সী। ত্র(মবর্ধমান ধর্ষণ, হিন্দমোটরের শ্রমিকদের সমস্যা, ইত্যাদির প্রে(তে এপিডিআর -এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। সভা পরিচালনা করেন শাখা সভাপতি পীযুষ ঘোষ।

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা

৩য় কাউন্সিল সভা (২২শে মার্চ, ২০১৫)-র সিদ্ধান্ত

১) শাখাস্তরের প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্তি(র অনুরোধ -

ক) সদস্য সংখ্যা (কত কমেছে / বেড়েছে / প্রায় একই আছে)।

খ) কর্মসূচী (যা নেওয়া হয়েছে / কেন নিতে পারা যায়নি / যা নেওয়ার চেষ্টা হবে)।

গ) ''অধিকার পত্রিকা (কত চাই / কিভাবে পাঠালে সুবিধা / বকেয়া / পরামর্শ)।

ঘ) শাখা সত্রি(য়তা (সমস্যা কোথায় / নিয়মিত বৈঠক হয় কিনা)।

ঙ) কাজের রিপোর্ট (কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানো হয় কিনা / রিপোর্ট ছাপা সংক্র(ান্ত বা অন্যপ্রকার অভিযোগ)

চ) মামলা (শাখা যাতে জরিত তার তথ্য কেস নং / ধারাগুলি / কোন কোর্টে / আইনজীবী / বর্তমান অবস্থা / লিগাল সাব-কমিটির কাছে কি প্রকার সাহায্যের দরকার)

২। ৯ম বার্ষিক সভাঃ শাখা প্রতি দেয় ৩০০ টাকা /প্রতিনিধির দেয় ৫০ টাকা

৩। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে শাখার বার্ষিক সভা সম্পন্ন করা।

৪। দ-বঙ্গ সভাঃ ১৭ই মে, ২০১৫ (রবিবার) / উ-বঙ্গঃ সিদ্ধান্ত হয়নি।

ধীরাজ সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

অধিকারের সংবাদ

বন্দিমুক্তি(

রাণাঘাট কোর্টে মামলায় জিতে মুক্তি(পেলেন ১০ রাজনৈতিক বন্দি। এদের মধ্যে প্রদীপ চ্যাটার্জী, গুপি দাস, হায়দার আলি চৌধুরী, পরেশ তিরকে, মঙ্গল মন্ডল, অজিত চত্র(বর্তী ও লতা মুরমুর আর কোনও মামলাই রইল না, যদিও বাকি তিনজন অর্থাৎ প্রশান্ত দাস, বাপী দেবনাথ ও রীণা সরকারের মুক্তি(অন্য মামলায় জামিন সাপে(। এই মামলায় আর একজন বন্দি ত(ণ সাহা ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন।

প্র(ন হল, এদের জীবনের যে প্রায় আটটা বছর কারাবাসে কাটল, তা কে ফিরিয়ে দেবে? যে আইনর(করা এদের বি(দ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এটা করল, তাদের কি কোনও শাস্তি হবে না?

ইন্টারনেটে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একপা এগোলো

২৪ মার্চ ২০১৫ সুপ্রীম ২০০০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি(আইনে ২০০৯ সালে ঢোকানো ৬৬ক ধারা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। বিচারক জে চেলামে(ের ও আর এফ নরিম্যানের বেঞ্চ রায় দিয়েছে, এই ধারা অসাংবিধানিক, কারণ তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করে।

কুখ্যাত ধারার বি(দ্ধে প্রথম থেকেই শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীরাই নয়, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেশিরভাগ মানুষই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল। এই ধারার ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্র ইমেল, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে মানুষের মন খুলে কথা বলাই কঠিন করে তুলেছিল। এই সেই ধারা, যাতে ফেসবুকে সরকার ও শাসক দলের অপছন্দ কথা বলার অপরাধে যাদবপুর বি(েবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র থেকে শু(করে মালদহের সিভিক পুলিশকে হাজতবাস করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক মহাপাত্রর পুলিশি হয়রানির জন্য পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন অনেকদিন আগেই সরকারকে বলে, তাঁকে (তিপূরণ দিতে। সরকার সেই নির্দেশ মানেনি। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টেও কমিশনের আদেশ বহাল রেখে তাঁকে (তিপূরণ দিতে বলেছে।

২০১২ সালে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার শাহীন ধাড়া ও রিণু শ্রীনিবাস নামে দুটি মেয়েকে শিবসেনা নেতা বাল ঠাকরের মৃত্যুর পর বন্ধ ডাকার সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করা ও তা লাইক করার জন্য যখন এই ধারায় গ্রেপ্তার হতে হয়, তখন অরেকটি মেয়ে, দিল্লির আইনের ছাত্রী শ্রেয়া সিংঘল, আর স্থির থাকতে পারেন না। তিনি ধারাটিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা করেন। তাঁকে দেখে সাহস পেয়ে আরও অনেকেই এগিয়ে আসেন। আদালতে আরও আবেদন জমা পড়তে থাকে। অবশেষে মোট দশটি আবেদন একসঙ্গে নিয়ে আদালত বিচার করে এই রায় দেয়।

বিচারকরা তাঁদের রায়ে বলেছেন ঃ একজন ব্যক্তি(ইন্টারনেটে সরকার, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা অন্য কোনও বিষয়ে এমন কোনও কথা লিখে আলোচনা, এমনকি প্রচার করতেই পারেন, যা সমাজের কোনও কোনও অংশের কাছে অপ্রীতিকর মনে হতে পারে। অবশ্যই, যে কোনও বিষয়ে মতপ্রকাশই কিছু লোকের কাছে উদ্বেগ বা অসুবিধার কারণ হতে পারে অথবা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হতে পারে।

শ্রেয়া সিংঘল বলেছেন, এখন থেকে আর কেউ ইন্টারনেটে কোনও

কথা বলতে ভয় পাবে না ঠিকই। একটা বাধা গেছে, আরও অনেক বাধা রয়েছে। কিন্তু এই ভয় কেটে যাওয়াটাই আসল কথা।

অধিকারকর্মীর প(আদালতের রায়

গত ১১ জানুয়ারী ২০১৫ পরিবেশ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংগঠন গ্রীনপীস -এর কর্মী প্রিয়া পিল্লাই দিল্লী থেকে লন্ডন যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল, সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ সাংসদের বোঝানো, সেদেশের কোম্পানি 'এসার' মধ্যপ্রদেশের সিংবাউলি কয়লাখনি অঞ্চলের মাহান এলাকায় কীভাবে পরিবেশের (তি করছে, অরণ্য ধ্বংস করছে এবং জনজাতিদের জীবন-জীবিকার সর্বনাশ করছে। তাঁকে বিমানবন্দরেই আটকে দেওয়া হয় এবং তাঁর পাসপোর্টে দাগ মেরে দেওয়া হয় যে তাঁকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি একজন দাগী অপরাধী! ভারত সরকার ভয় পেয়েছিল, তিনি বিদেশে গিয়ে সত্যি কথাটা প্রচার করলে এখানে উন্নয়নের নামে বহুজাতিক পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তাটা যেভাবে তারা খুলে দিয়েছে, তার আড়ালটা খুলে পড়বে। প্রিয়া এর বি(দ্ধে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করেন। ১২ মার্চ এই মামলার (WP(C) 774/2015) তাঁর প(রায় দিয়েছে। এই রায় অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে গু(ত্বপূর্ণ।

প্রিয়ার আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন ঃ

১১.০১.২০১৫ তারিখে শ্রীমতি পিল্লাইকে আটক করা তাঁর চলাফেরা, অবাধে কথা বলা ও মতপ্রকাশ করা এবং তাঁর পেশা এবং/অথবা জীবিকা অনুসারে কাজ করার মৌলিক অধিকার লঙঘন করেছে। সুতরাং বিবাদী প(র (সরকারের) কাজ সংবিধানের ২১,১৯(১) (ক) এবং ১৯(১) (ছ) অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁর মৌলিক অধিকার লঙিঘত করেছে।

আদালত এই লঙঘনের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং আরও বলেছে ঃ

১৩.৫ কোনও ব্যক্তি(র সমালোচনা পছন্দ না হতে পারে(তা হলেও তাকে (দ্ধ করা যায় না। বহু নাগরিক অধিকার কর্মী মনে করেন যে নাগরিক হিসাবে, তাঁদের রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতিগুলির বৈপরিত্ব রাষ্ট্রের নজরে আনার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করতে পারে, কিন্তু সেটাই বিরোধী মতকে ছেঁটে ফেলার যথেষ্ট কারণ হতে পারে না।

১৫.৫ কথা বলা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে যে নিজের মত প্রচার করার অধিকারও রয়েছে, যা সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণ ছাড়া (দ্ধ করা যায় না, তা আমাদের আদালতগুলির রায়ের এক দীর্ঘ পরম্পরা দ্বারা স্বীকৃত সংবিধানিক নীতি। এটি আমাদের সংবিধানের এতই প্রতিষ্ঠিত একটি অধিকার, যাকে আমাদের জাতির ইতিহাসে এই মুহূর্তে অপসারিত করা যাবে না।

রাজবন্দি হেম মিশ্রকে পেটালো পুলিশ!

২০ মার্চ সকাল দশটা নাগাদ জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দি দিল্লীর জওহরলাল নেহে(বি(বিদ্যালয়ের ছাত্র হেম মিশ্রকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে জোর করে হাতকড়া পরাতে গেলে তিনি প্রতিবাদ করেন। তিনি তাদের মনে করিয়া দেন যে, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ ও জেল ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী এটা বেআইনী। পুলিশ কোনও কথা না শুনে উল্টে তাঁকেই প্রচন্ড মারধর করে।

জেল থেকে একটি চিঠিতে রাজনৈতিক বন্দি জি এন সাইবাবা, মারোতি কুরভাতকর ও হেম মিশ্র এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পুলিশের বি(দ্ধে ধানতলি থানায় এবং গড়চিরোলি সেশনস কোর্টে অভিযোগও জানানো হয়েছে। সমিতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে।

হাওড়া জেলার আবাদা গ্রামের মানুষদের প্রতিরোধে অবশেষে সরানো হল মোবাইল টাওয়ার

''অধিকার'' -এর আগষ্ট, ২০১৪ সংখ্যায় হাওড়া জেলার আবাদা গ্রামে মোবাইল টাওয়ারের কারণে বিভিন্ন ধরণের অসুখে আত্র(ান্ত ব্যক্তি(দের একটি তথ্যানুসন্ধানের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় ঐ গ্রামের একই জায়গায় তিনটি টাওয়ার বসানো হয়েছে এবং ঐ টাওয়ারগুলির কাছাকাছি স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি(রা মূলতঃ সেরিব্রাল অ্যাটাক, হার্ট অ্যাটাকে আত্র(ান্ত হয়েছেন, (াসকষ্ট ও হাটু-মাথা-পেট-বুকের যন্ত্রণায় ভুগছেন, যে ধরনের অসুস্থতায় ঐ এলাকার মানুষের আগে কখনও আত্র(ান্ত হননি। ঐ তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে ২৮ জন গ্রামবাসীর একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, যারা উপরোক্ত(অসুস্থতায় আত্র(ান্ত হয়েছেন বা মারা গেছেন। এরপর ঐ জায়গাতেই আর একটি টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ শু(হলে গ্রামবাসীরা (দ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সত্রি(য় প্রতিরোধ শু(করেন। তাঁরা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে কৈফিয়ৎ চান কেন তিনি টাওয়ার বসানোর অনুমতি দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েত অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেয়। মোবাইল কোম্পানি তখন যার জমিতে টাওয়ার বসাচ্ছিল, তাকে দিয়ে বিছে বেছে কয়েকজন যুবকের বি(দ্ধে মামলা করে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সামনে থাকা যুবকেরা তখন এপিডিআর বালি শাখার সাথে যোগাযোগ করে একদিকে আইনী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেন, অন্যদিকে গড়ে তোলেন দূষণ বিরোধী সংগঠন - আবাদা পরিবেশ সুর(া কমিটি। গ্রামের মহিলারা এতটাই (িপ্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁরা চতুর্থ টাওয়ার বসানোর জন্য যেসব মাল জমা করা হয়েছিল সেগুলোকে জলে ফলে দেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে একটি কোম্পানি তাদের টাওয়ার তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাকিগুলি আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছে।

সামগ্রিক তমসার মধ্যে এক রূপালী আলোর রেখা

It takes much time to kill a tree, / Not a simple jab of the knife / Will do it ....

So back and chop / But this alone won't do it. / The bleeding bark will heal

And from close to the ground / Will rise curled greem twigs,

Miniature boughs / Which if unchecked will expand again / To former size.

On Killing a Tree নামে একটি ইংরেজি কবিতা থেকে নেওয়া উপরের উদ্ধৃত অংশটির মোদ্দা কথা হোল, গাছকে মেরে ফেলা সহজ নয়, বেশ সময় লাগে। শুধু পুঁচিয়ে-কুঁপিয়ে একে মেরে ফেলা যায় না। (ত সামলে উঠে গোড়া থেকে আবার নতুন পাতা গজায় এবং আগের মতই বিরাট আকার ধারণ করে। যারা হাওড়া মেইন ও কর্ড লাইন দিয়ে যাতায়াত করেন, তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে প্রত্যেকটা ষ্টেশনের বিরাট বিরাট গাছগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছে। কেটে ফেলা গুঁড়ি গুলো থেকে গজানো কচি কচি পাতাগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল,

শিশুর ছোট্ট হাত বাড়িয়ে আকাশ ধরার আকৃতি। রেল কর্তৃপ(র হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, প্রত্যেকটা ষ্টেশনকে আদর্শ ষ্টেশন বানাতে হবে এবং তার জন্য প্-্যাটফর্মের বড় বড় গাছগুলিকে কেটে প্-্যাটফর্মের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত শেড দিতে হবে। এতে নিশ্চয়ই ঠিকাদার থেকে শু(করে সং(-ষ্ট অনেকেরই পকেটে দুটা পয়সা ঢুকবে। আমরা নিত্যযাত্রীরা রেল কর্তৃপ(র এই বৃ(নিধন অভিযান বিনা প্রতিবাদে দেখে গেছি, যেভাবে জলাশয় ভরাট হতে দেখি। কী দরকার ঝামেলায় জড়ানো? ঘরের খেয়ে কে যায় বনের মোষ তাড়াতে। কিন্তু কারও কারও যে মোষ না তাড়ালে ঘুম হয় না। এইরকমই কয়েকজন হল নালিকুলের মিঠুন, ইমন, রাহুল। ওরা কয়েকজন যুবক গড়ে তুলল, 'সেভ দ্য গ্রীন'(রেল কর্তৃপ(র এই বৃ(নিধন অভিযানের বি(দ্ধে পাল্টা প্রচার অভিযান শু(করল ষ্টেশনে ষ্টেশনে। শুধু মাইক প্রচার নয়, মানুষকে সচেতন করার জন্য প্-্যাটফর্মের ওপরই স্লাইড শো দেখানোর ব্যবস্থা করল। সংগ্রহ করা হোল রেলযাত্রীদের স্বা(র। সেই স্বা(রসহ প্রতিবাদপত্র নিয়ে দেখা করা হল হাওড়ার ডিভিশনার রেলওয়ে ম্যানেজারের সাথে। কিন্তু কিছুই হল না। গাছ কাটা চলতেই থাকল। তখন এগিয়ে এলেন জনাইয়ের শঙ্কর হাজরা এবং যাদবপুরের শান্তনু চত্র(বর্তী। তাঁরা দুজনে ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনালের কোলকাতার ইষ্টার্ন জোন বেঞ্চে ইষ্টার্ন রেল কর্তৃপ(র বি(দ্ধে মামলা করলেন। তাঁরা বালি ষ্টেশনের অর্ধেক কেটে ফেলা গাছগুলির ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে আবেদনের সাথে পেশ করেছিলেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মহামান্য বিচারক ডঃ পি জ্যোতিমনি এবং ডঃ পি সি মিশ্র গাছ কাটার বি(দ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করলেন। তাদের আদেশে তাঁরা পরিষ্কারভাবে জানালেন, Thus, Respondent no. 1 General Manager, Eastern Railway shall not proceed further to cut any tree for construction of passengers shelter at Bally further order of tribunal. তাঁরা আরও লিখলেন, We also make it clear that in respect to other places no trees shall be cut by the respondent no. 1 for construction of passengers shalter without the permission of the tribunal.

মামলা চলছে। ষ্টেশনগুলিতে গাছ কাটার চেষ্টা হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নজরদারী রাখছে 'সেভ্ দ্য গ্রীন' ও এপিডিআর বালি শাখার কর্মীরা। রেলওয়ে যাত্রীদের কাছে ষ্টেশনে ষ্টেশনে ছোট ছোট পোষ্টার সেটে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

শক্তি(চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি দেখি' কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনটি শেষ করছি।

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

প্রতিবেদক ঃ অ(ণ পাল

অনশনরত রাজবন্দির পাশে সমিতি

প্রেসিডেন্সি জেলে ইউএপিএ আইনে আটক বিচারাধীন রাজনৈতিক কর্মী অনুপ রায়কে তাঁর ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য টানা ১৮ দিন অনশন করতে হল। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ হেফাজতে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক আচরণ করা হয়, এই অভিযোগ জানিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি চিঠি পাঠাতে চেয়েছিলেন। এই চিঠি পৌঁছে দিতেই জেল কর্তৃপ(মাসের পর মাস লাগিয়ে দেয়। গত বছর জুলাই মাসে ১৩দিন অনশন করবার পর তারা চিঠিটা অবশেষে পাঠিয়ে দেয়। আদালতের নির্দেশে আইনি সহায়তা পরিষেবা থেকে একজন আইনজীবীকে তাঁকে এই অভিযোগের শুনানীতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ওই আইনজীবী তা ফিরিয়ে দেন। ত্র(মাগত দাবি জানানোর পরেও মামলাটি আদালতে না ওঠায় তাঁকে আবার অনশন করতে হয়। দীর্ঘ অনশনে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৬ মার্চ সমিতির এক প্রতিনিধি দল সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানায় যে, এপিডিআর তাঁর দাবিকে ন্যায্য বলে মনে করছে এবং তাঁর আন্দোলনের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছে। সহমর্মীদের অনুরোধে তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন।

জানা গেছে যে, এরপর তাঁকে হাইকোর্ট থেকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর অভিযোগের দ্রুত শুনানীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

২টি অগণতান্ত্রিক আইন

— রঞ্জিৎ শূর

(১) গো-মাংসে নিষেধাজ্ঞা খাবারও খেতে হবে শাসকের ইচ্ছায়!

খাবারও খেতে হবে শাসকের ইচ্ছায়? শাসকের ধর্মীয় বি(্বাসের কোপে বদলাতে হবে আজন্ম লালিত খাদ্যাভাস! এ কেমন গণতন্ত্র? বিজেপি - শিবসেনা শাসিত মহারাষ্ট্র এবং বিজেপি শাসিত হরিয়ানা সরকার সম্প্রতি গো-হত্যা এবং গো-মাংস ভ(ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে গো-হত্যা এবং গো-মাংস ভ(ণের শাস্তি হল জেল ও জরিমানা। শুধুমাত্র গাই-গ(নয়, নিষিদ্ধ করা হয়েছে ষাঁড় বা বাছুর হত্যাও। খাওয়া যাবে শুধু মোষের মাংস। শাসক দলের যুক্তি(হল, হিন্দুরা গ(কে মাতা জ্ঞানে পূজা করে। তাই গো-হত্যা তাঁদের ধর্মীয় বি(্বাসে আঘাত করে। দ্বিতীয়ত, কৃষি অর্থনীতির জন্য অর্থাৎ চাষের জন্য গোবর ও গোমুতের জন্য গ(ও ষাঁড়ের আধিক্য প্রয়োজন। তৃতীয়ত গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রয়োগের জন্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন গো-নিধন। শাসকদের এই যুক্তি(গুলি একটু খতিয়ে দেখা যাক। কৃষি অর্থনীতির প্রয়োজনের যুক্তি(টা একেবারেই ধাপ্পা। কারণ, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের কৃষি আদৌ গো-হাল বা গোবর নির্ভর নেয়। ব্যাপকভাবে যন্ত্র ও কেমিক্যাল সার নির্ভর। শুধুমাত্র প্রত্যন্ত এলাকার (দ্র জাতের চাষীরা গো-হাল ব্যবহার করে চাষাবাদ করে। গান্ধীজির অহিংসা ও বিজেপি— এক সাথে উচ্চারণই হাস্যকর। যারা গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসের মূর্তি বসানোর জন্য মাতামাতি করে, গুজরাট সহ সারাদেশে দাঙ্গার জন্য যাদের দিকে আপামর জনসাধারণ অভিযোগের আঙ্গুল তোলে তাদের মুখে অহিংসা তত্ত্ব

শুনলে সেই প্রবাদটাই মনে পড়ে — বিড়াল বলে মাছ খাব না! অহিংসার প্র্ে হলে ছাগল, মোষ, মুরগি সবই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আসা উচিত। আসলে মূল কথা হল ধর্মীয় বি্োস। ধর্মীয় বি্োসের রাজনীতি এবং ধর্মীয় মে(করণের রাজনীতির জন্যই গোহত্যা ও গোমাংস ভ(ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষিদ্ধকরণ কিন্তু একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় আবেগ ও খাদ্যাভাসকে আঘাত দিচ্ছে, লঙিঘত হচ্ছে তাঁদের আপন পছন্দের খাবার খাওয়ার অধিকার, আপন বি্োস পালনের অধিকারকে আঘাত দিচ্ছে— তার কী হবে? কুরবানী ঈদের সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমান কুরবানীর জন্য গো-হত্যা করে। গো-মাংস ভ(ণ ও বিলি কার্যত ধর্মাচরণের অঙ্গ— তাঁদের সে অভ্যাস, সে রীতি, সে ধর্মাচরণ কেন তাঁরা করতে পারবেন না? কে জবাব দেবে তার? খৃষ্টান ধর্মালম্বীর বহু প্রান্তিক আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অনেক দলিত বর্গের মানুষ গো-মাংস খেতে অভ্যস্ত। একাংশের ধর্মীয় বি্োসের জন্য কেন বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের খাদ্যাভাস ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা বলি দেবে? বহু অবি্োসী ধর্মহীন মানুষ— যারা কোনো ধর্মেই বি্োস করেন না, সংস্কার মুক্ত(, মুক্ত(মনা— তাঁরাও গোমাংস খেয়ে থাকেন। তাঁরা কেন বঞ্চিত হবেন? কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? একটা গণতান্ত্রিক দেশে খাদ্যাভাসের স্বাধীনতা থাকবে না? বি্োসের স্বাধীনতা থাকবে না? অর্থনীতির প্র্োটাও ফাঁপা। কারণ গোহত্যা বন্ধ হলে অর্থনীতির অনেক বেশী (তি করবে। ভারতীয় অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বহু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(। জীবিকার প্রয়োজনে। গোহত্যা নিষিদ্ধকরণের ভয়াবহ প্রভাব পড়বে এই শিল্পের উপর। প্রভাব পড়বে ওষুধ শিল্পেও। ২০১১-১২ সালে শুধুমাত্র চামড়া শিল্পে রপ্তানি হয়েছে ৪.৬৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামগ্রী। এই (তি কিভাবে পূরণ হবে? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আছে বহু কসাইখানা, মুম্বাইয়ের দিওনারে বিশাল যন্ত্রচালিত কসাইখানাও বন্ধ হয়ে যাবে। কোথায় যাবে মানুষগুলো? ল(ল(গ(, যেগুলি বয়স হয়ে গেলে বা অসুস্থ হয়ে গেলে জবাই করা হয়, মাংস বা চামড়া বা হাড়ের জন্য, সেগুলির পুনর্বাসন কোথায় হবে? সর্বোপরি বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে গোমাংসই হল একমাত্র প্রোটিন পাওয়ার উপায়। সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য। তাঁদের প্রোটিনের অভাব দূর হবে কিভাবে? গবেষকরা হিসাব কষে দেখিয়েছেন, মোষের মাংস খান এমন মানুষের সংখ্যা গ(র মাংস খাওয়া মানুষের ২৫ শতাংশ মাত্র। এদেশের মানুষের প্রাণীজ প্রোটিনের অভাব তো সুবিদিত। মোষের মাংস পারবে না সে (তি দূর করতে। সর্বোপরি, অর্থনীতির নিয়ম মেনেই গো-প্রজনন, গো-পালন সবই ভীষণভাবে কমে যাবে - এই নিষিদ্ধকরণের ফলে। সামগ্রিক ভাবে যার ফলাফল হবে ভয়াবহ। সব মিলিয়ে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়— গো-হত্যা ও গো-মাংস ভ(ণে নিষেধাজ্ঞা একটি আত্ম-বিধ্বংসী ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের বি(দ্ধকরন সচেতন ও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের অবশ্য করণীয়। সারা দেশেই গোহত্যা ও গো-মাংস ভ(ণে নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ও আরএসএস। সর্বতোভাবেই আমাদের এর বি(দ্ধে দাঁড়াতে হবে। খাবারও খেতে হবে শাসকের ইচ্ছায় — এ বড়ই অবমাননাকর। মানা যায় না।

(২) বহুজাতিক অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ করে দেওয়ার ল(্যেই তৈরি নূতন খনি আইন

আইনে পরিণত হতে চলেছে খনি অর্ডিন্যান্স। খনি আইন অর্থাৎ মাইনস এ্যান্ড মিনারেল (ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ১৯৫৭ সংশোধনের জন্য সংসদে বিল এনেছে ভারত সরকার। ইতিমধ্যেই বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে। রাজ্যসভায় পাশ হলে পরিণত হবে আইনে। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি খতিয়ে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, পুরানো আইনের আমূল গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে।

খনি আইনের মাধ্যমে এদেশে খনি ও খনিজ পদার্থ খোঁজা পরিকাঠামো নির্মাণ বা উত্তোলনের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। সংশোধনের মাধ্যমে এদেশে খনি ও খনিজ পদার্থ বাজারকে কার্যত বিনিয়ন্ত্রণ করে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি বা বিপুলাকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সংশোধনের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি বিষয় ঃ

(১) খনি ও খনিজ সম্পদ খোলা বাজারে নিলামে তোলার ব্যবস্থা করা এবং এই নিলামে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি গুলিকেও অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। ইন্টারনেটেও নিলামের ব্যবস্থা করা। এর ফলে বেদান্তের মত বহুজাতিক কোম্পানিও দেশে খনি ও খনিজ সম্পদ লিজ নেওয়া ও উত্তোলনের কাজ করতে পারবে।

(২) খনি এলাকা এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরিমাণের ব্যাপক বৃদ্ধি। বর্তমান আইনে বলা আছে একজন ব্যক্তি(বা একটি কোম্পানি সর্বাধিক দশ বর্গ কিলোমিটার এলাকার লিজ পেতে পারে খনিজ পদার্থ সমী(া ও উত্তোলনের জন্য। নতুন আইনে এরকম কোনো বাধা নিষেধ থাকছে না। সরকার যে কোনো পরিমাণ জমি লিজ দিতে পারবে। বর্তমান আইনে বলা আছে এক লপ্তে সর্বাধিক ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া যাবে। তাকে পুনঃনবীকরণ করা যাবে আরো ২০ বছর। নূতন আইনে বলা হয়েছে—একলপ্তে ৫০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হবে। ৫০ বছর পরে ফের নিলাম হবে।

অর্থাৎ এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে দেশী বিদেশী ব্যক্তি(মালিকাধীন কোম্পানিগুলি মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গল বা বনজ অঞ্চলগুলিতে হাজার হাজার মাইল এলাকা এক এক লপ্তে ৫০ বছরের জন্য লিজ পাবে এবং সে এলাকাগুলি থেকে যথেচ্ছ খনিজ সম্পদ উত্তোলন করতে পারবে তারা। এটাই হোল সংশোধনীর মূল কথা।

প্রসঙ্গত দেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর এর কী প্রভাব পড়বে বা ঐ এলাকায় বসবাসকারি মানুষদের কী হবে সে ব্যাপারে সংশোধনীতে বিশেষ উচ্চবাচ্য নেই। তবে বলা আছে (তিগ্রস্ত এলাকার এবং এলাকার মানুষদের উন্নতির জন্য রাজ্যস্তরে একটি এবং কেন্দ্রীয় স্তরে একটি উন্নয়নবোর্ড তৈরি করা হবে। ঐ বোর্ডের তহবিল তৈরির জন্য সং(-ষ্ট লিজ লাইসেন্স মালিকরাও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবে। উল্লেখ্য, গোয়ায় লোহা চূর্ণ উৎপাদনকারী খনি এলাকাগুলি বেশীর ভাগই সেখানকার বন্যপ্রাণী সংর(ণের জন্য চিহ্নি(ত এলাকাগুলির গায়ে গায়ে অবস্থিত। সরকার নিয়োজিত এস বি শাহ কমিশনের এক রিপোর্টে দেখা গেছে প্রায় সব লিজ লাইসেন্স মালিকরাই নিজ নিজ এলাকা ছাড়িয়ে বন এলাকা দখল করেছে। এমনকি জাতীয় উদ্যানও খনিগর্ভে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নূতন সংশোধনীতে এলাকার পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতির এবং তার অংশ হয়ে যাওয়া আদিবাসী জীবনের কী পরিণতি হবে সহজেই অনুমেয়।

সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত (৯৪৩২২৭৬৪১৫) কর্তৃক ১৮, মদন বড়াল লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত